

হান্দি মাজহাভেব শ্রুত

মূল

মাওলানা সামীরদ্দীন কাসেমী

ভাষান্তর

এনামুল হক মাসউদ



বই	হানাফি মাজহাবের শ্রেষ্ঠত
মূল	মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী
অনুবাদক	এনামুল হক মাসউদ
অঙ্গসজ্জা	সাদ্গিফ আশরাফ



হানাফি মাজহাবের শ্রেষ্ঠত্ব

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রকাশনায়

আল-ইখলাস পাবলিকেশন

গ্রন্থস্বত্ব:

প্রকাশক কৃর্তক সংরক্ষিত

সম্পাদনায়

মাওলানা আবু লাবিব মুহাম্মাদ ইউনুস

উস্তাদ: আয়েশা ছিদ্দিকা রা. মহিলা মাদরাসা

ইপিজেড রোড, কুমিল্লা

মূল্য: ৫০০ট



গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, মুদ্রণ, প্রিন্টিং, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দাওয়ার স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরিউক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

ইখলাস

পা ব লি কে শ ন



আল-ইহদা

আমার কলম ও কালির অনুপ্রেরণা
ইসলামি ধারার তরুণ লেখকদের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম
“বাংলাদেশ ইসলামি লেখক ফোরাম”

এবং

‘প্রমিত আলোয় আলোকিত হোক এই বসুন্ধরা’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে
এগিয়ে চলা সাহিত্য সংগঠন “তরুণী সাহিত্য কাফেলা”-কে।
কোনো এক গোপূর্লি-সন্ধ্যায় জাফরান মেশানো আকাশে হেরার
রাজতোরণ জেগে উঠবে- এই স্বপ্ন দেখায় যারা নিরন্তর।

অনুবাদক



সূচী

গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য	৭
প্রকাশকের কথা	৯
অনুবাদকের কথা	১১
সম্পাদকের কথা	১৩
লেখকের কথা	১৭
হানাফি ইমামদের জন্য একটি মূল্যবান উপহার	২৫
দুআ ও অভিমত	২৯
নামাজে রাফউল ইয়াদাইন করা কি-সুন্নাত?	৪০
কেরাত খালফাল ইমাম (ইমামের পেছনে মুজাদি সূরা ফাতিহা পড়া)	৪৬
আমিন বিল জেহের (জোরে আমিন বলা) কি সুন্নাত?	৫৩
নামাজের মধ্যে পা ছড়িয়ে দাঁড়ানো	৫৯
তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত বুকের উপর রাখবে, না নাভির	
নিচে রাখবে!	৬৬
আমলে কাসির দ্বারা নামাজ ভেঙে যায়	৭১
তাশাহুদ বা আত-তাহিয়্যাতুর মধ্যে একবার আঙ্গুলি ইশারা	
করা সুন্না, না বার বার!	৮২
খালি মাথায় নামাজ পড়া	৮৫
মহিলা এবং পুরুষের নামাজের মধ্যে পার্থক্য	৯০
দুই ওয়াক্তের নামাজকে একত্রে আদায় করা	৯৭
সুতার মোজার উপর মাসেহ করা কেমন	১০৬
ফজরের জামাত চলাকালীন সুন্নাত পড়বে কি পড়বে না...	১১২
তারাবিহ বিশ রাকাত নাকি আট রাখাত	১১৮
ফরজ নামাজের পরে দুআ করবে কি করবে না	১২৫
দ্বিতীয় জামাত মাকরুহ	১৩৪
জুমার খুতবার সময় নফল নামাজ পড়া মাকরুহ কিনা?	১৪০
ঠিক দুপুরের সময় জুমআর নামাজ পড়া কেমন	১৪৫
মাকরুহ সময়গুলোতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া কেমন ...	১৪৫
বিতরের নামাজ তিন রাকাত নাকি এক রাকাত	১৫৩
মুসাফিরের নামাজ দুই রাকাত নাকি চার রাকাত	১৫৭



জানাযার নামাজে সূরা ফাতিহা পড়া	১৬৬
জানাযার নামাজে এক সালাম নাকি দুই সালাম	১৭২
জানাযার নামাজ মসজিদে পড়া যাবে কিনা?.....	১৭৪
আমাদের প্রেরিত সাওয়ার মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে কিনা?	১৭৫
কোন ব্যক্তির ওসিলা দ্বারা দুআ করা	১৮৮
কুরবানি তিনদিন নাকি চার দিন	১৯৯
কুরবানির পশুর মধ্যে সাত শরিক হতে পারবে কিনা?	২০২



গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য

- দলিল হিসেবে শুধু কুরআনের আয়াত, নবীজী ﷺ এর হাদিস, সাহাবাদের বাণী ও তাবেয়ীদের বক্তব্যই পেশ করা হয়েছে। যাতে কলেবর বৃদ্ধি না হয়, তাই উলামাদের বক্তব্য দ্বারা দলিল পেশ করা হয়নি।
- প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে স্পষ্ট করা হয়েছে, কোনটি কুরআনের আয়াত, কোনটি নবীজী ﷺ এর হাদিস, কোনটি সাহাবাদের বাণী আর কোনটি তাবেয়ীদের উক্তি।
- শুধু ১২টি মৌলিকগ্রন্থ থেকে রেফারেন্স গ্রহণ করা হয়েছে।
- অন্যান্য মাজহাব এবং হানাফি মাজহাব উভয়টির জন্য দলিল আনা হয়েছে।
- যেখানে আহলে হাদিসদের পাঁচটি দলিল আনা হয়েছে, সেখানে মাজহাবে হানাফির সাতটি দলিল আনা হয়েছে। আর যেখানে আহলে হাদিসদের সাতটি দলিল আনা হয়েছে, সেখানে মাজহাবে হানাফির স্বপক্ষে দশটি দলিল আনা হয়েছে।
- উভয় মাজহাবের দলিল এজন্য আনা হয়েছে, যেন উভয় দলের হাদিস সম্পর্কেই পাঠকরা জানতে পারে। ফলে মতবিরোধ কমে আসে।
- গ্রন্থটির ভাষা অত্যন্ত সহজ করা হয়েছে। মোবাইলে রাখার উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে।





প্রকাশকের কথা

মুসলিম নিধন, মুসলিমদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন আর হত্যাযজ্ঞ পৃথিবীর কোথাও না কোথাও, দিনের পর দিন চলছে তো চলছেই। নিজ নিজ ভূখণ্ডে বা পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে, এমন সংবাদগুলো যখন মিডিয়া কভারেজটা বেশি পায়, তখনই আমরা একটু বেশি জানতে পারি। ফলে আমরা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ভালোভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পাই। কিন্তু উম্মাহর গুরুত্ব উপলব্ধি করলেও আমাদের নিজেদের মধ্যে চলমান দীনের ফুরুয়ি তথা শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ের মতানৈক্য থেকে আমরা সরে আসতে পারি না। উল্টো বিভেদে চলে যাই। দিব্যি ভুলে বসে থাকি পরিস্থিতির আলোকে আমাদের অবশ্য করণীয় বিষয়টি।

অবস্থাটা বর্তমানে চরম আকারে পৌঁছেছে। আমাদের মধ্যে চলমান ইখতেলাফি বিষয়গুলোকে, উম্মাহর একদল অবিবেচক, অদূরদর্শী দল পরিস্থিতি সংকটময় হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের সামনে আনতে একদম দ্বিধা করেনা। উদ্দেশ্য নিজেদের দল ভারী করা। ভিন্নমতকে খারিজ ও স্তব্ধ করা। বিশ্বয়ের বিষয় হলো, তাদের এই হীন লক্ষ্যসাধনে মিথ্যা প্রোপাগান্ডার আশ্রয় নিতেও তারা একবারের জন্যও কুষ্ঠাবোধ করেনা। হরহামেশাই তারা বলে বেড়াচ্ছে, ওরা যা আমল করে, তার স্বপক্ষে কোনো দলিল নেই। কুরআন-হাদিসের ভিত্তি নেই। পক্ষ-বিপক্ষ শ্রুতি-নির্ভর এইসব বক্তব্যই মূলত উম্মাতে মুসলিমার মধ্যে সংশয়-সন্দেহ আর বিরোধ-বিতর্কের মতো জঘন্য বিষ ছড়িয়ে দেয়। ফলে একতা ও ঐক্যের পথ বিনষ্ট হয়। পারস্পরিক বিদ্বেষ বাড়ে ও মজবুততর হয়।

উর্দু ভাষায় রচিত মাওলানা সামিরুদ্দিন কাসেমী হাফিজাছল্লাহর “হানাফিয়া কা মাসলাক ইহতিয়াত পর হ্যায়” গ্রন্থটি, যার বাংলা নাম “হানাফি মাজহাবের শ্রেষ্ঠত্ব” একটি সুন্দর ও দালিলিক কিতাব। কিতাবটি মূলত আমাদের মধ্যে চলমান সংশয়-সন্দেহ ও ভুল ধারণা দূর করার লক্ষ্যেই সংকলন করা হয়েছে। বক্ষমান এই গ্রন্থে হানাফি মাজহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে দলিলের মাধ্যমে। দলিলের ক্ষেত্রে সর্বজন গৃহিত মজবুত দলিলগুলোই তিনি উল্লেখ করেছেন। হানাফি মাজহাবের বিরুদ্ধে যারা অপবাদ দেয়, আমরা সহিহ হাদিসের উপর আমল করি না। আমাদের আমল কিয়াস-নির্ভর। জয়িফ হাদিস দিয়েই আমরা দলিল দিই। তাই কিতাবটিতে কোনো জয়িফ হাদিস উল্লেখ করা হয়নি।



সর্বজন স্বীকৃত হাদিসের কিতাব ও কুরআনুল কারিমের আয়াত দিয়েই মাসায়েলের আলোচনা করা হয়েছে। আহলে হাদিস বা অন্য কোনো মতকে প্রতিষ্ঠা করা মোটেও এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়; বরং এক মলাটে মুখতালাফ ফি বা ব্যাখ্যাগত বিরোধপূর্ণ মাসায়েলগুলোর একটা দলিলিক আলোচনা। আমাদের মাজহাবের দৃঢ়তা তুলনা করা বা উম্মত যাতে সহজে বুঝতে পারে, তাই শুরুতে আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা আয়াত ও হাদিস আনা হয়েছে। যাতে আমাদের নিজেদের মাজহাবের ব্যাপারে সকল সন্দেহ ও সংশয় নিরশন হয়ে যায়। দলিলগুলো জানতে পারি ও মুখস্থ করতে পারি। যারা দলিল দিয়ে আমাদের মনে সন্দেহ ও বিভেদ সৃষ্টি করে, তাদের বইটি উপহার দিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে পারি।

বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকগণ যাতে এই বই থেকে উপকৃত হতে পারেন, বিভেদ ও সংশয়কে দূরে ঠেলে প্রশান্তি ও মজবুতির সাথে দীন পালন করতে পারেন এমন একটা মহৎ ও উপকারী লক্ষ্য সামনে রেখেই আমরা বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি।

গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন উম্মাহ দরদী চিন্তক আলোম প্রিয় ভাই মাওলানা এনামুল হক মাসউদ হাফিজাহুল্লাহ। এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মহান আল্লাহর কাছে গ্রন্থটির কবুলিয়াতের জন্য দোয়া কামনা করছি। বিজ্ঞ পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আবদার থাকবে, গ্রন্থটিতে কোনো প্রকার অসঙ্গতি বা ভুল-ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হলে জানিয়ে অবশ্যই কৃতার্থ করবেন। পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই আমরা তা ঠিক করে দেব ইনশা-আল্লাহ।

আব্দুর রহমান ভাসানী

প্রকাশক



অনুবাদের কথা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ؛ أَمَّا بَعْدُ

ইসলাম হল পৃথিবীতে আমার রব কর্তৃক একমাত্র মনোনীত দীন। এই দীনের অনুসারী মুসলিম জাতি হল পৃথিবীর অপরাজেয় এক জাতি। দুঃখজনক হলেও পরম সত্য, বর্তমানে সেই অপরাজেয় জাতিই আজ বিশ্বব্যাপী চরম পর্যায়ের পরাজিত, অপদস্থ ও লাঞ্চিত। যাদের রক্তের মূল্য দুনিয়ায় সবচেয়ে কম। এই হীনকর সূচনীয় অবস্থার কারণ অনেক। তন্মধ্যে শিরকমুক্ত নির্ভেজাল ঈমানের উল্লেখযোগ্য ঘাটতি, বিদআতের মিশ্রণমুক্ত সুন্নাহ অনুসরণে মারাত্মক অবহেলা ও উদাসীনতা অন্যতম। পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে ধর্মীয় শাখাগত নানান বিষয়ে মতবিরোধ-মনোবিরোধও আরেকটি বড় কারণ। এমন এমন বিরোধকে কেন্দ্র করে ভিন্নমতের মুসলিমদের সাথে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও বিভিন্ন মিথ্যা-অপবাদ আরোপ-দিনদিন বেড়েই চলছে। যা আমাদেরকে মৌলিকভাবে দুর্বল বানিয়ে দিচ্ছে। আমরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছি। কখনও কখনও কাফের বা ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী শক্তিদের স্বীয় মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে উসকে দিয়ে ধ্বংস করার হীন আয়োজন করছি আনন্দের সাথে। উদ্দেশ্য নিজের ক্ষমতা মজবুত করা, কিংবা নিজের মতাদর্শ খারাপ হলেও তাকে প্রতিষ্ঠা করা, টিকিয়ে রাখা।

সমাজে অনেক সময় জাহালত বা অজ্ঞতাকে মানুষ ইলম বা জ্ঞান মনে করে, দুর্বল-মতাদর্শকে শক্তিশালী-মতাদর্শ মনে করে নিজেদের বিপদ থেকে আনে। বিবাদের জড়িয়ে নিজের ও সমাজের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। আলোচিত-চমৎকার-সফল ও যুগ-যুগ ধরে প্রমাণিত পথকে পরিহার করতেও অনেক সময় এতটুকু দ্বিধা করে না। নতুন শ্রীহীন, নড়েবড়ে আদর্শকে অনায়াসে গ্রহণ করে জাহালত বা অজ্ঞতার কারণে। নিজের আদর্শকে হারিয়ে দীন নিয়ে চলার অবস্থা যখন ডুবু ডুবু, ঈমানের অবস্থাটা যখন হয় প্রায় নিভু নিভু, তখনও চোখ খোলে চারপাশ দেখার হিম্মতটুকু হয় না। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনটুকুও অনুভব করে না। কখনও বা তাতে মিশ্রিত অর্ধসত্যকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, কখনও বা ইহুদ-নাসারার বিছিয়ে দেওয়া ফাঁদে পা দিয়ে নিজেকে সাচ্চা মুসলমান, পূর্ণ ঈমানদার মনে করে। আল্লাহ ফানাহ। বক্ষমান গ্রন্থটি উম্মাহকে এ জাতীয় বিপদ থেকে রক্ষা করতে, নিজের আদর্শকে চেনা বা বোঝা যাতে সহজ হয় এ জাতীয় একটি মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রচনা করা হয়েছে।



এটি মূলত দারুল উলূম দেওবন্দের কীর্তি সন্তান, ইংল্যান্ড প্রবাসী বিজ্ঞ আলেম ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা হজরত মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী হাফিজাহুল্লাহ রচিত “হানাফিয়া কা মাসলাক ইহতিয়াত পর হ্যায়” এর বাংলা অনুবাদ। যেটিতে লেখক অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণভাবে আমাদের মাঝে এবং আহলে হাদিস ভাইদের মাঝে সর্বাধিক বিরোধপূর্ণ ২৮ টি বহুল প্রসিদ্ধ মাসআলা সম্পর্কে দালিলিক আলোচনা করেছেন। সাথে সাথে আমরা হানাফি মাজহাবের অনুসারীদের উপর আরোপিত বহুল প্রচারিত একটি অভিযোগ ও অপবাদ যে, আমাদের হানাফিদের আমলকৃত মাসআলাসমূহের কোন দলিল নেই, তার দালিলিক খণ্ডন করে হানাফি মাজহাবের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন। যা আমাদের বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য খুবই উপকারী হবে বলে আমার বিশ্বাস। সাথে হানাফি মাজহাবের দলিল নিয়ে যাদের সন্দেহ ও সংশয় রয়েছে তাদের জন্য একটি বিশেষ উপহার হবে বলে আমার বিশ্বাস। লেখকের অনুরোধ এবং আমার হৃদয়ের একান্ত আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ এখন আপনাদের হাতে। কাজিত লক্ষ্য অর্জনে কতটুকু সফল হয়েছি, তা বিচারের ভার বিজ্ঞ পাঠকের কাছে ছেড়ে দিলাম। গ্রন্থটি পাঠ করে যদি একজন পাঠকও সত্য ও সুন্দরের সন্ধান পান, সংশয়-সন্দেহ দূর হয়ে দিলি সুকুন ও মনপ্রশান্তি লাভ করেন, তাহলে আমি আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব। আল্লাহ তায়ালা ছোট্ট এই গ্রন্থটিকে, তার লেখক অনুবাদক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন। তার শান মতো আমাদের জাযা দান করুন। আমিন।

আপনাদের এক অসহায় ভাই
জীবনযুদ্ধের বিছানাবন্দী মুসাফির
এনামুল হক মাসউদ
psfoundation2001@gmail.com
তারিখ: ১৪/০৭/২০২৪ ঈসায়ি



সম্পাদকের কথা

ইসলাম সার্বজনীন। দিনে ইসলাম আল্লাহর মনোনিত একমাত্র দীন। তামাম পৃথিবীর যত মানুষ, সকলের প্রয়োজন ও পরম চাওয়া দুনিয়া জীবন ও আখেরাতের জীবন সুন্দর-সহজ-সফল হওয়া। এমন সকল বিষয়ের এক বিশ্বয়কর চমকপ্রদ সমন্বয় হলো ইসলাম। কুরুনে সালাসা বা রাসুল যুগ, সাহাবা যুগ আর তাবৈয়ি যুগ যার জ্বলমলে সুস্পষ্ট উপমা। বাস্তব চিত্র। পৃথিবী দীর্ঘ একটা সময় জুড়ে মানবিক, শৃঙ্খল, পরিকল্পিত ও উন্নত এক আদর্শ দেখেছে। মুঞ্চ হয়েছে। বিশ্বয়ে, জেনেবুঝে, আনন্দে ও গৌরব মনে করে সকল ছায়াকে পায়ে মাড়িয়ে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। আসমানি এ আদর্শকে লালন করেছে। জীবনে বাস্তবায়ন করেছে। পুরোটা পৃথিবীতে এমন আলোময় আদর্শ ছড়িয়ে সবচেয়ে দামী জিনিস জীবনকে উৎসর্গ করেছে। এক কথায় খিলাফত যতদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল আল্লাহর এ সুন্দর যমিনে, ততদিন সবকিছু ভিন্ন স্বাদের ছিল। অনুপম এক প্রশান্তির ছিল। প্রবাহিত বাতাস, প্রবহমান শ্রোত সবকিছুতে একটা সজিব-সতেজ-পবিত্র মুঞ্চতা ছিল। শান্তির-স্বাধীনতার-স্বকীয়তার অন্যরকম আবেশ ছিল।

ইসলাম যখন দিগ দিগন্তে, জনপদ ও মানুষের বৈচিত্র সামনে এলো। নতুন নতুন আচার, নতুন অনেক বিষয়, নানাবিধ নতুন সমস্যা সামনে আসতে শুরু হলো বিরামহীন। সার্বজনীন ইসলামের গবেষক-মুজতাহিদ অনুসারীগণ তার যথাযথ, সমযোপযোগী সমাধান উপহার দিলেন জনপদ ও সমাজ ভেদে। ইসলামের দুতিতে জনপদ ও সমাজ আরও সুন্দর হলো। শান্তিময় মানবতাময় সুশৃঙ্খল হলো।

যুগে যুগে গবেষক-মুজতাহিদ তারকা-আলেম, মনীষী, ফকিহ, মুহাদ্দিস ও নানা বিষয়ে অগাধ ইলমের প্রোজ্জ্বল সূর্য যারা, তাদের একজন হলেন তার যামানার আমিরুল মুমিনিন ফিল-হাদিস, মুজতাহিদ, ফকিহ আবু হানিফা নুমান বিন-সাবিত রহ.। যিনি ইমাম আজম আবু হানিফা নামে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। উম্মাহর যাপিত জীবনে দেখা দেওয়া জটিল-সহজ সমস্যার সমাধানে যিনি গড়ে তোলে ছিলেন ‘ফিকাহ-গবেষণা-পরিষদ’। যাকে পৃথিবী কুরআন-হাদিসের অধিক সুচিন্তিত, উপযোগী যথাযথ শারেহ-ব্যখ্যাকার হিসেবে বরণ করে নিয়েছে। তার মাজহাব বা ইজতিহাদি-গবেষণালব্ধ ব্যখ্যাকে অনুকরণ করে কুরআন-হাদিসের ইলম হাসিল করছে, কুরআন ও হাদিস ব্যক্তিজীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রজীবনে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সম্মানের সাথে বাস্তবায়ন করছে।



তার ইজতিহাদি-ব্যাখ্যা বা মাজহাব-এর মতো মহাদৌলত পেয়ে মানুষ রবের দরবারে শুকরিয়া আদায় করেছে। যার কঠোর সাধনা, শ্রম ও উন্মাহ দরদী গবেষণার ফলে ইসলাম জানা, জীবনে বাস্তবায়ন করা ও সমাজের পরতে পরতে ছড়িয়ে দেওয়া অনেক সহজ হয়েছে।

ইসলামের বিজয়, পৃথিবীতে শান্তির শীতল বাতাস ইসলামবিরোধীদের হৃদয়ে জ্বালা সৃষ্টি করেছিল। চরম পর্যায়ের অপমানিত হয়েছিল তারা পৃথিবীতে। পৃথিবীর মানুষের কাছে। তাই তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তারা নীল নকশা তৈরি করেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী। সময়ের স্রোতে তাদেরও পালা এলো। তারাও মুসলমানে মুসলামানে, মুসলিম রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবেধের ও শত্রুতার প্রাচীর নির্মাণে সফল হলো। মুসলমানরাই নিজেদের বিরুদ্ধে লড়ল কয়েক শতাব্দী। নিজেরাই মরল। ধ্বংস হলো। দুর্বল হলো। পরিশেষে পৃথিবীর শত্রু, শান্তির শত্রু, মানবতার শত্রুরা শক্তি সঞ্চয় করল। শুরু করল চুরান্ত আক্রমণ। কখনও মুসলমানদের সাথে থেকে অপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে। আবার কখনও নিজেরা একা। পৃথিবী থেকে ইসলামের পতাকা ধীরে ধীরে অবনমিত হওয়া শুরু হলো। হায়েনা আর দানবদের রাজত্ব আবার প্রতিষ্ঠা হওয়া শুরু হলো। মুসলমান হারাল তার ঈমানী শক্তি। রুহানী শক্তি। বিলাসিতা, বন্দিত্ব, লাঞ্চনা তাদের নিত্য সাথী হলো।

তাদের নীল নকশার একটা প্রভাব হলো মুসলমানে মুসলমানে বিভাজন। কখনও দীনের শাখা বিষয় নিয়ে। কখনও অন্য ধর্মের সাথে মিশ্রণকরা ধর্ম প্রতিষ্ঠার ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা নিয়ে, কখনও ইসলামের নামে নিজেদের তৈরি করা ধর্ম নিয়ে। এমন বিবেধ, বিভাজন, ভাঙ্গনের কত রূপ, তা গণনা অসম্ভব। মাজহাব বা কুরআন-হাদিস থেকে গবেষণা লব্ধ ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যাকার নিয়ে দীর্ঘ একটা সময় নিয়ে কোনো বিরোধ ছিল না। অঞ্চলভেদে এর অনুসরণ ও পালন ছিল স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু ইসলামবিরোধী শত্রু একটা সময় পর এখানেও বিভেদের প্রাচীর নির্মাণে সফল হয়। যার প্রমাণ আজ আমাদের সামনে। সত্যিকারের সচেতন মুমিন কখনোই এমন ফাঁদে পা দেয়নি। ফিতনার উৎকর্ষতার সময়ে কতজনেরই বা বাঁচা সম্ভব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর রহম করুন।

আমাদের এ উপমহাদেশে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দেওয়া কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা অনুসারে দীনের চর্চা, দীনের অনুসরণ চলছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। আমরা যেটাকে সহজে হানাফি মাজহাব বা হানাফি মাজহাবের অনুসরণ বলে মনে করি। মূলত এখানেও কুরআন হাদিসই



মানা হচ্ছে। ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর। একদল প্রশ্ন তোলেছে, আমরা কুরআন হাদিস মানিনা; বরং মাজহাব মানি। অথচ তাঁরাই শায়েখ আলবানী রহ. কে ব্যাখ্যাকার হিসেবে মানে। আর বলে বেড়ায়, আমরা মাজহাব মানি না; সরাসরি কুরআনুল কারিম বা সহিহ হাদিস মানি। বিষয়টি তাদের অগভীর আর ভাষা ভাষা চিন্তার ফসল। একটা মারাত্মক ধরণের ভুল ধারণা। যার বীজ, কোনো অপশ্রেণী অনেক রোপন করেছে মুসলমানে মুসলমানে বিভেদ তৈরির জন্য। যার খারাপ প্রভাব আমাদের সমাজে ও সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।

সাধারণ মুসলমান ও উলামাদের মধ্যে শতাব্দির পর শতাব্দি কোনো বিভেদ ছিল না। কুরুনে সালাসা বা রসুল যুগ, সাহাবা ও তাবেয়ি যুগের মতো সাধারণ মুসলমানগণ মনে করতো, দীনি যেকোনো বিষয়ে সমাধান উলামারা দেবেন। তাদের অনুসরণই আমাদের কাজ। এখন যারা কুরআনের তিলাওয়াতও পারে না, বাংলা কোনো রকম পড়তে পারে, তারাও দাবি করে তারা কুরআন হাদিস বোঝে। সরাসরি তার থেকে আমল করে। কোনো মাজহাব মানা, বা কোনো উলামার দারস্থ হওয়ার খুব একটা দরকার নেই। আর একধাপ এগিয়ে অনেকে বলেও ফেলেন, উলামারা কুরআন হাদিস বোঝে না। একটা জাতির দীন ধ্বংসের জন্য এর চেয়ে ভয়ানক কী হতে পারে? আল্লাহ ফানাহ।

ফিতনার এ সময়ে আমরা যারা উলামা, যারা হানাফি মাজহাবের অনুসরণ করেন, অপশক্তির অপপ্রচারে অনেকের ধারণা মাজহাবে হানাফি কিয়াস-নির্ভর। এতে শরিয়তের দলিলকে বর্জন করা হয়েছে। বা কিয়াস ও শরিয়তের দলিল মিশ্রিত। এমন বিভিন্ন দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। বক্ষমান কিতাবটি এমন ধারণা দূর করার জন্য রচনা করা হয়েছে। আহলে হাদিসকে মাজহাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা বা তাদের সঠিক বৈঠক নিরূপন করাও এ কিতাবের উদ্দেশ্য নয়। তাদের দলিলগুলো উল্লেখ করা হয়েছে একটা নিছক তুলনা বা পার্থক্য বুঝাবার উদ্দেশ্যে। তাদের দলিল ও আমাদের দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। যাতে আমরা যারা মাজহাবে হানাফিকে লালন করি, উলামাদের তত্ত্বাবদানে মেনে চলি, তারাও এক কিতাবে শরই দলিলগুলো পড়তে পারে। মুখস্থ করতে পারে। ভেতরে থাকা, বিরোধীমতের প্রভাবে মনে সৃষ্টি হওয়া প্রশ্নের উত্তর জেনে প্রশান্ত হতে পারি তারই একটা প্রকাশ মাত্র।



আমার প্রত্যাশা, এমন সমস্যায় যারা ভুগছেন, অথবা যারা আমাদের দলিলগুলো খোঁছছেন তাদের জন্য বইটি একটি উপহার হিসেবে বিবেচিত হবে। মনে করতে

আল্লাহ তায়ালা লেখক, অনুবাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করেন। সকলকে সিরাতে মুসতাকিমের উপর অবিচলতা নসিব করুন। কিতাবটিকে উম্মাহর জন্য নাফে ও মুফিদ হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

আবু লাবিব মুহাম্মদ ইউনুস

০১ মুহাররম, ১৪৪৬



লেখকের কথা

نَحْدُدُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ؛ أَمَا بَعْدُ

হানাফি মাজহাব প্রকৃত অর্থেই শ্রেষ্ঠ ও সময় উপযোগী মাজহাব। এর উপর আমল করলে সকল হাদিসের উপর আমল হয়ে যায়। খুশু-খুজু অর্জিত হয়। ইবাদাতে একাত্মতা ও মনযোগ ঠিক হয়ে যায়। কুরআন ও হাদিসের আলোকে আমল হওয়ায় অন্তরেও প্রশান্তি লাভ হয়।

১. রাফয়ে ইদাইনের জন্য বার বার হাত ওঠানোর দ্বারা-وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (এবং আল্লাহর সামনে স্থিরভাবে দাঁড়াও)^১ আয়াতের উপর আমল হবে না। আর হাত না ওঠালে আমল হয়ে যাবে। রাফয়ে ইদাইন ত্যাগ করার ব্যাপারে আরও অনেক হাদিস রয়েছে, সেগুলোর উপরও আমল হবে। আর যখন রাফয়ে ইদাইন করবে, তখন আয়াতের উপর যথাযথ আমল হয় না।

২. যদি ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা পড়ে, তাহলে—

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনযোগ দিয়ে তা শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।”^২

আয়াতের উপর আমল হবে না। আর সুরা ফাতিহা পাঠ না করলে আয়াতের উপরও আমল হবে। আর ঐ সকল হাদিসের উপরও আমল হবে, যেগুলো সুরা ফাতিহা ত্যাগ করার ব্যাপারে রয়েছে। সাথে সাথে সাহাবিদের বাণীর উপরও আমল হবে।

৩. যদি জোরে আমিন বলে, তাহলে আয়াতের উপর আমল হবে না। আর যখন আস্তে আমিন বলবে, তখন আস্তে আমিন বলার হাদিসের উপরও আমল হবে এবং—

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“তোমরা আপন রবকে ডাক— কাকুতি-মিনতি করে, চুপিচুপি। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।”^৩ আয়াতের উপরও আমল হয়ে যায়।

১. বাকারা- ২: ২৩৮

২. আরাফ- ৭: ২০৪

৩. প্রাশুজ- ৭: ৫৫

হানাফিদের আমল আয়াত, হাদিস এবং সাহাবাদের বাণীর সম্মিলন। আর আমাদের মাজহাব বাস্তবেই শ্রেষ্ঠত্বের উপর। যার উপর আমল করলে আয়াতও ছোটো না। আমল হয় হাদিসের উপর এবং সাহাবিদের বাণীর উপর। সুতরাং হানাফি মাজহাব হল শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্রবিন্দু।

পুরো হিদায়া, কুদুরির প্রতিটি মাসআলার জন্য তিনটি করে হাদিসের উল্লেখ এখন আর কেউ এটা বলতে পারবে না যে হানাফিদের নিকট তাদের মাসায়েলের কোন হাদিস নেই। খুশির কথা হল, এই গ্রন্থে কেবল ২৮টি মাসআলার জন্য হাদিস আনা হয়েছে, যা দৈনন্দিন সামনে আসে। কিন্তু আসমাকুল হিদায়া এবং শরহে সমীরী আলাল-কুদুরির (লেখকের সংকলিত হিদায়া এবং কুদুরির কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ) মধ্যে সকল মাসআলার উপর তিনটি করে হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানেও এই ১২টি গ্রন্থ থেকেই হাদিস আনা হয়েছে, যা মৌলিক গ্রন্থ। তাই আর কারও আপত্তি থাকা উচিত নয় যে হানাফিদের নিকট তাদের মাসায়েলের কোন হাদিস নেই। হানাফিদের মাসআলা ব্যক্তির মত আর কেয়াস নির্ভর : এই ভাবনা ভুল হানাফি মাজহাবের মাসআলার দলিল হিসেবে ব্যবহার করা হাদিসগুলো মানুষের সামনে তেমনভাবে নেই। তাই অনেকে মনে করে, তাদের কাছে দলিল হিসেবে কোন হাদিস নেই। শুধু কেয়াস এবং ব্যক্তির মতামত দ্বারাই মাসআলা বর্ণনা করে থাকে। হাদিসের সাথে তেমন সম্পর্ক নেই। বস্তুত যেকোন মাসআলাই আয়াত কিংবা হাদিস থেকেই উৎসরিত। এ ধারণাপ্রসূত বিষয়টি সামনে এনে হানাফি মাজহাবকে দুর্বল এবং জযিফ আখ্যা দেওয়ার কৃথা চেষ্টা করে থাকে অনেকেই। কিন্তু যদি এমন ধারণা লালনকারীদের সামনে প্রতিটি মাসআলার জন্য একাধিক হাদিস উপস্থাপন করে দেওয়া যায়, তাহলে তারা আর হানাফি মাজহাবকে দুর্বল আখ্যা তো দেবেই না; বরং এর উপর নির্ভরতা প্রকাশ করবে। এর উপর আমলকারীদের ভালবাসা ও সম্মানের নজরে দেখবে। এই গ্রন্থে এটাই চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে প্রতিটি মাসআলার জন্য দলিল হিসেবে একাধিক হাদিস উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি হাদিসই আসল এবং মৌলিক গ্রন্থসমূহ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে। যাতে মাজহাববিরোধী ও অন্যান্যরা এর উপর আপত্তি করতে না পারে। আবার এ কথাও বলার সুযোগ না থাকে, হানাফি মাজহাবের ভিত্তি কেয়াস এবং ব্যক্তির মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের সহিহ হাদিসের সাথে তেমন সম্পর্ক নেই।



সাহাবিদের ফতোয়ার উপর আমল করাও বিরাট ব্যাপার

কখনো কখনো এ আপত্তি করে থাকে, হানাফি মাজহাব অনুসারীদের কাছে দলিল হিসেবে হাদিস নেই। কেবল সাহাবিদের বাণী রয়েছে। আমরা হাদিসের উপর আমল করি। আর হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ সাহাবিদের বাণী অথবা তাবেয়ীদের বক্তব্যের উপর অধিক আমল করে থাকে। এজন্য হানাফি মাজহাব দুর্বল। প্রায়ই এ আপত্তি করতে শোনা যায়। উত্তরে বলব, এ গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাগুলোতে একাধিক হাদিস উপস্থাপন করা হয়েছে। শুধু সাহাবিদের বাণী নয়। তবে হ্যাঁ! একাধিক হাদিস উপস্থাপনের পরে সাহাবিদের বাণীও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। যেন হাদিসের সত্যায়ন হয়ে যায়। আর না হয় হাদিসই আসল।

আর কোথাও যদি শাখাগত মাসআলায় কেবল সাহাবাদের বাণী দ্বারা দলিল পেশ করা হয়েছে, তাহলে এটা খারাপ নয়। কেননা সাহাবারা নবিজি ﷺ এর সংস্পর্শে ছিলেন। তারা নবিজি ﷺ এর মানসিকতা সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত ছিলেন। এজন্য তারা যদি কোন ফতোয়া দেন, তখন এটাই মনে করা হবে, তারা নবিজি ﷺ এর কাছ থেকে শুনেছেন। তবে সম্মানার্থে নবিজি ﷺ এর নাম উল্লেখ করেননি। অথবা সাহাবিরা নবিজি ﷺ এর মানসিকতাকে বুঝতেন, আর সেই আলোকেই এটি বলেছেন। কিংবা এর উপর আমল করেছেন। এজন্য শাখাগত মাসআলাসমূহে যেখানে হাদিস নেই, সেখানে সাহাবিদের বাণী আমলযোগ্য। সুতরাং এটি একদম আপত্তির বিষয় নয়। সাহাবিদের বাণী ছেড়ে বর্তমানের লোকদের কথার উপর আমল করা—এটা আদৌ ভালো কেমন করে হয়?

তাকলিদের^৪ মাসআলা সমাধান হয়ে গেছে

কিছু লোক প্ররোচনা দিয়ে বলে থাকে, হাদিসের অনুসরণ করো। ইমামদের তাকলিদ করো না। কেননা আমাদের উপর নবিজি ﷺ এর অনুসরণ আবশ্যিক, ইমামদের তাকলিদ নয়। সাহাবা যুগে এ সকল ইমাম কোথায় ছিলেন? এদের আগমন অনেক অনেক পরে।

কিন্তু যখন প্রতিটি মাসআলার ক্ষেত্রে হাদিস উপস্থাপন করে এটি বলা হয়, সকল মাসআলা হাদিসেরই নির্যাস এবং হাদিস থেকেই উৎসরিত। তবে হাদিস কখনো কখনো বিধানের অবস্থান হিসেবে বর্ণনা করা হয়, এটি কি ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত নাকি মুস্তাহাব। তাই ইমামগণ নিজ

^৪ তাকলিদ অর্থ অনুসরণ করা, অনুকরণ করা, কারো পদাঙ্ক অনুকরণ করা।

নিজ অবস্থান থেকে হাদিসের পর্যালোচনা করে থাকেন। যার দ্বারা মাসআলার গুরুত্ব বুঝে আসে। ব্যাস! শুধু এতটুকুই ইমামগণের কাজ। মূলত বাস্তবিক অর্থে তা হাদিসের উপরই আমল হয়। আর যদি বর্তমানের সাধারণ মুসলমান এ কাজ করে, তাহলে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির শিকার হবে। আর সীমাহীন হতাশ হয়ে পড়বে। এজন্য তাকলিদ অস্বীকার করা ঠিক নয়। তাকলিদ তথা অনুসরণই নিরাপদ। চাই ইমাম শাফেয়ি রাহি.-এর তাকলিদ করুক, চাই ইমাম মালেক রাহি.-এর তাকলিদ করুক কিংবা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহি.-এর তাকলিদ করুক। অথবা ইমাম আবু হানিফা রাহি.-এর তাকলিদ করুক। কিন্তু করবে অবশ্যই। যদি ইমামদের অনুকরণ না করে, তাহলে হয়তো নিজের মন মত মাসআলা বানাবে, অথবা পরবর্তী লোকদের মতের উপর চলেবে। আর এই উভয়টিই ভয়ঙ্কর। এজন্য তাকলিদ আবশ্যিক।

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা পাঁচটি হাদিস যেখানে, সেখানে আহনাফের পক্ষ থেকে সাতটি হাদিসের উপস্থাপন

এই গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছে, যদি আহলে হাদিসদের পাঁচটি হাদিস লিখেছি, তাহলে হানাফিদের দলিল হিসেবে সাতটি হাদিস লিখেছি। আর যদি তাদের সাতটি হাদিস উল্লেখ করেছি, তাহলে হানাফিদের জন্য দশটি হাদিস উপস্থাপন করেছি। সাধারণত এমনটিই করেছি। কোথাও কোথাও সামান্য কম-বেশিও রয়েছে।

এমনটি এজন্য করেছি যেন হানাফিদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায়, আমাদের কাছেও হাদিসের সম্ভার রয়েছে। আমরা এ সম্পর্কে শূন্য হাত এবং এতিম নই এবং সামনের লোকদেরও জানা হয়ে যাবে, তাদের কাছেও হাদিসের ভাণ্ডার রয়েছে। তাদের মাসআলা অসম্পূর্ণ এবং দুর্বল নয়। বরং এরা শ্রেষ্ঠত্বের উপর আমল করে। তাতে একগ্রহতা ও মনযোগ রয়েছে এবং তার পেছনে আয়াতের ইশারাতুন-নস রয়েছে। এই পদ্ধতির দ্বারা বাক-বিতণ্ডা কম হবে এবং উভয় দলের চিন্তাভাবনা করার সুযোগ হবে।

শুধু ১২টি গ্রন্থ থেকেই পুরো গ্রন্থটি প্রস্তুত করা হয়েছে

এই গ্রন্থে নিচের গ্রন্থসমূহ থেকে রেফারেন্স আনা হয়নি। শুধু ১২টি গ্রন্থ থেকে এ গ্রন্থটি প্রস্তুত করা হয়েছে। আর সেগুলো ঐ সকল গ্রন্থ যেগুলো থেকে সকল ইমামগণ রেফারেন্স গ্রহণ করে থাকেন। এগুলো সব মৌলিক গ্রন্থ। এগুলো



থেকে রেফারেন্স দিলে কারও আপত্তি হবে না। এজন্য আমি এগুলো নির্বাচন করেছি।

১২টি গ্রন্থ হল—

১. বুখারি। ২. মুসলিম। ৩. তিরমিজি। ৪. আবু দাউদ। ৫. ইবনু মাজাহ। ৬. নাসায়ি।

এই সিহাহ সিভাহ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ। অধিকাংশই আমি এগুলো থেকেই রেফারেন্স দিয়েছি। ৭. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা। ৮. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক।

এই দুটি গ্রন্থ অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে প্রাচীন। এটি বুখারির উস্তাদ। বুখারি রাহি। এই গ্রন্থদ্বয় থেকে তাঁর বুখারি শরিফ লিখেছেন। তারপর সকল সিহাহ সিভাহর লেখকগণ এর থেকে উপকৃত হয়েছেন। এজন্য সিহাহ সিভাহর পরে উক্ত দুই গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স দিয়েছি।

৯. মুসনাদে আহমাদ। ১০. তাবরানি কাবির। ১১. মুসতাদরাকে হাকেম। ১২. মুসনাদ আল-বায়হারি।

কোথাও কোথাও আমি এই চারটি গ্রন্থ থেকেও রেফারেন্স দিয়েছি।

এ সকল গ্রন্থের নিচের রেফারেন্স আনিনি। যেন মানুষের উক্ত মূল-গ্রন্থসমূহ থেকে দলিল উপস্থাপন সহজ হয়।

সকল হাদিসের মান বর্ণনা

কোনটি হাদিস, কোনটি সাহাবিদের বাণী এবং কোনটি তাবেয়িদের বক্তব্য-এর স্পষ্ট করেছি। এ ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যদি হাদিস হয়, তাহলে সুস্পষ্ট লেখা দেওয়া হয়েছে, এটি হাদিস। আর যদি সাহাবিদের বাণী হয় অথবা তাবেয়িদের বক্তব্য হয়, তাহলে তাহলে সুস্পষ্ট করা হয়েছে, সাহাবিদের বাণীতে অথবা তাবেয়িদের বক্তব্যে রয়েছে। যেন দলিল-প্রমাণের নির্ভরযোগ্যতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে জানা যায়। কেননা আয়াতের মর্যাদা সবচেয়ে উঁচু। তারপরে হল হাদিসের মর্যাদা। তারপরে সাহাবিদের বাণীর মর্যাদা এবং তারপরে হল তাবেয়িদের বক্তব্যের মর্যাদা। এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরচেয়ে অতিরিক্ত বিধান বর্ণনা করা হয়নি। কেননা উক্ত গ্রন্থসমূহে এতটুকু বিধানই লেখা রয়েছে। এরচেয়ে অতিরিক্ত সনদ সংক্রান্ত আলোচনা নিচের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। যা আমি এই গ্রন্থে আনিনি। কারণ এতে গ্রন্থের কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাবে।

উলামাদের বক্তব্য দ্বারা দলিল দেওয়া হয়নি

এ গ্রন্থে কারও ফতোয়া কিংবা কোন মাজহাবের ফিকহি ইবারত তথা মূলপাঠ উল্লেখ করা হয়নি। কেননা প্রত্যেক মাজহাবের অনুসারীদের কাছে ফিকহি



ইবারত এবং নিজ নিজ ফতোয়া রয়েছে। এগুলো উল্লেখ করা হলে গ্রন্থের কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাবে। শুধু মাজহাবে হানাফির মাসআলাক বর্ণনা করার সময় মাসআলাটি কোথায় আছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। মাসআলাটি হিদায়া নাকি মাবসুত লিশ-শাইবানি, নাকি নুরুল ইয়াহতে রয়েছে তা স্পষ্ট করা হয়েছে। এ গ্রন্থে ফতোয়া উল্লেখ নেই। কেননা আমি মুফতি নই। আর বাস্তবতা হল, আমার ফতোয়ার অভিজ্ঞতাও নেই। আমার কাজ তো হল, লিখিত মাসআলার উপর হাদিস একত্রিত করা। মাসআলা তৈরী করা আমার কাজ নয়। আমি এর উপযুক্তও নই।

এ গ্রন্থে কোন মাজহাবের খণ্ডন নেই। না এমন কোন বিষয় রয়েছে, যার দ্বারা কোন মাজহাবের অনুসারীদের মনে কষ্ট হবে। ঠাট্টা-বিদ্রূপও পরিহার করা হয়েছে। তারাও আমাদের ভাই। তাদের সম্মান করা আবশ্যিক।



অধিক বিতর্কিত ২৮টি মাসআলা, যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ
এ গ্রন্থে আমি শুধু ২৮টি মাসআলার উপর আলোচনা করেছি। এগুলোর জন্য
হাদিস এনেছি। এগুলো সেই মাসআলা, যেগুলোর প্রয়োজনীয়তা ইমামগণ বার
বার অনুভব করেন। সর্বদাই তারা পেরেশান হন। আর ভাবেন, এই
মাসআলাগুলোর দালিলিক হাদিস কি? এ সম্পর্কে কি আদৌ কোনো হাদিস
আছে, না সব সাহাবিদের-তাবেয়িদের বক্তব্য? আর যদি থাকে- তবে কোথায়
আছে? এজন্য এ সকল মাসআলাগুলোই আনা হয়েছে। এগুলোর দলিল হিসেবে
যে হাদিসের ভাণ্ডার আছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

আহলে হাদিস ভাইদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী

এ গ্রন্থে প্রতিটি মাসআলায় একটি শিরোনাম এসেছে “আহলে হাদিসদের
দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস”। এ বাক্য দ্বারা ঐ সকল মাজহাব উদ্দেশ্য,
যারা হানাফিদের বিপরীত মাসআলার অনুসারী। চাই তা শাফেয়ি হোক বা
হাম্বলি। কিংবা মালেকি। অথবা আহলে হাদিস। এই বাক্য দ্বারা একমাত্র আহলে
হাদিস উদ্দেশ্য নয়। বরং নিজেদের লোকদের অন্যদের মাজহাব বোঝানো। তাদের
হাদিসগুলো উপস্থাপন করাটাই উদ্দেশ্য। আমি এরচে ভালো কোন সংক্ষিপ্ত
বাক্য পাচ্ছিলাম না। এজন্য প্রতিটি স্থানে শিরোনাম দেওয়া হয়েছে “আহলে
হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস”। আর এই শিরোনামেই সকল
মাজহাবের হাদিসগুলো উপস্থাপন করেছি। কেবল আহলে হাদিসদেরকেই
লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়নি। এজন্য কোথাও যদি এই মাজহাব না হয়, যা আমি
বর্ণনা করেছি, অথবা তাদের দলিল ঐ হাদিসসমূহ না হয়, যা আমি লিখেছি,
তাহলে আমাকে অন্তর থেকে ক্ষমা করে দেবেন। কেননা আপনারা লক্ষ্যবস্তুই নন।
এই মাজহাব যাদের অথবা এই হাদিসগুলো যাদের, তারা উদ্দেশ্য। কেননা আমি
কাউকে মনে কষ্ট দিয়ে দুনিয়া থেকে যেতে চাই না। আপনারাও আমার দীন
ভাই। আমার উদ্দেশ্য তো শুধু এতটুকু, উভয় দলের সামনে উভয় প্রকার
হাদিসসমূহ উপস্থাপন করা।

উলামায়ে হাজারাতদের কাছে আন্তরিক আবেদন

আলোচিত মাসআলাগুলো অনেক মতবিরোধপূর্ণ। মতবিরোধও চলে আসছে
যুগ যুগ ধরে। সকল পক্ষের কাছেই দলিল-প্রমাণ আছে স্তম্ভি স্তম্ভি। এমতাবস্থায়
আমি কিভাবে দাবি করতে পারি, আমি যা লিখেছি এটাই চূড়ান্ত। এতে কম-
বেশি করার সুযোগ নেই। কারও খণ্ডন করার অধিকার নেই। এটা তো
একেবারেই অসম্ভব। এজন্য এতে পরিপূর্ণতার দাবি করা শুধু ভুলই নয়, বরং
মহাভুল। এতে অনেক ভুল-ত্রুটি হতে পারে। সুতরাং কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি
দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে অবহিত করলে পরবর্তীতে তা সংশোধন ও



সংযোজন করে নেব। কৃতজ্ঞও থাকব। তবে এতটুকু মনে রাখবেন, রেফারেন্স শুধু উপরিউক্ত বারোটি গ্রন্থ থেকে দেবেন, যেগুলো আমি এ গ্রন্থ-রচনায় নির্বাচন করেছি। এগুলোর বাহিরে দিলে আমার গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে। তুলাবা ও উলামাদের খিদমতে দু'আর আরজি, আল্লাহ তাআলা যেন অধমের ক্ষুদ্র এই খিদমতটুকু তাঁর দরবারে কবুল করেন। পরকালে নাজাতের উসিলা বানান। আমিন। ইয়া রাব্বাল আমিন।

অধম সামীরুদ্দীন কাসেমী
ম্যানচেষ্টার, ইংল্যান্ড
১৭-০১-২০২৪



হানাফি ইমামদের জন্য একটি মূল্যবান উপহার

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ؛ أَمَّا بَعْدُ

হজরত মাঞ্জলানা সামীকদ্দীন কাসেমী সাহেব বর্তমান সময়ের একজন মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁর অন্তর সবসময় উজ্জাদ ও ছাত্রদের কল্যান ও ফিকিরে জন্য ব্যাকুল থাকে। তিনি কম্পিউটারে বসে ভাবতে থাকেন, এ মুহূর্তে তাদের কী প্রয়োজন? কোথা থেকে তাদের প্রকৃত এবং মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করা যায়? এ প্রয়োজন পূরণ করতেই বক্ষমাণ গ্রন্থটি রচনা করেন।

সতর্কতার উপমা

যখন আমি শুনেছি, তিনি শুধু ১২টি গ্রন্থ থেকেই এমন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি তৈরি করেছেন, তখন আমি হতবাক হয়েছি। মানুষ ইমামদের বাণী দ্বারা গ্রন্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। কিন্তু তিনি শুধু ১২টি গ্রন্থ, যা প্রাচীন এবং মৌলিক, সেগুলো থেকে নিজ গ্রন্থটি তৈরী করেছেন। এটি বিরাট এক দায়বদ্ধতা এবং সতর্কতা। বরং হাদিসের ব্যাপারে তিনি সর্বোচ্চ কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। যার ফলে আপত্তিকারীদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

শুধু চার উসুল (নীতিমালা) দিয়েই দলিল উপস্থাপন করেছেন

এটা কি কম সতর্কতা, কেবল ১২টি গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স গ্রহণ করেছেন। তারপর আবার তিনি উলামাদের দিয়ে দলিল দেননি। শুধু চার-উসুল (নীতিমালা) দিয়েই দলিল উপস্থাপন করেছেন।

১. কুরআনের আয়াত।

২. নবিজী ﷺ এর হাদিস।

৩. সাহাবিদের বাণী।

৪. তাবেয়িদের বক্তব্য।

তার স্বভাব হলো, তিনি কোন গ্রন্থেই উক্ত চার-নীতিমালার বাইরে যান না। এ গ্রন্থেও এমনটিই করেছেন। যেন দলিল অত্যন্ত মজবুত হয়। মাসআলা বের করাটা সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য হয়।

ইমামদের জন্য হাদিসের ভাণ্ডার

কিছু ইমামগণ অভিযোগ করেছেন, অন্যান্য মাজহাবের অনুসারীগণ আমাদেরকে তাদের মাজহাবের হাদিস শুনিয়ে থাকে। (তাদের মাজহাব সঠিক হওয়ার ব্যাপারে) সিদ্ধান্তও দিয়ে দেয়। আমাদের মনে চায়, আমাদের পকেটে থাকা কালো বস্তুটির (মোবাইল) মধ্যে উভয় মাজহাবের সকল হাদিস লেখা থাকবে। আর আমরাও তা দ্রুত পাঠ করে যাব। তাদের চোখে চোখ রেখে



কথা বলব। কিন্তু হাদিসের ভাণ্ডার বিদ্যমান না থাকার কারণে এমনটা হয়ে ওঠে না। বরং একরকম পিপাসা থেকেই যায়। এজন্য হৃদয়ে গভির ব্যাথা অনুভব হয়।

তাইতো মাওলানা এমন গ্রন্থ রচনা করেছেন, যাতে নিজেদের হাদিসগুলো তো আছেই, উল্টো অন্যান্য মাজহাবের অনুসারীরাও যদি তাদের মাজহাবের হাদিস ভুলে যায়, তাহলে তাদেরকেও স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাবে, জনাব! এই হল আপনাদের হাদিস; আর এই হল আমাদের হাদিস, যার উপর আমরা পূর্ণ আস্থার সাথে আমল করি।

সত্যিই হানাফি ইমামদের জন্য তাঁর এই ইলমি উপহার খুবই বিস্মকর। বহু বছর থেকে এর আকাঙ্ক্ষা ছিল। এর খুব প্রয়োজন ছিল বৈ কী। সে আকাঙ্ক্ষাটি তিনি এখন পূর্ণ করেছেন।

আমার বিশ্বাস— এর দ্বারা শুধু ইমামরাই উপকৃত হবে না, বরং পাঠদানেরও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। উস্তাদরা এবং ছাত্ররা নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী চাকচিক্যময় মাহফিল সাজাবে। আর স্বীয় মাজহাবের দৃঢ়তার উপর ঈর্ষা করবে।

ফিকহে হানাফির গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোর জন্য হাদিস একত্র করে দিয়েছেন

ছাত্রদের প্রয়োজন হল, প্রতিটি মাসআলার জন্য হাদিস বিদ্যমান পাওয়া। তাই তিনি পুরো হিদায়া, পুরো কুদুরি এবং পুরো নুর্কুল ইয়াহ কিতাবে হাদিস স্ট করে দিয়েছেন। প্রতিটি মাসআলার জন্য তিনটি করে হাদিস এনেছেন। তাছাড়া সারা বিশ্বব্যাপী যে আপত্তি ছিল, হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: হাদিস নেই—কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। উক্ত গ্রন্থসমূহেও তিনি শুধু উপরোক্ত ১২টি গ্রন্থ থেকেই হাদিস ও সাহাবিদের বাণী এবং তাবেয়ীদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তেরোতম কোন গ্রন্থ ছুঁয়েও দেখেননি।



আকিদার উপর চমৎকার একটি গ্রন্থ

ছাত্রদের আকিদার প্রয়োজন হয়েছে তো “সামারাতুল আকাইদ”^৭ এর মত চমৎকার একটি গ্রন্থ তিনি উপহার দিয়েছেন। যার মধ্যে শুধু ৭টি গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স গ্রহণ করা হয়েছে। কুতুবে সিভাহ এবং কুরআনুল কারিম। এর বাহিরে কোন রেফারেন্স গ্রহণ করা হয়নি।

কি আশ্চর্য! তাঁর এতোটা কঠোরতা, এতোটা সতর্কতা ও এতোটা দায়বদ্ধতা, কেবল ৭টি গ্রন্থ থেকেই রেফারেন্স গ্রহণ করেছেন, এর বাহিরে অন্য কোন গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স গ্রহণ করেননি। আমি অন্যান্য মাজহাবের অনুসারীদের মধ্যেও এতোটা কঠোরতা করতে দেখিনি, যা তিনি করেছেন। ফালিল্লাহিল হামদ।

সৌরজগতের উপর বিস্ময়কর গবেষণা

সৌরজগতের প্রয়োজন হয়েছে তো “সামারাতুল ফালাকিয়াত” নামে সতন্ত্র একটি গ্রন্থই রচনা করে ফেলেছেন। শুধু ইন্টারনেট থেকে মূল তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থটি লিখেছেন। আর অন্য কোন বস্তুর রেফারেন্স দেননি। এতোটাই সহজ-সরল ভাষায় লিখেছেন— যেকোন পাঠকই তা বুঝতে পারবে।

চাঁদের ঝগড়া থেকে মুক্তি দিয়েছেন

দুনিয়াবাসী যখন চাঁদের ব্যাপারে মিথ্যা সাক্ষ্য নিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে, তখন চাঁদের নতুন যুদ্ধক্ষেত্রের সূচনা হলো। তিনি তখন পুরো পৃথিবীর জন্য ভিডিও বার্তা বানিয়ে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। আরববিশ্ব, যারা মিথ্যা সাক্ষ্যের উপর চলছে, তারা একদিন আগের ক্যালেন্ডার তৈরি করে তার পূর্ণ প্রচারণা চালালো।

নবিজি ﷺ এর জীবনের উপর দুস্ত্যাপ্য ক্যালেন্ডার

এখন পর্যন্ত কারও সাহস হয়নি, নবিজি ﷺ এর জন্ম থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত গোটা জীবনের ক্যালেন্ডার তৈরী করবে। চৌদ্দশত বছর পূর্বের প্রত্যেক মাসে চাঁদের বয়স কত ছিল, তার উচ্চতা কত ছিল, মাস কবে শুরু হবে তা বলবে, পুরো মূল ইতিহাস বর্ণনা করবে। এটি কেউ করেনি। কেননা কারও কাছে এই সফটওয়্যার ছিল না। কিন্তু তিনি নবিজি

^৭ আলহামদুলিল্লাহ! এ গ্রন্থটি অধমের হাতে বাংলা অনুদিত হয়ে “আকিদার মর্মকথা” নামে চেতনা প্রকাশন থেকে ২০২২ সালে প্রকাশিত হয়েছে। যা ইসলামি ধারার তরুণ লেখকদের ঐক্যবদ্ধ প্রাটফর্ম “বাংলাদেশ ইসলামি লেখক ফোরাম” এর গ্রন্থ সম্মাননা ২০২৩ এ অনুবাদ ক্যাটাগড়িতে সম্মাননাও লাভ করেছে। —অনুবাদক



ﷺ এর জীবনের তেঁষটি বছরের ক্যালেন্ডার তৈরী করে পুরো বিশ্বকে বিস্ময়
বিমোহিত করেছেন।

তাঁর বিভিন্ন প্রকার কর্মতৎপরতা দেখে আমি অনেক হতবাক হয়েছি, এই
বৃদ্ধ বয়সেও কত বিস্ময়কর সব তথ্য-উপাত্ত একত্র করেছেন। আর তা
ইলম পিপাসুদের খিদমতে উপস্থাপন করে যাচ্ছেন।

আমি তাঁর জন্য দুআ করছি— আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল কাজকে কবুল
করেন। পরকালে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন। ইয়া রাব্বাল
আলামিন। আমার এই দুআর সাথে যারা আমিন বলবে, আল্লাহ তাআলা
তাদেরকেও কবুল করুন।

অধ্যম সাজিদ গুফিরালাহ
১৭-০১-২০২৪ ঈসায়ি



দুআ ও অভিমত

হজরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নোমানী সাহেব দামাত
বারাকাতুহুম

মুহতামিম ও শাইখুল হাদিস: দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হজরত মাওলানা সমীরুদ্দীন কাসেমী (ম্যানচেষ্টার, ইংল্যান্ড)- এর রচিত “হানাফিয়া কা মাসলাক ইহতিয়াত পর হায় বাংলা ভাষায় হানাফি মাজহাবের শ্রেষ্ঠত্ব” গ্রন্থটি এই মুহূর্তে আমার সামনে রয়েছে। গ্রন্থটিতে এটি প্রমাণ করা হয়েছে, হানাফিদের আহলে হাদিস দলের সাথে নামাজ ইত্যাদি যে সকল মাসআলাসমূহে ইলমি মতবিরোধ রয়েছে, ঐ সকল মাসআলাগুলো কুরআনের আয়াত এবং নবিজি ﷺ এর হাদিস, উপরোক্ত সাহাবিদের বাণীসমূহে স্পষ্ট বিদ্যমান অথবা সেগুলো থেকেই উৎসরিত।

অন্যদের কাছে যদি কোন মাসআলার ক্ষেত্রে পাঁচটি বর্ণনা থাকে, তাহলে আহনাফের কাছে নিজ মাজহাবের প্রামাণ্য সাতটি বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। এটিও প্রমাণ করা হয়েছে, হাদিসের উপর আমলের ক্ষেত্রে আহনাফের অবস্থান শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভর হয়ে থাকে। চেষ্টা করা হয়, যেন সকল বর্ণনার উপর আমল হয়ে যায়। কোন হাদিসকেই যেন ছেড়ে দিতে না হয়।

এমনিভাবে এই মিথ্যা অপবাদেও জবাব সামনে এসে যায়। হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ হাদিস পরিত্যাগকারী, অথবা শুধু কিয়াস-নির্ভর আমল করে থাকে। সামগ্রিকভাবে এই গ্রন্থটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতার লোকদের জন্য হানাফি মাজহাব সম্পর্কে সঠিক পথ পেতে সহায়ক প্রমাণিত হবে।

আল্লাহ তাআলা হজরত মাওলানার অন্যান্য রচনাসমূহের মতো এই গ্রন্থটিকেও ব্যাপকভাবে কবুল করুন। উম্মাহকে এর থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন।

(হজরত মাওলানা মুফতি) আবুল কাসেম নোমানী গুফিরলাহ

মুহতামিম ও শাইখুল হাদিস, দারুল উলুম দেওবন্দ

১৩. ০৭. ১৪৪৫ হিজরী

২৫. ০১. ২০২৪ ইসাযী

দুআ ও অভিমত

হজরত মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী হলেন দারুল উলুম দেওবন্দের

সুযোগ্য সন্তান

হজরত মাওলানা মুনিরুদ্দীন উসমানী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম

উস্তাদ: দারুল দেওবন্দ

দারুল উলুম দেওবন্দের উজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত কোন ব্যক্তির কাছে এটি গোপন নয়, দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্ররা তাদের উস্তাদদের থেকে শুধু আক্ষরিক পড়ালেখাই শেখে না; বরং তার সাথে সাথে ইখলাস, জবাবদিহিতা, আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া ও পরহেযগারী, দুনিয়া বিমুখতা, দীন প্রচারের তাড়না, দীনি দাওয়াতের দরদ ও ব্যাথা, মুসলমানদের অসহায়ত্বের বেদনা, ইসলামের স্বচ্ছতাকে স্মান করার অপচেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে উন্মোক্ত তরবারি উচ্চকিত করার চেতনা, সর্বপ্রকার শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং মাধ্যমকে দীন ইসলামের খিদমতে উৎসর্গ করার মানসিকতা লালন করার জন্য পাগলপাড়া হয়ে যায়। দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষা সমাপনকারী কোন ছাত্র নিছক নামধারী আলেম অথবা প্রথাগত সার্টিফিকেটধারী শিক্ষিত নয়। অথবা সামান্য অর্থকড়ি উপার্জনের চিন্তায় দ্বারে-দ্বারে ধরনা দেয়ার চিন্তা করে না। কেননা সে-তো এই শিক্ষাই পায়নি; বরং সে তো এখান থেকে শিক্ষার পাশাপাশি কলিজা বিধীর্ণকারী খঞ্জর ও খোলা তরবারি হাতে বের হতো। আর মুখে আবৃত্তি করতো—

ধন্য হোক আমার রুহানী পিতৃত্ব, আমার উস্তাদ বলেছে—

আর কিছু হোক না হোক, আমার সন্তান ইশক (দীনের ভালবাসা) শিখে গেছে।

শ্রদ্ধেয় হজরত মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী সাহেবও দারুল উলূমের ঐ সকল নির্বাচিত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের একজন, যিনি বিভিন্ন ময়দানের কর্মব্যস্ত দায়ি। মুসলমানদের দুঃসময়ের কাণ্ডারী। দীনে হানিফের স্বচ্ছতাকে স্মান করার অপচেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে উন্মোক্ত তরবারি উচ্চকিত করার যিনি সামর্থ্য রাখেন। নিজের সকল শক্তি-সামর্থ্য, যোগ্যতা ও মাধ্যমকে দীনে হানিফের জন্য উৎসর্গ করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা লালনকারী একজন মহান ব্যক্তিত্ব।

বর্তমানে যখন আহলে হাদিসরা হানাফি মাজহাব অনুসারীদের বিরুদ্ধে যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, কঠোরতা প্রদর্শন করছে— তখন তিনি ইলমি দলিল-প্রমাণ নিয়ে কর্মতৎপরতায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন। একটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ উন্মত্তের সামনে উপস্থাপন করে দিয়েছেন। এই হল সেই



মূল্যবান গ্রন্থ “হানাফিয়া কা মাসলাক ইহতিয়াত পর হায় তথা হানাফি মাজহাবের শ্রেষ্ঠত্ব” যেগ্রন্থটি এই মুহূর্তে আপনাদের হাতে ।

এতে মাওলানা আহলে হাদিসদের প্রসিদ্ধ ২৮টি মাসআলা উল্লেখ করেছেন । আহলে হাদিসদের দলিলগুলো অনেক যাচাইবাছাই করেছেন । সিহাহ সিত্তাহ ও মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা এবং মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকের হাদিস ও আসার তথা বাণীসমূহের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । কুরআনুল কারিমের আয়াত দ্বারা সজ্জিত করেছেন । ফা-জাযাকুমুল্লাহু খাইরুল জাযা । দুআ করছি, আল্লাহ তাআলা যেন এই রচনাকে তাঁর অন্যান্য রচনার মত ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা দান করেন । আমিন । ইয়া রাব্বাল আলামিন ।

(হজরত মাওলানা) মুনিরুদ্দীন (উসমানী সাহেব)

মুহাদ্দিস ও ছাত্রাবাস প্রধান

দারুল উলূম দেওবন্দ

১৩.০৭. ১৪৪৫ হিজরী

২৪.০১. ২০২৪ ইসায়ী



লেখক পরিচিতি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

হজরত মাওলানা সমীরুদ্দীন কাসেমী দামাত বারাকাতুল্হম একজন অত্যন্ত মেধাবী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। তিনি ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর চমৎকার কাজ সম্পাদন করেছেন। তিনি বর্তমান যুগের চাহিদাকে খুব ভালভাবে বুঝে ছাত্রদের জন্য অনেক বিষয় একত্র করে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করেছেন। ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের মধ্যে হাদিসের রেফারেন্স বা তথ্যসূত্র যোগ করা, প্রতিটি আকিদাকে দশটি আয়াত ও দশটি হাদিস দ্বারা প্রমাণ করা, মিরাস বা উত্তরাধিকার বন্টনকে আধুনিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা, বিজ্ঞান ও কুরআনের মত নির্বাচিত গ্রন্থ রচনা করা এবং গোটা পৃথিবীর জন্য নির্ভুল ক্যালেন্ডার তৈরি করে এই অঙ্গনে ইমামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি হল ঐ সকল ব্যতিক্রম কাজ, যার ফলে কবির ভাষায় বলা যেতে পারে—

“হাজার বছর নারগিস ফুল তাঁর সৌন্দর্যহীনতার জন্য কাঁদছে

অনেক ত্যাগের বিনিময়েই বাগানের শোভা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়।”

জন্ম: হজরত মাওলানা সমীরুদ্দীন সাহেব ৬ নভেম্বর ১৯৫০ ইসাযী মোতাবিক ২৫ মহররম ১৩৭০ হিজরীতে ভারতের ঝাড়খন্ড প্রদেশের ডডা জেলার মাহগাঁওয়া থানার ঘুড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রদেশটি পূর্বে বাহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে পৃথক করে ঝাড়খন্ড প্রদেশ বানানো হয়েছে। এই গ্রামটি গুড্ডা শহর থেকে ৩৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। যেখানে এখনো বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই।

বংশ তালিকা: নাম সমীরুদ্দীন। পিতার নাম: জামালুদ্দীন। দাদার নাম: মুহাম্মাদ বংশ ওরফে লাদুনি। পরদাদার নাম: চুলহায়ী। বংশ: শায়েখ সিদ্দিকী। অনেক পরে গিয়ে তাঁর বংশ হজরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে মিলিত হয়েছে। এজন্য এই বংশকে শাইখে সিদ্দিকী বলা হয়। নিয়মতান্ত্রিক কোন বংশতালিকা নেই। তবে তাঁর বংশে এটাই প্রসিদ্ধ।

শিক্ষাজীবন: প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন নিজ গ্রামের মক্তবে ভাগলপুর জেলার গরিয়াচক গ্রামের মৌলুভী আবদুর রউফ ওরফে গুনি রাহি.- এর নিকট। এই মক্তবেই তিনি উর্দু, হিন্দি, ফারসি ও গনীতের শিক্ষা লাভ করেন। ১২ বছর বয়সে ১৯৬২ ইসাযীতে মাদরাসা দারুল উলুম

আটকি রাচিতে শিক্ষা লাভ করার জন্য গমণ করেন। ১৯৬৪ ইসায়ীতে পাটনা ভাগলপুরের মাদরাসা এজাজিয়ায় ভর্তি হোন। ১৯৬৬ সালে গুজরাটের দারুল উলুম ছাপিতে যান এবং ১৯৬৮ ইসায়ীতে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হোন। শাবান ১৩৯০ হিজরী মোতাবিক ১৯৮০ ইসায়ীতে দাওরায়ে হাদিস থেকে ফারিগ হোন।

উস্তাদবন্দ: তিনি বুখারি শরিফ ১ম খণ্ড পড়েছেন দারুল উলুমের তৎকালীন শাইখুল হাদিস হজরত মাওলানা আল্লামা ফখরুদ্দীন সাহেব রাহি.- এর নিকট। বুখারি শরিফ ২য় খণ্ড পড়েছেন হজরত মাওলানা মুফতি মাহমুদুল হাসান গান্ধুহী রাহি.- এর নিকট। মুসলিম শরিফ পড়েছেন হজরত মাওলানা শরিফ সাহেব রাহি.- এর নিকট। তিরমিজি শরিফ পড়েছেন হজরত মাওলানা ফখরুল হাসান সাহেব মুরাদাবাদী রাহি.- এর নিকট। আবু দাউদ শরিফ পড়েছেন হজরত মাওলানা আবদুল আহাদ সাহেব রাহি.- এর নিকট। নাসায়ী শরিফ পড়েছেন হজরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ বাহারী রাহি.- এর নিকট। ইবনে মাজাহ শরিফ পড়েছেন হজরত মাওলানা নাসিম আহমাদ দেওবন্দী রাহি.- এর নিকট। তহাবী শরিফ পড়েছেন হজরত মাওলানা মিয়া আসগর হুসাইন সাহেব দেওবন্দীর নিকট। মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ শরিফ পড়েছেন মাওলানা আনজার শাহ কাশ্মীরি রাহি.- এর নিকট। ইনি ছিলেন এ যুগের ইলমের পাহাড়। যার সামনে তিনি ছাত্র হয়ে বসার সৌভাগ্য অর্জন করেন। মেশকাত শরিফ ১ম খণ্ড পড়েছেন হজরত মাওলানা নাসির খান সাহেবের নিকট। আর মেশকাত শরিফ ২য় খণ্ড পড়েছেন হজরত মাওলানা সালেম কাসেমী দেওবন্দী সাহেবের নিকট। ঐ সময়ে শাইখুল হাদিস হজরত মাওলানা যাকারিয়া রাহি. শাইখুল হাদিস মাদরাসা মাজাহেরুল উলুম সাহারানপুর এর নিকট দুই বার যথাক্রমে ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে হাদিসে মুসালসাল পড়েছেন। আর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা পড়েছেন দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম আল্লামা কারী তৈয়্যব সাহেব রাহি.- এর নিকট।

আরবি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন: তিনি ১৯৭১ সালে দারুল উলুম দেওবন্দের আরবি সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হোন এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যে ভূতপত্তি অর্জন করেন। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় তিনি দীর্ঘ তিন বছর দারুল উলুম দেওবন্দের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উস্তাদ বর্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক হজরত মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানবী রাহি.- এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। যেখানে তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন



সেখানে এটাও শিখেছেন— কিভাবে সহজ-সরলভাবে ছাত্রদের জন্য গ্রন্থ রচনা করা যায় এবং কঠিন ও জটিল বিষয়কে সহজ ও বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করা যায়। এই পদ্ধতি হজরতের জীবনে এমন শৈল্পিক রূপ ধারণ করেছে যে, আজ পর্যন্ত ছয়টি বড় বড় শাস্ত্রের উপর কাজ করেছেন এবং সবগুলোকেই অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে ছাত্রদেরকে হৃদয়ঙ্গম করিয়েছেন। যার ফলে ছাত্ররা আজও হজরতকে স্মরণ করে থাকে। হজরত মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানবী রাহি.- এর তত্ত্বাবধানে এটাও শিখেছেন যে, কিভাবে ছাত্রদের সাথে মিলেমিশে থাকা যায় এবং কতটা সহজ-সরলভাবে জীবন যাপন করা যায়। যেন ছাত্ররা তাকে নিজের অভিভাবক ও কল্যাণকামী মনে করে। হজরত মাওলানা সমীরুদ্দীন সাহেব হজরত মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানবী রাহি.- এর অত্যাধিক ভক্ত ও অনুরক্ত। অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে স্মরণ করেন।

শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জন: ১৯৭২ সালে শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য ভর্তি হোন এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দারুল উলুম দেওবন্দের পাঁচ বছরের জীবন হজরত মাওলানার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ সময়ে তিনি সর্বদা একাকী নিরবে বসে জ্ঞান অর্জনে ব্রত থাকতেন। হজরত মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেব একবার দারুল উলুম দেওবন্দের উস্তাদ হজরত মাওলানা আবদুল খালেক মাদরাজি সাহেবের সামনে মাওলানা সমীরুদ্দীনের আলোচনা করলে তিনি বলেন— মাওলানা সমীরুদ্দীন সেই ব্যক্তি না! যে কবরস্থানে বসে নিরবে অধ্যয়ন করতো? আমি বললাম হ্যাঁ! সে-ই। তারপর মাওলানা আবদুল খালেক মাদরাজি সাহেব মাওলানার পরিশ্রমের বেশ কয়েকটি ঘটনা শুনালেন। যার দ্বারা অধর্মের ধারণা হয়েছে যে, মাওলানা শিক্ষা জীবনের শুরুতেই অধ্যয়নের প্রতি কতটা পরিশ্রমী ছিলেন। যার ফল হল— বর্তমানে তিনি ছয়টি শাস্ত্রের উপর প্রায় চল্লিশটির মতো বিশাল-বিশাল গ্রন্থের লেখক।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ: শিক্ষকতাকালীনই তিনি হাইস্কুলে Gcse পরীক্ষা দেন এবং উচ্চ নাম্বার পেয়ে পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি কলেজে পরীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে আর তা হয়ে উঠেনি। তিনি ভূগোল সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞ। যার কারণে তিনি “সামারাতুল ফালাকিয়াত বা জ্যোতির্বিদ্যার মর্মকথা”র মত বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন এবং “সামীরি ক্যালেন্ডার” এর ন্যায় নির্ভুল ও ব্যতিক্রমী ক্যালেন্ডার তৈরি করে গোটা পৃথিবীকে অবাক করে দেন। হজরতের গণিতের উপরও অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। যার ফলে তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে উত্তরাধিকার



বন্টন সম্পর্কে “সামারাতুল মিরাস বা উত্তরাধিকারের মর্মকথা”র মত ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলো তাঁর ভূগোল ও গণিতের উপর পাণ্ডিত্যেরই কারিশ্যা।

শিক্ষকতা: শাওয়াল ১৩৯৩ হিজরী মোতাবিক জানুয়ারী ১৯৭৩ ইসায়ীতে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। তখন তিনি গুজরাটের মারগুব পাঠানের মাদরাসায়ে কানযে পাঁচ বছর ছিলেন। সেখানে তিনি শরহে জামী পর্যন্ত বিভিন্ন কিতাবের পাঠ দান করেন। তারপর তিনি গুজরাটের আনন্দের মাদরাসায়ে তালীমুল ইসলামে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং সেখানে তিনি পাঁচ বছর পর্যন্ত দাওরায়ে হাদিসের কিতাবসমূহের দারস প্রদান করেন। তারপর তিনি খানকায়ে রাহমানী মুঙ্গির বাহারে চলে যান। সেখানেও তিনি দাওরায়ে হাদিসের কিতাবসমূহের দারস প্রদান করেন এবং এখান থেকে ২১ জুন ১৯৮৭ ইসায়ীতে মাদরাসায়ে তালীমুল ইসলাম ঢাজবেরী ইংল্যান্ড তালিফ নেন। যা গোটা ইউরোপে তাবলিগের অনেক বড় কেন্দ্র। তখন উক্ত মাদরাসায় তিনি মেশকাত শরিফ পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করেন এবং মেশকাত শরিফের দারসের দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত ছিল। এর কিছু দিন পর তিনি শিক্ষকতা থেকে অবসর নেন এবং পুরোপুরিভাবে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন এবং আজ পর্যন্ত এই লেখালেখিতেই ব্যস্ত আছেন।

রচনাবলী: হজরত মাওলানা হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার নিয়মিত কলামিস্ট। যেগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কলাম ছাপা হয়ে আসছে। তিনি জামিয়া ইসলামিয়া ম্যানচেস্টার থেকে প্রকাশিত সাময়িকী “আল-জামিয়া” এর সম্পাদক। এছাড়াও এখন পর্যন্ত চল্লিশটিরও অধিক গ্রন্থ তাঁর কলম থেকে জন্ম নিয়েছে। যার মধ্যে বিশেষ কিছু গ্রন্থ হল—

১. আসমারুল হেদায়া (১৫ খণ্ড)
২. শরহে সামীরী (৫ খণ্ড)
৩. সামারাতুন নাজাহ ইলা নুরুল ইয়াহ (৩ খণ্ড)
৪. সামারাতুল আকাইদ (আকিদার মর্মকথা)
৫. সামারাতুল মিরাস
৬. সামারাতুল ফালাকিয়াত
৭. সাইস আওর কুরআন
৮. আসবাবে ফুসখে নিকাহ
৯. সামারাতুল আওয়ান
১০. তুহফাতুল তালাবা শরহে সাফিনাতুল বুলাগা
১১. হাশিয়ায়ে সাফিনাতুল বুলাগা (আরবি)



১২. খুলাসাতুত তা'লীল
১৩. রুইয়াতে হেলাল ইলমে ফালাকিয়াত কি রোশনিমে
১৪. ইয়াদে ওয়াতন
১৫. আনওয়ারে ফারসি
১৬. তাফরিক ও তালাক
১৭. ইসাইয়াত কিয়া হ্যায়
১৮. সামীরী ক্যালেভার (নবিজি ﷺ ৬৩ বছরের জীবনের বিস্তারিত ক্যালেভার)

১৯. আল-হিদায়াতু মা'আ আহাদিসিহা ওয়া উসুলিহা ইত্যাদি।

ছাত্রদের খিদমতের প্রবল ইচ্ছা: হজরত মাওলানা সমীরুদ্দীন সাহেব একজন কোমল হৃদয় ও অত্যন্ত নম্র স্বভাব এবং মানবসেবার গুণে গুণাবিত ব্যক্তিত্ব। ছাত্রদের খিদমত করাকে যিনি নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করেন। এজন্য ছাত্রদের খিদমতের জন্যই উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ রচনা করেন এবং তাদেরকে একজন আদর্শ শিক্ষক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী বানাতে তিনি সর্বদাই সচেষ্ট। তাইতো যখন তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে পড়তেন, তখনও তার এলাকার গরিব-অসহায় বাচ্চাদেরকে সাথে করে নিয়ে যেতেন এবং মাদরাসায় ভর্তি করে দিতেন। যতদিন তিনি গুজরাটে শিক্ষকতা করেছেন, তখনও দেশের অধিক বাচ্চাকে সাথে করে নিয়ে যেতেন এবং মাদরাসায় ভর্তি করে পড়ালেখার ব্যবস্থা করে দিতেন। তখন তিনি হাদিসের উস্তাদ ছিলেন। আবু দাউদ শরিফ ও তিরমিজি শরিফ পড়াতেন। কিন্তু এই বাচ্চাদের রেলগাড়িতে চড়ানোর জন্য কখনো কুলি ডাকতেন না। সর্বদা নিজ কাঁধে করেই বাচ্চাদের ট্রান্স ও সামান্যপত্র রেলগাড়িতে উঠাতেন। অনেক বার এমনও হয়েছে— প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে অল্প বয়স্ক বাচ্চাদেরকে নিজের কাঁধের উপর উঠিয়ে রেলগাড়িতে চড়াতেন। বাচ্চাদেরকে সীটে বসিয়ে নিজে নিচে সামান্য উপর বসে ভ্রমণ করেছেন এবং এর জন্য বাচ্চাদের থেকে কোন প্রকার ভাড়া নেননি। বরং ছাত্রদের খিদমত করাকে নিজের সৌভাগ্য মনে করতেন। তাঁর এই অবদানের ফলে তাঁর এলাকার অসংখ্য গরিব-অসহায় বাচ্চা উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে ও আলমে দীন হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত হয়েছে।

ছাত্রদের সাথে তাঁর বিনয়: তিনি ছাত্রদের জন্য মন-প্রাণ উজার করে দেন। আজও তাঁর স্বভাব হল— তিনি নিজে অনেক সুস্বাদু চা বানিয়ে একটু একটু করে কাপের মধ্যে ঢেলে তাঁর ছাত্রদেরকে নিজ হাতে পরিবেশন করে থাকেন। মাহফিলে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে কুরআন-হাদিস ও বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে পুরো মজলিসকে মাতিয়ে রাখেন। অনেক ছাত্ররাই নিজেদের জ্ঞানের



তৃষ্ণা মিটাতে নিয়মিত তাঁর মজলিসে উপস্থিত হয়ে হৃদয় প্রশান্ত করে ফিরে যান।

তিনি অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা, বেশ কয়েকটি শাস্ত্রের পণ্ডিত। শুরুহাত তথা ব্যাখ্যা গ্রন্থের জগতে অনেক নিয়ম-কানূনের প্রবর্তক। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার জগতে তাকে পথপ্রদর্শক মনে করা হয়। তা সত্ত্বেও বিনয় ও নম্রতার এমন দৃষ্টান্ত আমি খুব কমই দেখেছি।

সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজ: তিনি যখন ইংল্যান্ডের বাসিন্দা হলেন, তখন সেখান থেকেও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ শুরু করেন। বেশ কয়েকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেগুলোতে শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেছেন। ত্রিশেরও অধিক এলাকায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। দুইশতাধিক নলকূপ স্থাপন। গরিব ও অসহায়দের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠনসহ জনকল্যাণমূলক কাজের এক বিরাট চক তৈরি করেছেন। বর্তমানে তিনি প্রায় বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। অনেক রোগে আক্রান্ত। এজন্য উক্ত কাজসমূহে অনেক কমতি হচ্ছে। বর্তমানে অধিকাংশ সময় তিনি লেখালেখিতেই ব্যস্ত থাকেন। বর্তমানে তিনি শুভ্র মাথায় শুভ্র টুপি পড়েন এবং শুভ্রতার সাথে শুভ্র জীবন যাপন করছেন।

তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান: অত্যন্ত আশ্চর্যের একটি বিষয় হল—গ্রন্থের তথ্যসূত্র বের করা, কম্পোজ করা ও এগুলোর সেটিংয়ের জন্য অন্য কোন লোক নেই। হাদিসের তাখরিজ তথা তথ্যসূত্র বের করা, আবার তা কম্পিউটারে কম্পোজ করা ও সেটাপ করা, পিডিএফ তৈরি করা এবং ইউটিউব ও ফেসবুকে আপলোড করা, এ সকল কাজ তিনি নিজে একাই করেন।

একবার তাঁর শায়েখ ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত বুজর্গ হজরত মাওলানা আবদুর রউফ সাহেব বাটেলী দামাত বারাকাতুহুম হজরতের বাসায় তাশরিফ আনেন। তাঁর কাজ দেখে তিনি বলেন— মাওলানা সমীরুদ্দীন! আপনি তো নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন। এতগুলো গ্রন্থ রচনা করা, এতগুলো শাস্ত্রের উপর গবেষণা, আবার এ সকল বিষয়ের উপর হাদিস সেট করা এবং উক্ত হাদিসসমূহের তথ্যসূত্র তালাশ করে বের করা, এগুলো তো এমন বড় বড় কাজ যে, এগুলোর জন্য স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। যেখানে দশ-বিশজন উলামা দরকার। বড় একটি অফিস দরকার। অর্থনৈতিক যোগান দরকার। তারপর গিয়ে এমন বড় বড় ও গ্রহণযোগ্য কাজ হতে পারে। আর আপনি তো আপনার বিশ্রাম কক্ষে মাত্র একটি কম্পিউটারে বসেই এ সকল কাজ নিজে একাই করে যাচ্ছেন এবং কোন প্রকার দুনিয়াবি লোভ-লালসা ও প্রতিদান ছাড়াই সকল গ্রন্থ সকলের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন।



সত্যিকথা হল- দারুল উলুম দেওবন্দের বুজুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের আদর্শকে জীবিত করেছেন।

আজ আমাদের গর্ব যে, ইংল্যান্ডের আধুনিক জাহিলিয়াতের অন্ধকার পরিবেশে বসে আল্লাহর এক বান্দা দীনে হানিফের আলো প্রজ্জ্বলিত করে যাচ্ছেন এবং বহু বছর যাবত যে কাজ হয়নি, বর্তমানে তা আঞ্জাম দিয়ে গোটা উম্মাহকে কৃতজ্ঞ করছেন। ফালিল্লাহিল হামদ। কবির ভাষায়-

“এই সৌভাগ্য নিজের বাহুর জোরে নয় অর্জিত হয়নি

যদি মহান আল্লাহ তা‘আলা তাওফিক না দিতেন।”

অবশেষে আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করছি- তিনি যেন তাঁর ছায়া আমাদের উপর দীর্ঘ করেন ও তাঁর দ্বারা আরও অধিক খিদমত নেন এবং সকল খিদমতসমূহ কবুল করে নেন। আমিন ইয়া রাক্বাল আলামিন।

অধম সাজিদ গুফিরালাহ



নামাজে রাফউল ইয়াদাইন করা কি- সুন্নাত?



নামাজে রাফউল ইয়াদাইন করা কি- সুন্নাত?

১. নামাজে রাফউল ইয়াদাইন^৬ করা কি- সুন্নাত?

কেউ কেউ বলে থাকেন- প্রথম তাকবির ছাড়া যখন রুকুতে যাবে, তখনও হাত ওঠাবে। যখন রুকু থেকে উঠবে, তখনও হাত উঠাবে। যেখানে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ বলে থাকেন, শুধু তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত ওঠাবে। তারপর রুকুতে যাওয়ার সময় কিংবা রুকু থেকে উঠার সময় হাত- উঠানো সুন্নাত নয়। কিন্তু কেউ যদি উঠিয়েও ফেলে, তাহলে নামাজ ফাসেদ হবে না।

ইমাম শাইবানি রাহি. এর মাবসুতের ইবারত বা মূলপাঠ হল-

قال: لا يرفع يديه في شيء من ذلك إلا في التكبير التي يفتتح بها الصلاة

অনুবাদ : যে তাকবির দিয়ে নামাজ শুরু করবে (তাকবিরে তাহরিমা), সেই তাকবির ছাড়া আর কোন তাকবিরে হাত ওঠাবে না।^৭

হিদায়ার ইবারত বা মূলপাঠ হল-

ولا يرفع يديه إلا في التكبير الأولى

অর্থাৎ প্রথম তাকবির ছাড়া আর কখনো হাত ওঠাবে না।^৮

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

অন্যান্য কিছু আলেম বলেন, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় হাত ওঠাবে। এদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল-

• হাদিস-১

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَدَّ وَمَنْكَبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَكْبُرُ لِرُكُوعٍ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন: আমি রাসুল ﷺ কে দেখেছি, তিনি যখন নামাজের জন্য দাঁড়াতে, তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর ওঠাতেন। আর যখন তিনি রুকুর জন্য তাকবির বলতেন, তখনও এ রকম করতেন। আবার যখন রুকু হতে

^৬ রাফউল ইয়াদাইন শব্দের অর্থ হল উভয় হাত উঠানো। আর পরিভাষায় রুকুতে যাওয়ার আগে ও পরে উভয় হাত উঠানোকে রাফউল ইয়াদাইন বলা হয়।

^৭ মাবসুত: ইমাম শাইবানি রাহি. ১ম খণ্ড ১৫ পৃষ্ঠা

^৮ হিদায়া: পরিচ্ছেদ- সিফাতুস সালাত; পৃষ্ঠা- ৭২

নামাজে রাফউল ইয়াদাইন করা কি- সুন্নাত?

মাথা ওঠাতেন তখনও এমন করতেন এবং- سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حِدٌ- তবে সিজদার সময় এরূপ করতেন না।^৯

• হাদিস-২

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حِدٌ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ

অনুবাদ: হজরত নাবি রাহি. থেকে বর্ণিত , ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন নামাজ শুরু করতেন, তখন তাকবির বলতেন এবং দু'হাত উঠাতেন। আর যখন রুকু করতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এরপর যখন- سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حِدٌ বলতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। দু'রাকাত আদায়ের পর যখন দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। এ সমস্ত নবিজি ﷺ থেকে বর্ণিত বলে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন।^{১০}

• হাদিস-৩

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ حَذْوَ مِثْقَلَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَكَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন: রাসূল ﷺ যখন নামাজের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত ওঠাতেন। এমন কি তা তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর হয়ে যেত। তারপর তাকবির বলতেন। পরে যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন, তখনও অনুরূপ করতেন। আবার রুকু থেকে যখন উঠতেন তখনও অনুরূপ করতেন। কিন্তু সিজদা থেকে যখন মাথা তুলতেন, তখন এরূপ করতেন না।^{১১}

উপরোক্ত ৩টি হাদিস থেকে প্রমাণিত হল- রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে উঠার সময় রাফউল ইয়াদাইন করা (উভয় হাত ওঠানো) সুন্নাত।

^৯. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- তাকবিরে তাহরিমা, রুকুতে যাওয়া এবং রুকু হতে উঠার সময় উভয় হাত উঠানো। হাদিস নং ৭৩৬

^{১০}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- দু'রাকাত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু'হাত উঠানো। হাদিস নং ৭৩৯

^{১১}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- তাকবিরে তাহরিমা, রুকু এবং রুকু হতে উঠার পর উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠানো মুস্তাহাব; সিজদা থেকে উঠার পর এরূপ করতে হবে না। হাদিস নং ৩৯০

নামাজে রাফউল ইয়াদাইন করা কি- সূনাত?

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: শুধু তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত উঠাতে হবে। রুকুতে যাওয়ার সময় কিংবা রুকু হতে উঠার সময় হাত উঠাতে হবে না। কিন্তু যেহেতু হাদিস দ্বারা রাফউল ইয়াদাইন প্রমাণিত, তাই কেউ যদি উঠিয়ে ফেলে তাহলে তার নামাজ ফাসেদ হবে না।

● দলিল: ১, আয়াত-১

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন—

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

তরজমা: তোমরা সকল নামাজ এবং (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী নামাজের প্রতি যত্নবান থাক। আর আল্লাহর সামনে স্থিরভাবে দাঁড়াও।^{১২}

বার বার হাত ওঠানো বেয়াদবি মনে হয়। এজন্য এই আয়াতের ইঙ্গিতের (ইশারাতুন নস) কারণে আমরা রাফউল ইয়াদাইনকে উত্তম মনে করি না।

● দলিল: ২, হাদিস-১

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَالنَّاسُ رَافِعُوا أَيْدِيَهُمْ— قَالُوا: هَؤُلَاءِ أَرَأَيْتُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُبُوسٍ ۖ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ

অনুবাদ : হজরত জাবির ইবনু সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার রাসুল ﷺ আমাদের কাছে এমন সময় আগমন করেন, যখন লোকেরা নামাজের মধ্যে তাদের হাত উপরের দিকে উঠিয়ে ছিল। এটা দেখে তিনি বললেন: আমি এটা কি দেখেছি? মনে হয় যেন তোমরা তোমাদের হস্তদ্বয়কে ঘোড়ার লেজের মত মশা-মাছি বিতাড়নের জন্য আন্দোলিত করছ? তোমরা নামাজের মধ্যে শান্ত থাকবে।^{১৩}

● দলিল: ৩, হাদিস-২

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَالِي أَرَأَيْتُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُبُوسٍ ۖ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ

^{১২} বাকারা- ২: ২৩৮

^{১৩} সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- সালাম সম্পর্কে। হাদিস নং ১০০০

নামাজে রাফউল ইয়াদাইন করা কি- সুনাত?

হজরত জাবির ইবনু সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ আমাদের কাছে আগমন করে বললেন: তোমরা চঞ্চল ঘোড়ার লেজের মত হাত উঠাচ্ছ কেন? তোমরা নামাজের মধ্যে স্থির থাকবে।^{১৪}

• দলিল: ৪, হাদিস-৩

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَأَكُمْ رَافِعِي أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُئِسَ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ

অনুবাদ: হজরত জাবির ইবনু সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ আমাদের কাছে এলেন। এ সময় আমরা নামাজের মধ্যে হাত উত্তোলিত অবস্থায় ছিলাম। এটি দেখে তিনি বললেন: আমি এটা কি দেখছি? মনে হয় যেন তোমরা তোমাদের হস্তদ্বয়কে পলায়নকারী ঘোড়ার লেজের মত আন্দোলিত করছ? তোমরা নামাজের মধ্যে স্থির থাকবে।^{১৫}

নোট: রাফউল ইয়াদাইন না করার ব্যাপারে হানাফি মাজহাব অনুসরণকারীদের কাছে এখানে আরও বড় বড় হাদিস রয়েছে।

• দলিল: ৫, হাদিস-৪

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا أَصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمْ يَزُفْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি কি তোমাদেরকে রাসূল ﷺ এর নামাজ সম্পর্কে শিক্ষা দেব না? তারপর তিনি নামাজ আদায় করলেন আর মাত্র একবার হাত উত্তোলন করেন।^{১৬}

• দলিল: ৬, হাদিস-৫

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَا أَصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى، فَلَمْ يَزُفْ يَدَيْهِ إِلَّا أَوَّلَ مَرَّةٍ فِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْتَّالِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ

^{১৪} সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- নামাজে নড়াচড়া করা, সালামের সময় হাতে ইশারা করা ও হাত উঠানো নিষেধ এবং সামনের কাতার পূর্ণ করা ও পরস্পর একত্র হয়ে দাঁড়াবার নির্দেশ। হাদিস নং ৪৩০

^{১৫} মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- যাদের নিকট দুআতে রাফউল ইয়াদাইন করা মাকরুহ। হাদিস নং ৮৪৪৭

^{১৬} সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- রুকুর সময় হাত উঠানো পরিত্যাগের অনুমতি। হাদিস নং ১০৫৮;

সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- রুকুর সময় হাত না উঠানোর বর্ণনা। হাদিস নং ৭৪৮

নামাজে রাফউল ইয়াদাইন করা কি- সুন্নাত?

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একদিন উপস্থিত লোকদের বললেন: আমি কি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে রাসূল ﷺ এর নামাজের মতো নামাজ পড়ব? তারপর তিনি নামাজ পড়লেন। আর তাতে প্রথমবার অর্থাৎ তাকবিরে তাহরিমা ছাড়া অন্য কোন সময় হাত তুললেন না।^{১৭}

এ পরিচ্ছেদে হজরত বারা ইবনু আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসও রয়েছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসটি হাসান। নবিজি ﷺ এর অনেক সাহাবি এবং তাবয়ীদের মাজহাবও এটাই ছিল (একবারই হাত উঠানো)। হজরত সুফিয়ান সাওরি রাহি. ও কুফাবাসীর বক্তব্যও এটাই।

দলিল: ৭, হাদিস-৬

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِيَّ يَكْرٍ وَعُزْرَةُ فَلَمْ يَزِفْعُوا أَيِّدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَقَدْ قَالَ مُحَمَّدٌ: فَلَمْ يَزِفْعُوا أَيِّدِيَهُمْ بَعْدَ التَّكْبِيرِ الْأَوَّلِ

অনুবাদ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবিজি ﷺ, হজরত আবু বকর এবং হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা রাখে নামাজ আদায় করেছি। তাঁরা শুধু নামাজ শুরু করার সময় হাত ওঠাতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ রাহি. বলেছেন, প্রথম তাকবিরের পরে তিনি হাত ওঠাতেন না।^{১৮}

দলিল: ৮, হাদিস-৭

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَرِيبَ مِنْ أذُنَيْهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ

অনুবাদ: হজরত বারা ইবনু আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নামাজ আরম্ভের সময় রাসূল ﷺ শুধু একবার কান পর্যন্ত হাত ওঠাতেন। তারপর তিনি আর হাত ওঠাতেন না।^{১৯}

^{১৭}. সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- রাসূল ﷺ প্রথমবার ব্যতীত অন্য কোন সময় হাত তুলেননি।

^{১৮}. মুসনাদে আবু ইয়াল্লা; মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ: হাদিস নং ৫০৩৯

^{১৯}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- রুকু'র সময় হাত না উঠানোর বর্ণনা। হাদিস নং ৭৫০

নামাজে রাফউল ইয়াদাইন করা কি- সূনাত?

দলিল: ৯, হাদিস-৮

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ لَا يَرَفَعُهَا حَتَّى يَقْرَأَ
হজরত বারী ইবনু আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ যখন
নামাজ শুরু করতেন- তখন হাত ওঠাতেন। তারপর নামাজ শেষ করা পর্যন্ত
আর ওঠাতেন না।^{২০}

দলিল: ১০, আয়াত-২

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

“নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ- যারা নিজেদের নামাজে বিনয়াবনত।”^{২১}
বার-বার হাত ওঠানোর দ্বারা খুশু-খুযু তথা একাগ্রতা ও মনযোগ নষ্ট হতে
পারে। এজন্যও রাফউল ইয়াদাইন করা উচিত নয়।
উপরোক্ত ৮ হাদিস ও ২ আয়াত থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ এ মতের
অনুসারী হয়েছে, নামাজে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময়
হাত ওঠানো উত্তম নয়; বরং উত্তম হলো cwiZYাগ করা।

^{২০} মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- কেবলমাত্র প্রথম তাকবিরের সময় হাত উঠাবে। তারপর
আর উঠাবে না। হাদিস নং ২৪৪০

^{২১} মুমিন- ২৩: ১-২

কেরাত খালফাল ইমাম (ইমামের পেছনে মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়া)

২. কেরাত খালফাল ইমাম (ইমামের পেছনে মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়া)

কারও কারও মতে: জেহরি নামাজ (আওয়াজসহ কেরাতের নামাজ) হোক, অথবা সিররি নামাজ (আওয়াজহীন কেরাতের নামাজ) হোক— উভয়টিতেই মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়বে। আর কেউ কেউ বলেন: জেহরি নামাজে মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়বে না, কিন্তু সিররি নামাজে সুরা ফাতিহা পড়বে।

কিন্তু এ বিষয়ে হানাফিদের মত হলো: চাই জেহরি নামাজ (আওয়াজসহ কেরাতের নামাজ) হোক কিংবা সিররি নামাজ (আওয়াজহীন কেরাতের নামাজ) হোক— উভয় অবস্থায়ই মুক্তাদি চুপ থাকবে। সুরা ফাতিহা পড়বে না। এটাই উত্তম।

হিদায়ার ইবারত বা মূলপাঠ হল—

ولايقرأ البؤتم خلف الإمام

অনুবাদ: ইমামের পেছনে মুক্তাদি কেরাত পড়বে না।^{২২}

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

আহলে হাদিসদের কাছে কেরাত খালফাল ইমাম (ইমামের পেছনে মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়া) আবশ্যিক। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

হাদিস: ১

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

হজরত উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন: (যে ব্যক্তি নামাজে যে সুরা ফাতিহা পড়েনি, তার নামাজই হয়নি।)^{২৩}

হাদিস: ২

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ

হজরত উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন: যে উম্মুল কুরআন (সুরা ফাতিহা) পাঠ করল না, তার নামাজ হবে না।^{২৪}

^{২২} হিদায়া: পরিচ্ছেদ- সিফাতুস সালাত; পৃষ্ঠা- ৭২

^{২৩} সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- সব নামাজেই ইমাম ও মুক্তাদির কেরাত পড়া আবশ্যিক, মুকিম অবস্থায় হোক বা সফরে, সশব্দ কেরাতের নামাজ হোক বা নিঃশব্দের। হাদিস নং ৭৫৬

^{২৪} সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- প্রতি রাকাতে সুরা ফাতিহা পড়া জরুরী। হাদিস নং ৩৯৪

কেরাত খালফাল ইমাম (ইমামের পেছনে মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়া)

হাদিস: ৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُقْرِأْ فِيهَا بِأَمْرِ الْقُرْآنِ فَهُوَ خِدَافٌ
ثَلَاثًا غَيْرَ تَسَامٍ، فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ كُنْوَ زُرَّاءَ الْإِمَامِ فَقَالُوا: أَقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করল, (অথচ) তাতে উম্মুল কুরআন (সুরা ফাতিহা) পাঠ করল না— সে নামাজ হবে অসম্পূর্ণ। তিনি তিনবার এটা বললেন। তারপর আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হল, আমরা তো ইমামের পেছনে থাকি (তখনো কি ফাতিহা পড়ব?) তিনি বললেন, তখন মনে মনে তা পড়।^{২৫}

হাদিস: ৪

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرِأُ فِيهَا بِأَمْرِ الْكِتَابِ فَهُوَ خِدَافٌ
هَجَرَ تِ آيِشَا رَادِيَا لِّلَّاهُ آনَهَا تَهَكَ بَرْنِيتِ تِنِি بَلَنَن: آمِি رَاسُولُ ﷺ কে বলতে শুনেছি: যে সব নামাজে সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ।^{২৬}

হাদিস: ৫

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفُجْرَ، فَتَقَلَّتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا
انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي أَرَأَيْتُمْ تَقْرَءُونَ وَرِءَاءَ إِمَامِكُمْ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِي وَآلَهُ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا
بِأَمْرِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَصَلَاةٌ لِمَنْ لَمْ يُقْرِأْ بِهَا

হজরত উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন রাসুল ﷺ ফজরের নামাজ আদায় করলেন। আর কেরাতে তাঁর অসুবিধে হল। নামাজ শেষে তিনি বললেন: আমি দেখছি, তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনে কেরাত পাঠ কর। আমরা বললাম: কসম আল্লাহর, হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ। তিনি বললেন: এরূপ করবে না। তবে উম্মুল কুরআন সুরা ফাতিহার কথা ভিন্ন। কারণ যে ব্যক্তি তা পাঠ করে না, তার নামাজ হয় না।^{২৭} এই পাঁচটি হাদিসকে দলিল হিসেবে সামনে রেখে কিছু সংখ্যক উলামা প্রমাণ পেশ করেন— মুক্তাদিরও সুরা ফাতিহা পড়াই উচিত।

^{২৫} সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- প্রতি রাকাতে সুরা ফাতিহা পড়া জরুরী। হাদিস নং ৩৯৫

^{২৬} সুনানে ইবনে মাজাহ: পরিচ্ছেদ- ইমামের পেছনে কেরাত পাঠ করা। হাদিস নং ৮৪০

^{২৭} সুনানে তিরমিযি: পরিচ্ছেদ- ইমামের পেছনে মুক্তাদির কেরাত পাঠ। হাদিস নং ৩১১

কেরাত খালফাল ইমাম (ইমামের পেছনে মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়া)

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

হানাফি মাজহাব অনুসারী উলামায়ে কেরাম বলেন: সুরা ফাতিহা পড়া অবশ্যই জরুরি। কিন্তু যেহেতু ইমাম সাহেব সুরা ফাতিহা পড়ে নিয়েছেন, তাই ইমাম সাহেবের এ পড়াটা মুক্তাদির জন্যও যথেষ্ট হবে। কেননা ইনি তাদের ইমাম। সুতরাং মুক্তাদি নিজে নিজে সুরা ফাতিহা পড়ার চেয়ে চুপ থাকাটাই বেশি উত্তম।

দলিল: ১, আয়াত-১

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন মনযোগ দিয়ে তোমরা তা শোন, আর চুপ থাক। যাতে তোমরা (তোমাদের রবের) রহমপ্রাপ্ত হও।”^{২৮}

হানাফি মাজহাব অনুসারীদের আমল উপরিউক্ত আয়াতে কারিমার উপর। কেননা আয়াতে কারিমায় কুরআন পাঠের সময় চুপ থাকার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে- স্বয়ং রবের কারিমের পক্ষ থেকে।

দলিল: ২, হাদিস-১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ أَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ سَبَّحَ اللَّهُ لَبَّنَ حَبْدًا فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ বলেছেন: (ইমাম নিযুক্তই করা হয়েছে তাঁর অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং যখন সে তাকবির বলে, তখন তোমরাও তাকবির বল। আর যখন সে কুরআন পড়ে, তখন তোমরা চুপ থাকো। আর যখন তিনি বলেন: “সামি আল্লাহ লিবন হব্দ:”^{২৯} তখন তোমরা বলবে- رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ “রাব্বানা লাকাল হামদ”)।^{৩০}

দলিল: ৩, হাদিস-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قُرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ

^{২৮}. আরাফ- ৭: ২০৪

^{২৯}. সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- আল্লাহ তাআলার বাণী: “যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শুনবে এবং চুপ থাকবে। আশা করা যায় এতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে” আয়াতের ব্যাখ্যা। হাদিস নং ৯২১

কেরাত খালফাল ইমাম (ইমামের পেছনে মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়া)

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন: (অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং যখন তিনি তাকবির বলেন: তখন তোমরা তাকবির বলবে। আর যখন তিনি কেরাত পাঠ করবেন, তখন তোমরা নীরবতা অবলম্বন করবে। আর যখন তিনি বলবেন-

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ তখন তোমরা বলবে 'আমিন'।^{১০}

দলিল: ৪, হাদিস-৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آيَةً فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنْزَلَهُ الْقُرْآنُ قَالَ: فَاتَّبَعَنِي النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَبَعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, জোরে কেরাত পাঠ করতে হয় এমন এক নামাজ সমাপ্ত করে রাসূল ﷺ আমাদের দিকে ফিরে বললেন: (তোমাদের কি কেউ আমার সঙ্গে এখন কেরাত পড়েছিলেন? এক ব্যক্তি উত্তরে বললেন: হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ। রাসূল ﷺ বললেন: আমি ভাবছিলাম, আমার সঙ্গে কুরআন নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া হচ্ছে কেন? আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূল ﷺ এর কথা শোনার পর যে সমস্ত নামাজে রাসূল ﷺ জোরে কেরাত পাঠ করতেন, সে সমস্ত নামাজে রাসূল ﷺ এর সঙ্গে কেরাত পড়া থেকে সাহাবিগণ বিরত হয়ে গেলেন।^{১১}

দলিল: ৫, হাদিস-৪

أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَهُ يَتْلُو فِيهَا بِالْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَائِي، خِدَائِي، غَيْرُ تَبَاهٍ، فَقَالَ لِمُحَامِلٍ الْحَدِيثُ: إِنِّي أَكُونُ أحياناً وَرَاءَ الْإِمَامِ، قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ،

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন নামাজ আদায় করে আর তাতে সুরা ফাতিহা না পড়ে, তা অসম্পূর্ণ, তা পূর্ণ হয় না। হাদিস বর্ণনাকারী হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরাইরা! আমি অনেক সময়

^{১০}. সুনানে ইবনে মাজাহ: পরিচ্ছেদ- ইমামের কেরাত পাঠের সময় তোমরা নীরব থাকবে। হাদিস নং ৮৪৬

^{১১}. সুনানে তিরমিযি: পরিচ্ছেদ- ইমাম যখন জোরে কেরাত পড়ে তখন তাঁর পেছনে মুক্তাদির কেরাত না পড়া। হাদিস নং ৩১২

কেরাত খালফাল ইমাম (ইমামের পেছনে মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়া)

ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করে থাকি, তাহলে কি করব? তখন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন- মনে মনে পড়বে।^{৩২}

দলিল: ৬, হাদিস-৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَتَأَدَّى أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ،

وَاخْتَارَ أَكْثَرَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَنْ لَا يَقْرَأَ الرَّجُلُ إِذَا جَهَرَ إِلَّا مَامًا بِالْقِرَاءَةِ، وَقَالُوا: يَتَّبِعُ سَكَاتِ الْإِمَامِ
হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন- আমি যেন ঘোষণা করি, সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় না। হাদিস বর্ণনাকারীদের অধিকাংশ লোকই এটি গ্রহণ করেছেন, ইমাম যদি জোরে কেরাত পড়ে তাহলে মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়বে না। তারা বলেন, ইমামের চুপ থাকার অনুসরণ করবে।^{৩৩}

নোট: কেউ কেউ বলেন, যদি আওয়াজসহ কেরাত হয়, তাহলে মুক্তাদি চুপ থাকবে। তবে হ্যাঁ! যদি আওয়াজহীন কেরাত হয়, তাহলে মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়বে।

দলিল: ৭, হাদিস-৬

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ مَامٌ، فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ مَرَّةً

হজরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন: যার ইমাম থাকবে, ইমামের কেরাতই তার কেরাত।^{৩৪}

দলিল: ৮, হাদিস-৭

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِمَامُ مَضْمُونٌ، وَالْمُؤَدِّي مُؤْتَمَنٌ

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন: ইমাম জামিনদার। আর মুয়াজ্জিন আমানতদার।^{৩৫}

^{৩২}. সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- ইমাম যখন জোরে কেরাত পড়ে তখন তাঁর পেছনে মুক্তাদির কেরাত না পড়া। হাদিস নং ৯১২

^{৩৩}. সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- ইমাম যখন জোরে কেরাত পড়ে তখন তাঁর পেছনে মুক্তাদির কেরাত না পড়া। হাদিস নং ৩১২; ৩১৩

^{৩৪}. সুনানে ইবনে মাজাহ: পরিচ্ছেদ- ইমামের কেরাত পাঠের সময় তোমরা নীরব থাকবে। হাদিস নং ৮৫০; দারা কুতনি: পরিচ্ছেদ- নবিজি ﷺ এর নির্দেশ যার ইমাম থাকবে, ইমামের কেরাতই তার কেরাত। হাদিস নং ১২৩৩

^{৩৫}. সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- ইমাম হলেন জামিনদার আর মুয়াজ্জিন হল আমানতদার। হাদিস নং ২০৭

কেরাত খালফাল ইমাম (ইমামের পেছনে মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়া)

দলিল: ৯, হাদিস-৮

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ: وَأَخْبَنِي أَشْيَاخُنَا أَنَّ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

হজরত আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইমামের পেছনে কেরাত পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি এটিও বলেছেন: আমাদের শায়েখ আমাদের সংবাদ দিয়েছেন: হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন- যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কেরাত পড়ল, তার নামাজ হবে না।^{৩৬}

দলিল: ১০, হাদিস-৯

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

সাহাবা বাণী: হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা বলেন: হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমামের পেছনে কেরাত পাঠ করতে নিষেধ করতেন।^{৩৭}

দলিল: ১১, হাদিস-১০

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مِلِّيْ فَوْهُ تَرَابًا قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَوَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيهِ حَجْرٌ

সাহাবা বাণী: হজরত মুহাম্মাদ বিন আজলান বলেন: হজরত উমর ইবনুল খাতাব রাদিয়াল্লাহু বলেছেন: আমার তো মনে চায়, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কেরাত পাঠ করে, তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করি।^{৩৮}

দলিল: ১২, হাদিস-১১

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: وَوَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مِلِّيْ فَوْهُ تَرَابًا

তাবেয়ী বাণী: হজরত ইবরাহিম নাখয়ি রাহি। হজরত আসওয়াদ রাহি।- থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলতেন: আমার মনে চায়, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কেরাত পাঠ করে, তার মুখে মাটি নিক্ষেপ করি।^{৩৯}

দলিল: ১৩, হাদিস-১২

سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الطُّهْرِ وَالْعَصْرِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: لَا

^{৩৬}. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- ইমামের পেছনে কেরাত পাঠ করা। হাদিস নং ২৮১০

^{৩৭}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ২৮০৫

^{৩৮}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ২৮০৬

^{৩৯}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ২৮০৭

কেরাত খালফাল ইমাম (ইমামের পেছনে মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়া)

সাহাবা বাণী: আমি হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলাম— আপনি কি জোহর এবং আসরের নামাজে ইমামের পেছনে কিছু পাঠ করেন? তিনি বললেন, না।^{৪০}

দলিল: ১৪, হাদিস-১৩

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَكَرَّ أَخْلَفَ الْإِمَامَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

সাহাবা বাণী: হজরত মুজাহিদ রাহি. বলেছেন: আমি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে শুনেছি, তারা জোহর এবং আসরের নামাজে ইমামের পেছনে কেরাত পাঠ করেছেন।^{৪১}

এই সাহাবা বাণী থেকে কেউ কেউ এ কথার প্রবক্তা: আওয়াজহীন কেরাতের নামাজে মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পাঠ করলে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

উপরিউক্ত একটি আয়াত, ৮টি হাদিস, ৫টি সাহাবা বাণী থেকে প্রমাণিত হল, ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা পাঠ করা ঠিক নয়; বরং তারা শুধু মনোযোগ দিয়ে শুনবে, আর চুপ থাকবে। কেননা তাদের ইমাম তাদের পক্ষ থেকে সুরা ফাতিহা পাঠ করছেন। সুরাও মিলিয়েছে

^{৪০}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ২৮১৯

^{৪১}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ২৭৭৪

আমিন বল-জোহের (জোরে আমিন বলা) কি সুন্নাত?

৩. আমিন বল-জোহের (জোরে আমিন বলা) কি সুন্নাত?

আমিন বলা হানাফি মাজহাব অনুসরণকারীদের মতেও সুন্নাত। কিন্তু তাদের অভিমত হলো: আমিন আস্তে বলবে। এতটুকু আওয়াজে বলবে যাতে কাছের মানুষেরা শুনতে পায়। জোরে বলা সুন্নাত নয়। কিন্তু কেউ যদি জোরে বলে ফেলে, তাহলে সে ব্যক্তির নামাজ ফাসেদ হবে না। আবার অনেকের অভিমত হলো: আমিন জোরে বলা সুন্নাত।

হিদায়ার ইবারত বা মূলপাঠ

وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ويقولها السؤتم--- قال: ويخفونها

অনুবাদ: ইমাম যখন-ولا الضالين বলবে, তখন সে ‘আমিন’ বলবে। আর মুক্তাদিও ‘আমিন’ বলবে। তবে আস্তে বলবে।^{৪২}

মাবসুতের ইবারত বা মূলপাঠ

قلت: وينبغي له إذا فرغ من فاتحة القرآن أن يقول: آمين^{৪৩} قال: نعم. قلت: وينبغي لبس خلفه أن يقولها ويخفوها^{৪৪} قال: نعم

অনুবাদ: আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইমাম যখন সুরা ফাতিহা শেষ করবে, তখন কি সে আমিন বলবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, যারা ইমামের পেছনে রয়েছে, তারাও কি আমিন বলবে? আর আমিন কি আস্তে বলবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।^{৪৫}

নোট: উপরোক্ত দুই ইবারাত বা মূলপাঠেই বর্ণিত হয়েছে, মুক্তাদিও আমিন বলবে। তবে আস্তে। জোরে নয়।

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

যাদের মতে আমিন জোরে বলা সুন্নাত, তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

হাদিস: ১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّكُمْ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينُ الْبَلَاءِ كَيْفَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - وَقَالَ ابْنُ شَهَابٍ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: آمِينَ

^{৪২}. হিদায়া: পরিচ্ছেদ- সিফাতুস সালাত; পৃষ্ঠা- ৭২

^{৪৩}. মাবসুত: ইমাম শাইবানি রাহি. ১ম খণ্ড ১৩ পৃষ্ঠা

আমিন বিল-জোহের (জোরে আমিন বলা) কি সুন্নাত?

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন: ইমাম যখন ‘আমিন’ বলেন: তখন তোমরাও ‘আমিন’ বলো। কেননা যার ‘আমিন’ (বলা) ও ফেরেশতাদের ‘আমিন’ (বলা) এক হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। ইবনে শিহাব রাহি. বলেন: রাসূল ﷺ ও ‘আমিন’ বলতেন।^{৪৪}
হাদিস-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন: ইমাম-গَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ পাঠ করলে তোমরা ‘আমিন’ বলো। কেননা যার এ ‘আমিন’ বলা ফেরেশতাদের (আমিন) বলার সাথে একই সময় হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।^{৪৫}
হাদিস-৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَرَكَ النَّاسُ الشُّمِينَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ: آمِينَ حَقَّ يَسْمَعُهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَيَزِيدُ بِهَا الْمَسْجِدَ

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: লোকেরা আমিন বলা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ রাসূল ﷺ যখন-غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলতেন: তখন তিনি বলতেন- আমিন। এমনকি প্রথম সারির লোকেরা তা শুনতে পেত। আর এতে মসজিদ গুঞ্জরিত হতো।^{৪৬}
হাদিস-৪

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الْعَبْقُورُ إِذَا قَرَأَ مِنْ قِرَاءَةِ أَمْرِ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: آمِينَ. هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করা শেষ করতেন, তখন জোরে আমিন বলতেন। এটি সহিহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত।^{৪৭}

^{৪৪} সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- ইমামের সশব্দে আমিন বলা। হাদিস নং ৭৮০

^{৪৫} সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- মুজাদির সশব্দে আমিন বলা। হাদিস নং ৭৮২

^{৪৬} সুনায়ে ইবনে মাজাহ: পরিচ্ছেদ- শব্দ করে আমিন বলা। হাদিস নং ৮৫৩

^{৪৭} দারা কুতনি: পরিচ্ছেদ- নামাজে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর জোরে আমিন বলা। হাদিস নং

১২৭৪; ইবনে হিব্বান: হাদিস নং ১৮০৬

আমিন বল-জোহের (জোরে আমিন বলা) কি সুন্নাত?

হাদিস-৫

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ أَوْ لَا الضَّالِّينَ، قَالَ: آمِينَ، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ

হজরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ ওয়ালাদল্লীন পাঠ করার পর জোরে আমিন বলতেন।^{৪৮}

হাদিস-৬

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ: وَلَا الضَّالِّينَ، فَقَالَ: آمِينَ يَمْدُ بِهَا صَوْتَهُ

হজরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুল ﷺ থেকে শুনেছি- রাসুল ﷺ ওয়ালাদল্লীন পাঠ করেছেন ও আমিন বলেছেন। আর জোরে বলেছেন।^{৪৯}

আহলে হাদিসগণ এই ছয় হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে, আমিন উচ্চ আওয়াজে বলতে হবে।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

আহনাফের অভিমত হলো আমিন আশ্তে বলবে। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল-

দলিল: ১, আয়াত-১

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَادْكُرْ لَكُمْ فِي نَفْسِكُمْ تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً وَذُودُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

“আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনযোগ দিয়ে তা শোন, আর চুপ থাক, যাতে তোমরা রহমপ্রাপ্ত হও। আর তুমি স্বীয় রবকে কাকুতি-মিনতি ও ভয়ের সাথে সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ কর- আপন মনে। চিৎকার অপেক্ষা নীচু আওয়াজে। আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।”^{৫০}

^{৪৮} সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- ইমামের পেছনে আমিন বলা। হাদিস নং ৯৩২

^{৪৯} মুসান্নাফে ইবনে শাইবা: পরিচ্ছেদ- জোরে আমিন বল। হাদিস নং ৭৯৬০

^{৫০} আ'রাফ- ৭: ২০৪-২০৫

আমিন বল-জোহের (জোরে আমিন বলা) কি সুন্নাত?

দলিল: ২, আয়াত-২

ادْعُوا رَبَّكُمْ خَوْفًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ

“তোমরা আপন রবকে ডাক কাকুতি-মিনতি করে। চুপে-চুপে। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।”^{৫১}

দলিল: ৩, হাদিস-১

وَقَالَ عَطَاءٌ: آمِينَ دُعَاءٌ

তাবেয়ি বাণী: হজরত আতা রাহি. বলেন, আমিন হল দুআ।^{৫২}
হজরত আতা রাহি. বলেন, আমিন হল দুআ। আর উপরের আয়াতে দুআ আস্তে করতে বলা হয়েছে। এজন্য হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ ‘আমিন’ আস্তে বলার প্রবক্তা।

দলিল: ৪, হাদিস-২

عَنْ وَاثِلِ بْنِ حِزْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ: آمِينَ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ

হজরত ওয়াযিল ইবনে হুজর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুল ﷺ এর সাথে নামাজ পড়েছি। রাসুল ﷺ যখন- غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ পাঠ করলেন, তখন তিনি ‘আমিন’ বলেছেন এবং আস্তে বলেছেন।^{৫৩}

দলিল: ৫ হাদিস-৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَرَكَ النَّاسُ التَّامِينَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ: آمِينَ حَقَّ يَسْعَاهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَيَزِيغُ بِهَا الْمُسْجِدُ

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: লোকেরা আমিন বলা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ রাসুল ﷺ যখন- غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ বলতেন: তখন তিনি বলতেন- আমিন। এমনকি প্রথম সারির লোকেরা তা শুনতে পেত এবং এতে মসজিদ গুঞ্জরিত হতো।^{৫৪}

^{৫১}. প্রাণ্ডক্ত: ৫৫

^{৫২}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- ইমামের সশব্দে ‘আমিন’ বলা। হাদিস নং ৭৮০

^{৫৩}. দারা কুতনি: পরিচ্ছেদ- নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করার পর জোরে আমিন বলা। হাদিস নং ১২৭০

^{৫৪}. সুন্নে ইবনে মাজাহ: পরিচ্ছেদ- শব্দ করে আমিন বলা। হাদিস নং ৮৫৩

আমিন বল-জোহের (জোরে আমিন বলা) কি সুন্নাত?

এই হাদিসে বর্ণনাকারী নিজেই বলেন: সাহাবিরা জোরে আমিন বলা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর উপরই আহনাফের আমল।

দলিল: ৬, হাদিস-৪

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ: آمِينَ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ

হজরত ওয়ায়িল ইবনে হজর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুল ﷺ এর সাথে নামাজ পড়েছি। রাসুল ﷺ যখন- غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ পাঠ করলেন, তখন তিনি ‘আমিন’ বলেছেন এবং আন্তে বলেছেন।^{৫৫}

দলিল: ৭, হাদিস-৫

سِعَهُ حُجْرًا، مِنْ وَاثِلٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَرَأَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ: آمِينَ، وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ

হজরত ওয়ায়িল ইবনে হজর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসুল ﷺ আমাদেরকে নামাজ পড়িয়েছেন। তারপর যখন- غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ পাঠ করলেন, তখন তিনি আন্তে ‘আমিন’ বলেছেন।^{৫৬}

দলিল: ৮, সাহাবি বাণী-১

عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَا بِالتَّعْوُذِ، بِآمِينَ

সাহাবা বাণী: হজরত আবু ওয়ায়িল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, আউযু বিল্লাহ ও আমিন উঁচু আওয়াজে পাঠ করতেন না।^{৫৭}

^{৫৫} . তাবরানি কাবির: খণ্ড- ২২; হাদিস নং ৩

^{৫৬} . মুসনাদে আহমাদ: ওয়াইল ইবনে হজারের হাদিস। হাদিস নং ১৮৮৫৪

^{৫৭} . তাবরানি কাবির: হাদিস নং ৯৩০৪

আমিন বিল-জেহের (জোরে আমিন বলা) কি সুন্নাত?

দলিল: ৯, তাবেয়ি বাণী-১

عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يُسِرُّ آمِينَ

তাবেয়ি বাণী: হজরত ইবরাহিম নাখয়ি রাহি. ‘আমিন’ আস্তে বলতেন।^{৫৮}
উপরিউক্ত দুই আয়াত, পাঁচ হাদিস, এক সাহাবা বাণী আর এক তাবেয়ি
বাণী থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে থাকে, ‘আমিন’ আস্তে
বলা হবে, জোরে নয়। কিন্তু কেউ যদি জোরে বলে ফেলে, তাহলে তার
নামাজ ফাসেদ হবে না।

^{৫৮} মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: হাদিস নং ২৬৩৫

৪. নামাজের মধ্যে পা ছড়িয়ে দাঁড়ানো

কাতার দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে দু'টি বস্তু জরুরি:

১. প্রথমটি হল কাতার বাঁকা না হওয়া। পা যদি এক লাইনে থাকে তাহলে কাতার সোজা হয়ে যাবে। আর যদি পা আগ-পিছ করে রাখা হয়, মসজিদে কোন দাগ না থাকে- তাহলে কাতার বাঁকা হয়ে যাবে। অথচ কাতার সোজা করার ব্যাপারে হাদিসে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এটিকে- **تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ** বলা হয়।

২. দ্বিতীয়টি হল কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানো। আর মিলে মিলে দাঁড়ানো আবশ্যিক। যাকে- **تَرَاوُضُ الصُّفُوفِ** বলা হয়। এটি এজন্য আবশ্যিক যেন মানুষ অনেক দূরে-দূরে না দাঁড়ায়। এ ব্যাপারেও হাদিসে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৩. নিজের পা-কে অন্যের পায়ের সাথে মিলানো; বরং নিজের অঙ্গুলিকে অন্যের অঙ্গুলির উপর উঠিয়ে দেওয়া। এটি হাদিসে নেই। হাদিসের কারণে নয়; বরং এটি কোন কোন সাহাবির ব্যক্তিগত আমল।

৪. আপনি যখন কাঁধের সাথে কাঁধ মিলাবেন, তাহলে নিজের পা-কে অন্যের পায়ের সাথে মিলানো কঠিন হবে। আর নিজের টাখনুকে অন্যের টাখনুর সাথে মিলানো তো আরও কঠিন। আপনি মিলিয়ে দেখে নিতে পারেন। যেখানে কোন কোন সাহাবির আমল এটিও রয়েছে, তারা নিজের টাখনুকে অন্যের টাখনুর সাথে মिलाতেন।

কারও কারও মতে পা ছড়িয়ে দাঁড়ানো, নিজের পা-কে অন্যের পায়ের সাথে মিলানো সুল্লাত।

দূররে মুখতারের ইবারত বা মূলপাঠ-

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْدَارُ أَرْبَعِ أَصَابِعِ الْيَدِ لَأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْخُشُوعِ

অনুবাদ: উভয় পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা উচিত। কেননা এটি খুশু-খুজু তথা একাত্তা ও মনযোগের অধিক কাছাকাছি।^{৫৯}

মূলকথা হল, মানুষ নামাজে সাধারণভাবে দাঁড়াবে। পা জড়ো করেও দাঁড়াবে না, আবার পা ছড়িয়েও দাঁড়াবে না।

^{৫৯} দূররে মুখতার: পরিচ্ছেদ- সিফাতুস সালাত। হাদিস নং ৪৪৪

নামাজের মধ্যে পা ছড়িয়ে দাঁড়ানো

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস
যাদের মতে পায়ের সাথে পা-মিলানো সুন্নাত, তাদের দলিল হিসেবে পেশ
করা হাদিসগুলো হল—

হাদিস-১

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَوَّاهُ صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ
الصَّلَاةِ

হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ
ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নিবে। কেননা
কাতার সোজা করা নামাজের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।^{৬০}

হাদিস-২

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، وَكَأَنِّي
أَحَدُنَا يَلْزِقُ مِنْكَ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدْ مَهَّ بِقَدَمِهِ

হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ
বলেন: তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নাও। কেননা আমি
আমার পেছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই।^{৬১} (আনাস রাদিয়াল্লাহু
আনহু বলেন) আমাদের প্রত্যেকেই তার পাশের ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ
এবং পায়ের সাথে পা মিলাতাম।^{৬২}

নোট: কাঁধের সাথে কাঁধ মিলালে পায়ের সাথে পা মিলানো যায় না। এজন্য এটি
বর্ণনাকারীর সুধারণা।

হাদিস-৩

سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَقِيمُوا
صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا، وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيَخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزِقُ مِنْكَ بِ
بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ

হজরত নুমান ইবনে বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:
রাসূল ﷺ সমবেত ব্যক্তিদের সামনে উপস্থিত হয়ে তিনবার বলেন: তোমরা
তোমাদের কাতার সোজা কর। আল্লাহর শপথ! তোমরা কাতার সোজা করে

^{৬০} সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- কাতার সোজা করা নামাজের পূর্ণতার অঙ্গ। হাদিস নং ৭২৩

^{৬১} এটি নবিজি ﷺ এর একটি মুজিয়া।

^{৬২} সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- কাতারে কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলানো। হাদিস

নং ৭২৫

নামাজের মধ্যে পা ছড়িয়ে দাঁড়ানো

দাঁড়াবে। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করবেন।
বর্ণনাকারী বলেন: তারপর আমি মুসল্লিদেরকে পরস্পর কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা
আর গোড়ালি সাথে গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি।^{৬৩}

নোট: কাঁধের সাথে কাঁধ মিলালে পায়ের সাথে পা মিলানো যায় না। আর
টাখনু তো মোটেও মিলবে না। আপনি কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে তারপর টাখনু
মিলিয়ে দেখুন। এজন্য এটি বর্ণনাকারীর সুধারণা।

এই তিন হাদিস দ্বারা প্রমাণ করে, পা ছড়িয়ে দাঁড়ানো উত্তম।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

আহনাফের অভিমত অনুযায়ী কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানো আবশ্যিক, পায়ের
সাথে পা মিলানো জরুরি নয়। তবে যদি সকল মুক্তাদির পা এক লাইনে হয়,
তাহলে কাতার সোজা হবে। এটি আবশ্যিক। আহনাফের পক্ষ থেকে দলিল
হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

দলিল: ১, সাহাবা বাণী-১

وَسَأَلْتُ عَطَاءَ عَنْ صَمِّ الْبُرِّ قَدْ مَيَّهَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَمَّا هَكَذَا حَتَّى تُبَاسَّ يَبْنِيهَا فَلَا، وَلَكِنْ وَسَطًا مِنْ

ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَا يُفَرِّسُ بَيْنَهُمَا كَانَ وَلَا يُبَسِّ إِخْدَاهُ الْآخَرَى

قَالَ: بَيْنَ ذَلِكَ

সাহাবা বাণী: হজরত আতা রাহি.-এর কাছে নামাজে উভয় পা মিলিয়ে
দাঁড়ানোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: এভাবে নিজের উভয় পা
একসাথে মিলিয়ে দাঁড়ানো সঠিক নয়; বরং এর মাঝামাঝি দাঁড়ানোটা হল সঠিক
(একেবারে মিলিয়েও নয় আবার একেবারে ছড়িয়েও নয়)। তারপর হজরত
ইবনে জুরাইজ রাহি. বলেন: হজরত নাফে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন,
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহুমা উভয় পা-কে
পুরোপুরি ছড়িয়েও রাখতেন না, আবার পুরোপুরি মিলিয়েও রাখতেন না। বরং
উভয়টির মাঝামাঝি রাখতেন।^{৬৪}

সুতরাং উভয় পা-কে মাঝামাঝি রাখার উপর হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ
আমল করে থাকে।

^{৬৩}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- কাতার সোজা করা। হাদিস নং ৬৬২; মুসনাদুল বায্যার;
মুসনাদু নুমান ইবনে বশির: হাদিস নং ৩২৮৫

^{৬৪}. মুসনাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- নামাজের মধ্যে নড়াচড়া করা। হাদিস নং ৩৩০০

নামাজের মধ্যে পা ছড়িয়ে দাঁড়ানো

দলিল: ২, তাবিয়ি বাণী-১

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يُقَالَ الشَّحْرُكَ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يَغْتَدِلَ قَائِمًا عَلَى قَدَمَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ
إِنْسَانًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ

তাবেয়ি বাণী: হজরত আতা রাহি. বলেন: নামাজে যথা সম্ভব কম নড়াচড়া হওয়াই আমার পছন্দ। উভয় পায়ের উপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তবে হ্যাঁ! নামাজি ব্যক্তি যদি অনেক বৃদ্ধ হয়, এভাবে দাঁড়াতে না পারে, তাহলে তার জন্য সোজা হয়ে না দাঁড়ানোর সুযোগ রয়েছে।^{৬৫}

নোট: যদি উভয় পা ছড়িয়ে দাঁড়ায়, তাহলে নড়াচড়া বেশি হবে। অনেকটা নাচের দৃশ্য হয়ে যায়। আবার কিয়াম তথা দাঁড়ানো অবস্থায় যদি ছড়িয়ে দাঁড়ায়, তাহলে রুকুতে যাওয়ার সময় পা-কে মিলাতে হয়। তারপর দ্বিতীয় রাকাতের কিয়ামের সময় আবার পা ছড়াতে হয়। আর বার বার এমনটি করার দ্বারা নাচের দৃশ্য হয়ে যায়। কুরআনের আয়াত-وَقَوْمًا لَّا يَسْتَطِيعُونَ^{৬৬} অর্থাৎ এবং আল্লাহর সামনে স্থিরভাবে দাঁড়াও।^{৬৭} এর অবস্থা বাকি থাকে না। প্রিয় পাঠক আপনি নিজেই যাচাই করে দেখে নিতে পারেন।

দলিল: ৩, সাহাবা বাণী-২

عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَابْنَ الرُّيَيْثِ كَانَ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ عُمُوٌّ

সাহাবা বাণী: হজরত মুজাহিদ রাহি. বলেন, হজরত আবু বকর এবং হজরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এমনভাবে নামাজ পড়তেন, যেন একটি খুঁটি।^{৬৮}

নোট: ছড়িয়ে দাঁড়ানোর দ্বারা বার বার পা মিলানোর প্রয়োজন হয়। এতে করে খুঁটির মতো দাঁড়ানো যায় না।

দলিল: ৪, সাহাবা বাণী-৩

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَارَأُوا الصَّلَاةَ يَقُولُ: اسْكُنُوا، اطْمِسُوا

সাহাবা বাণী: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নামাজের মধ্যে অটল থাকো, স্থির থাকো এবং শান্ত থাকো।^{৬৯}

নোট: ছড়িয়ে দাঁড়ানোর দ্বারা মানুষ স্থির থাকতে পারে না।

^{৬৫} প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৩৩০১

^{৬৬} বাকারা- ২: ২৩৮

^{৬৭} মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- নামাজের মধ্যে নড়াচড়া করা। হাদিস নং ৩৩০২

^{৬৮} প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৩৩০৫

নামাজের মধ্যে পা ছড়িয়ে দাঁড়ানো

দলিল: ৫, হাদিস-১

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: رُفُؤُ صُفُوفِكُمْ وَقَارِبُوا يَبَئِهَا وَحَادُوا

بِأَعْنَاقِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَإِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَدَفُ

হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ বলেছেন: তোমরা কাতারের মধ্যে পরস্পর মিলে মিলে দাঁড়াও। এক কাতার অপর কাতারের কাছাকাছি কর। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! আমি শয়তানকে নামাজের কাতারের মধ্যে বকরির মতো করে প্রবেশ করতে দেখেছি।^{৬৯}

নোট: ঘাড় ও কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো। এর উপর আহনাফের আমল। এটার উপরই বেশ গুরুত্ব রয়েছে।

দলিল: ৬, হাদিস-২

سَبَّعْتُ النَّعْبَانَ بْنَ شَيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّهَا يُسَوِّي بِهَا

الْقِدَامَ حَتَّى رَأَى أَنَّ قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمَ قَقَامَ، حَتَّى كَادَ يَكْبُرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ

الصَّفِّ، فَقَالَ: عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوِّيَنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيَخَالَفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

হজরত নুমান ইবনে বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ আমাদের কাতারগুলোকে এমনভাবে সোজা করে দিতেন, যেন তিনি ধনুকের কাঠিটি সোজা করছেন। যতক্ষণ না তিনি বুঝলেন, আমরা বিষয়টি তাঁর কাছ থেকে যথাযথভাবে বুঝে নিয়েছি। তারপর একদিন (হুজুরা হতে) বের হয়ে এসে স্থায়ী স্থানে দাঁড়িয়ে তাকবির বলবেন, এমন সময় দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তির বক্ষদেশ কাতার হতে আগে বেড়ে আছে। তখন তিনি বললেন: আল্লাহর বান্দারা! তোমরা তোমাদের কাতার অবশ্যই সোজা কর।

নতুবা আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন।^{৭০}

নোট: এই হাদিসে কাতার সোজা করার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পায়ের সাথে পা মিলানোর প্রতি নয়।

^{৬৯} সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- কাতার সোজা করা। হাদিস নং ৬৬৭; সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- কাতার ঠিক করতে ইমামের উৎসাহ দেয়া। হাদিস নং ৮১৫

^{৭০} সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- কাতার সোজা করা ও মিশে দাঁড়ানো, ক্রমানুসারে প্রথম কাতারের ফজিলত, প্রথম কাতারে দাঁড়াবার জন্য প্রতিযোগিতা করা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের পক্ষে ইমামের নিকট ও সামনের কাতারে দাঁড়াবার বিধান। হাদিস নং ৪৩৬

নামাজের মধ্যে পা ছড়িয়ে দাঁড়ানো

দলিল: ৭, হাদিস-৩

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الضُّفُوفَ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَتَسَّحَّمُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا يَقُولُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتُخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ

হজরত বারী ইবনু আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ কাতারের একদিক থেকে অন্যদিকে প্রবেশ করে আমাদের কাঁধ ও বুকে স্পর্শ করে বলতেন: তোমরা কাতারে এলোমেলো হয়ে দাঁড়াবে না। তাহলে তোমাদের অন্তরে অনৈক্য হবে।^{৭১}

নোট: এই হাদিসে কাতার সোজা করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।
পায়ের সাথে পা মিলানোর প্রতি নয়।

দলিল: ৮, সাহাবা বাণী-৩

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ: كَانَ يُسَمَّى مَنَاكِبَنَا وَأَقْدَامَنَا فِي الصَّلَاةِ

সাহাবা বাণী: হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- তিনি নামাজে আমাদের টাখনুকে এবং আমাদের পা-কে একেবারে বরাবর করে দিতেন।^{৭২}

দলিল: ৯, সাহাবা বাণী-৪

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعَاهُدًا لِلضَّفِّ مِنْ عُمَرَ، أَنْ كَانَ يُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، حَتَّى إِذَا قُلْنَا قَدْ كَبَّرْنَا تَنَفَّتْ فَتَنَظَّرَ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْأَقْدَامِ، وَإِنْ كَانَ يَبْعَثُ رَجُلًا يَطْرُدُ النَّاسَ حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالضُّفُوفِ الصَّلَاةِ

সাহাবা বাণী: হজরত আবু উসমান রাহি. থেকে বর্ণিত, কাতারের প্রতি লক্ষ্য করার ক্ষেত্রে হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চেষ্টা অধিক খেয়ালকারী কাউকে দেখিনি। এমনও হতো, তিনি কিবলামুখি হয়ে দাঁড়াতেন। এমনকি আমরা বলতাম, এখন তাকবির বলবে। তখনও লোকদের কাঁধ আর পায়ের উপর দৃষ্টিপাত করতেন। এমনও হত, কোন ব্যক্তিকে পাঠাতেন (কোন ব্যক্তি সামনে বেড়ে থাকলে) তাকে ধরে নামাজের কাতারের সাথে মিলিয়ে দিতেন (যেন কাতার পুরোপুরি সোজা হয়ে যায়)।^{৭৩}

^{৭১} সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- ইমাম কিভাবে কাতার সোজা করবেন? হাদিস নং ৮১১

^{৭২} মুসান্নাফে ইবনে আবু শাইবা: পরিচ্ছেদ- নামাজের মধ্যে কাতার সোজা করা। হাদিস নং ৩৫৩৪

^{৭৩} প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৩৫৩৭

নামাজের মধ্যে পা ছড়িয়ে দাঁড়ানো

নোট: এই সাহাবা বাণীতে যা দেখা যাচ্ছে, সকল মুক্তাদির পা-কে এক লাইনে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, যেন কাতার সোজা হয়ে যায়। তবে পায়ের সাথে পা মিলানোর চেষ্টা করা হয়নি।

উপরোক্ত তিন হাদিস, পাঁচ সাহাবা বাণী ও এক তাবেয়ি বাণী দ্বারা আহনাফ প্রমাণ করে, মানুষ নামাজে সাধারণভাবে দাঁড়াবে। পা ছড়িয়ে দাঁড়াবে না। তবে কেউ যদি পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ায়, তাহলে কাতার পুরোপুরি সোজা থাকে- এটি সুন্নাত

তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত বুকের উপর রাখবে, না নাভির নিচে রাখবে !

৫. তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত বুকের উপর রাখবে, না নাভির নিচে রাখবে !

আহনাফের মতানুসারে তাকবিরে তাহরিমার সময় নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত। কারও কারও মত এটিও রয়েছে, হাত নাভির উপরে, বুকের নিচে রাখবে। অথচ এক দলের অভিমত হলো: বুকের উপর হাত রাখা সুন্নাত।

হিদায়ার ইবারত বা মূলপাঠ হল

قال: ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة

অনুবাদ: নিজের ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখবে।^{৭৪}

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

হাত বুকের উপর রাখার তাদের দলিল হল নিম্নের হাদিসসমূহ

দলিল: ১, হাদিস-১

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضُمُّ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

(একটি বিচ্ছিন্ন হাদিসে) হজরত তাউস রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ নামাজরত অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে তা নিজের বুকের উপর বেঁধে রাখতেন।^{৭৫}

হজরত তাউস রাহি. হলেন তাবেয়ি। তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করছেন। এজন্য মাঝখান থেকে এক সাহাবি অনুপস্থিত। আর হাদিসটি দুর্বল।

দলিল: ২, সাহাবা বাণী-১

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ صُهَيْبٍ كَذَا قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، فَضَلَ يَدَكَ وَأَخْبَرَ، قَالَ: وَضَعْتُ يَدِي الْيُمْنَى عَلَى وَسْطِ يَدِي الْيُسْرَى، ثُمَّ وَضَعْتُهَا عَلَى صَدْرِي

সাহাবা বাণী: হজরত উকবা ইবনে সাহবান থেকে বর্ণিত, হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-“অতএব আপনি নিজ রবের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন ও কুরবানি করুন”^{৭৬} আয়াতের তাফসিরে বলেন- এর অর্থ হল ডান

^{৭৪} হিদায়া: পরিচ্ছেদ- সিফাতুস সালাত; পৃষ্ঠা- ৪৯

^{৭৫} সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- নামাজের সময় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। হাদিস নং ৭৫৯

^{৭৬} কাউসার- ১০৮: ২

তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত বুকের উপর রাখবে, না নাভির নিচে রাখবে!

হাতকে বাম হাতের পিঠের উপর রেখে উভয় হাতকে বুকের উপর রাখতে হবে।^{৭৭}

নোট: এই সাহাবা বাণী ও উপরোল্লিখিত বিচ্ছিন্ন হাদিসের কারণে কেউ কেউ তাকবিরে তাহরিমার সময় বুকের উপর হাত রাখেন।

দলিল: ৩, হাদিস-২

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلَبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَصْعَقُ هَذَا عَلَى صَدْرِهِ وَوَصَفَّيْ حَيٍّ: أَلَيْسَ عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْبِفْصَلِ

হজরত হুলব রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুল ﷺ কে দেখেছি, ডানে-বামে ঘুরছিলেন। এটিও দেখেছি, এটিকে নিজের বুকের উপর রাখতেন। হজরত ইয়াহইয়া রাহি. এর ব্যাখ্যা করেছেন, ডান হাতকে বাম হাতের কজির উপর রাখতেন।^{৭৮}

এই দুই হাদিস ও এক সাহাবা বাণী দ্বারা প্রমাণ করে থাকে, বুকের উপর হাত রাখা সুন্নাত।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

আহনাফের নিকট তাকবিরে তাহরিমার সময় নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত।

তাদের পক্ষ থেকে দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

দলিল: ১, সাহাবা বাণী-১

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ

সাহাবা বাণী: হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নামাজে রত অবস্থায় নাভির নিচে বাম হাতের তালুর উপর ডান হাতের তালু রাখা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।^{৭৯}

দলিল: ২, সাহাবা বাণী-২

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ

^{৭৭} সুনানে বাইহাকি: পরিচ্ছেদ- নামাজে বুকের উপর হাত বাঁধা সুন্নাত হওয়ার বর্ণনা।

হাদিস নং ২৩৩৭

^{৭৮} মুসনাদে আহমাদ: পরিচ্ছেদ- হুলব আত-তায়ির হাদিস। হাদিস নং ২১৯৬৭

^{৭৯} সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- নামাজের সময় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। হাদিস নং

৭৫৬

তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত বুকের উপর রাখবে, না নাভির নিচে রাখবে !

সাহাবা বাণী: হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নামাজে সুন্নাত হল নাভির নিচে হাতের তালুকে হাতের তালুর উপর রাখা।^{৮০}

দলিল: ৩, সাহাবা বাণী-৩

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَذَ الْأَكْفَ عَلَى الْأَكْفِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السَّرَّةِ

সাহাবা বাণী: আবু ওয়াইল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি নামাজে নাভির নিচে (বাম) হাতের উপর (ডান) হাত রাখি।^{৮১}

দলিল: ৩, সাহাবা বাণী-৩

عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ الصَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُسَبِّحُ شِبَالَهُ يَبْسُطُ يَدَيْهِ عَلَى الرُّسْغِ

فَوْقَ السَّرَّةِ

সাহাবা বাণী: ইবনে জুরাইজ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নামাজে নাভির উপরে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কজি ধরে রাখতে দেখেছি।^{৮২}

নোট: এই সাহাবা বাণীগুলোকে দলিল হিসেবে সামনে রেখে কেউ কেউ নাভির উপর হাত বাঁধা সুন্নাত আখ্যা দিয়ে থাকেন।

দলিল: ৫, তাবেয়ি বাণী-১

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى شِبَالِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السَّرَّةِ

তাবেয়ি বাণী: হজরত ইবরাহিম নাখয়ি রাহি. বলেন: নামাজে নাভির নিচে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখবে।^{৮৩}

নোট: উপরোক্ত সাহাবা বাণী ও তাবেয়ি বাণী থেকে প্রমাণিত হয়, নাভির নিচে হাত বাঁধবে।

^{৮০}. মুসনাদে আহমাদ: পরিচ্ছেদ- মুসনাদে আলী ইবনে আবি তালিব। হাদিস নং ৮৭৫

^{৮১}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- নামাজের সময় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। হাদিস নং ৭৫৮

^{৮২}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৭৫৭

^{৮৩}. মুসল্লাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা। হাদিস নং

তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত বুকের উপর রাখবে, না নাভির নিচে রাখবে !

দলিল: ৬, হাদিস-১

حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِئَالِهِ

হজরত ওয়ায়িল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ যখন নামাজে দাঁড়াতেন, তখন আমি তাঁকে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরে রাখতে দেখেছি।^{৮৪}

দলিল: ৭, হাদিস-২

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْمِنَا فَيَأْخُذُ شِئَالَهُ بِيَمِينِهِ

কাবিসা ইবনে হুলব তাঁর পিতা হুলব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ যখন আমাদের ইমামত করতেন তখন ডান হাত দিয়ে তাঁর বাম হাত ধারণ করতেন।^{৮৫}

নোট: উপরিউক্ত দুটি হাদিসে এ কথার উল্লেখ নেই, নবিজি ﷺ হাত কোথায় রেখেছেন। নাভির নিচে নাকি বুকের উপরে। কিন্তু এই হাদিস থেকে এটি প্রমাণিত হয়, নবিজি ﷺ ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরে রেখেছেন। আর হাত যদি নাভির নিচে রাখেন তাহলে ধরা হবে। আর বুকের উপর রাখলে ধরা হবে না; বরং রাখা হবে। এজন্য উপরিউক্ত হাদিসের ইশারা দ্বারা প্রমাণিত হয়, নবিজি ﷺ নাভির নিচে হাত বেঁধেছেন।

দলিল: ৮, হাদিস-৩

عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ - وَصَفَ هَبَاءَ جِبَالٍ

أَذْيِهِ - ثُمَّ التَّخَفَّ بِشِئَالِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى

হজরত ওয়ায়িল ইবনে হুজর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল ﷺ কে দেখেছেন, তিনি যখন নামাজ শুরু করলেন- তখন উভয় হাত উঠিয়ে তাকবির বললেন। রাবী হাম্মাম বলেন: উভয় হাত কান বরাবর উঠালেন। তারপর কাপড়ে ঢেকে নিলেন (গায়ে চাদর দিলেন)। তারপর তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন।^{৮৬}

^{৮৪} সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- নামাজে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা। হাদিস নং ৮৮৭

^{৮৫} সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- নামাজে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। হাদিস নং ২৫২

^{৮৬} সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- তাকবিরে তাহরিমার পর বুকের নিচে নাভির উপরে বাম হাতের উপর ডান এবং সিজদায় উভয় হাত মাটিতে কান বরাবর রাখা। হাদিস নং ৪০১

তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত বুকের উপর রাখবে, না নাভির নিচে রাখবে !

নোট: এই হাদিসে দেখা যাচ্ছে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখেছেন। এর দ্বারা এটিও ইশারা হয়, নাভির নিচে রেখেছেন। আর এটারও সম্ভবনা রয়েছে, বুকের উপর রেখেছেন। কেননা উভয় জায়গায়ই রাখা হয়।

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّالِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَرَوْنَ أَنَّ يَضَعُ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِبَالِيفِ الصَّلَاةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ يَضَعُهَا فَوْقَ السَّرَّةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ يَضَعُهَا تَحْتَ السَّرَّةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ

অর্থ: নবিজি ﷺ এর সাহাবিগণ, তাবেয়িগণ এবং তার পরবর্তীদের আমল এর উপরই। তারা মনে করতেন, নামাজে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখবে। তারপর কেউ কেউ এটি মনে করতেন, নাভির উপর হাত রাখবে। আবার কেউ কেউ মনে করতেন নাভির নিচে রাখবে। তাদের কাছে এ সব গুলোরই সুযোগ রয়েছে।^{৮৭}

উপরিউক্ত তিন হাদিস, চার সাহাবা বাণী ও এক তাবেয়ি বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয়, নাভির নিচে তাকবিরে তাহরিমা বাঁধাই অধিক উত্তম। আল্লাহ তাআলার সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ানোর এই পদ্ধতিই বেশি সুন্দর। তবে হাদিসের কারণে সবগুলোরই সুযোগ আছে

^{৮৭} সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- নামাজে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। হাদিস নং ২৫২

৬. আমলে কাসির দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়

আহনাফের অভিমত হলো— আমলে কাসির দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়। যেমন: নামাজের মধ্যে খাওয়া, পান করা, কথা বলা অথবা বার বার এমন কোন কাজ করা, যা দূর থেকে কেউ দেখলে মনে করবে এ ব্যক্তি নামাজে নেই। যাকে পরিভাষায় আমলে কাসির বলে। এ সকল বস্তুর দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যাবে। এই নামাজ পুনরায় পড়তে হবে।

যেখানে অন্যান্যদের মত হলো ভুলে কথা বললে কিংবা আমলে কাসির করলে নামাজ ফাসেদ (নষ্ট) হবে না। শুধু সিজদায়ে সাহু আবশ্যিক হবে।

নোট: আমলে কাসির: এমন কাজ যা দূর থেকে কেউ দেখলে মনে করবে সে নামাজে নেই। এটিকে আমলে কাসির বলে। আমলে কাসির দ্বারা নামাজ ফাসেদ (নষ্ট) হয়ে যায়। এ বিষয়ে হাদিস, সাহাবা বাণী অথবা তাবেয়ি বাণী পাওয়া যায় না। তবে অনেক হাদিস দেখে হানাফি ফুকাহাগণ এই নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন, আমলে কাসির দ্বারা নামাজ ফাসেদ (নষ্ট) হয়ে যায়।

হিদায়ার ইবারত বা মূলপাঠ হল—

ولا يأكُل ولا يشرب لأنه ليس من أعمال الصلاة فإن أكل أو شرب عامداً أو ناسياً فسدت صلاته لأنه

عمل كثير وحالة الصلاة مذكرة

অনুবাদ: নামাজের মধ্যে কিছু খাবেও না। পানও করবে না। কেননা খাওয়া-দাওয়া, পান করা এটা নামাজের আমল নয়। কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত কেউ কিছু খেয়ে ফেলে, তাহলে তার নামাজ ভেঙ্গে যাবে। কেননা তা আমলে কাসির। আর নামাজের অবস্থা এটির স্বরণকারী। (তথাপি যেহেতু সে এমনটি করেই ফেললো, চাই ভুলে হোক বা ইচ্ছায় হোক, তার নামাজ ভেঙ্গে যাবে)।^{৮৮}

^{৮৮} হিদায়া: পরিচ্ছেদ- নামাজি ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ। পৃষ্ঠা- ৬৪

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

কারও কারও মতে যদি সংশোধনের জন্য কথা বলে, তাহলে নামাজ ভঙ্গ হয় না। সাহু সিজদার দ্বারা কাজ হয়ে যাবে। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

হাদিস-১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ - الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ - قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ لِي خَشْبَةً فِي مُقَدِّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى يُعْرِفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ ثُمَّ خَرَّ بِسَرْعَانِ الثَّلَاثِ وَهُمْ يَقُولُونَ: قُصِّرَتِ الصَّلَاةُ قُصِّرَتِ الصَّلَاةُ فِي النَّاسِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَا قَقَامَ رَجُلٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُهُ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتَ أَمْ قُصِّرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصِرِ الصَّلَاةُ قَالَ: بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْبَلِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَأَوْمَتْ: أَيْ نَعَمْ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَقَامِهِ فَصَلَّى الرُّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার রাসুল ﷺ আমাদের সাথে জোহর অথবা আসরের নামাজ আদায় করেন। তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায়ের পর সালাম ফিরান। তারপর তিনি মসজিদের সম্মুখে অবস্থিত কাষ্ঠ খণ্ডের কাছে গিয়ে তার ওপরে এক হাত অন্য হাতের উপর স্থাপন করে দণ্ডায়মান হন। ঐ সময় তাঁকে রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। তখন লোকেরা মসজিদ হতে নিগর্মনকালে বলছিল: নামাজ কসর করা হয়েছে, নামাজ কসর করা হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহ চার রাকআতের স্থানে দুই রাকাত করে দিয়েছেন)। ঐ সময়ে সমবেত মুসল্লীদের মধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। তাঁরা এ ব্যাপার সম্পর্কে তাঁর সাথে আলোচনা করতে ভীত হন। ঐ সময় রাসুল ﷺ এর কাছ থেকে যুলযাদাইন উপাধিপ্রাপ্ত জনৈক সাহাবী দাঁড়িয়ে বলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কি ভুল করেছেন না নামাজ কসর (সংক্ষিপ্ত) করা হয়েছে?

জবাবে তিনি বলেন: না, আমি ভুল করিনি। নামাজ কসরও করা হয়নি। তখন ঐ সাহাবী বলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ! তবে আপনি ভুল করেছেন। তখন রাসুল ﷺ সমবেত জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে

আমলে কাসির দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়

জিজ্ঞাসা করেন: আচ্ছা, যুলযাদাইন কি সত্য বলেছে? জবাবে সাহাবাগণ ইশারায় বলেন: জি হ্যাঁ। তখন রাসুল ﷺ স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করে বাকী দুই রাকাত নামাজ আদায় করে সালাম ফিরান। তারপর আল্লাহ্ আকবার বলে পূর্বের সিজদার সমপরিমাণ সময় অথবা তার চাইতে কিছু অধিক সময় ধরে সিজদা করেন। পরে আল্লাহ্ আকবার বলে মস্তক উত্তোলন করেন। পুনরায় আল্লাহ্ আকবার বলে পূর্ববর্তী সিজদার মতো সিজদা করেন। পুনরায় আল্লাহ্ আকবার বলে মাথা উঠান।^{৮৯}

নোট: এই হাদিসে নবিজি ﷺ কথাও বলেছেন, চলাফেরাও করেছেন, তারপরও নামাজ ভাঙেনি। উক্ত নামাজের উপরই ভিত্তি করেছেন। আর সিজদা করে নামাজ পূর্ণ করেছেন। যার দ্বারা বুঝা গেল- ভুল করে কথা বললে নামাজ ভাঙে না।

হাদিস-২

عَنْ عَقْبَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُكَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَتَنَى رَجُلِيهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوُحَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا نَشْءٌ أَنْتُمْ كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসুল ﷺ (একবার) নামাজ আদায় করলেন। ইবরাহিম বলেন: ঐ নামাজে কিছু বেশ-কম হয়ে গেল। যখন সালাম ফিরালেন, তখন বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাজে কি কোনও নতুন হুকুম হয়েছে? তিনি বললেন: সেটি কি? তারা আরজ করলেন, আপনি এরূপ এরূপ করেছেন। তিনি স্বীয় পদদ্বয় ঘুরালেন। কিবলামুখী হয়ে দুটি সিজদা করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। এরপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: নামাজে যদি নতুন কোনও হুকুম হত, তবে আমি তোমাদের জানিয়ে দিতাম। কথা হচ্ছে, আমিও একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল কর, আমিও তেমন ভুল করে থাকি। অতএব, আমি যদি ভুল করি, তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। আর তোমাদের কারও যদি নামাজে সন্দেহ হয়, তবে ভেবেচিন্তে যেটি সঠিক

^{৮৯} . সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- দুই সাহ সিজদার বর্ণনা। হাদিস নং ১০০৮; সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- ইমামের সন্দেহ হলে মুক্তাদিদের মত গ্রহণ করা। হাদিস নং ৭১৪

আমলে কাসির দ্বারা নামাজ ভঙ্গে যায়

মনে হবে, তার ভিত্তিতে নামাজ পূর্ণ করে নিবে। তারপর দু'টি সিজদা করবে।^{৯০}

নোট: এই হাদিসে কথা বলার পরে দু'টি সিজদা করেছেন। নামাজ পূর্ণ করেছেন। যার দ্বারা বুঝা গেল, সংশোধনের জন্য কথা বললে নামাজ ভঙ্গ হবে না।

হাদিস-৩

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْمِرُوا عَلَيْهِ

হজরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ বলেছেন: আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি ও জোরপূর্বক কোন কাজে বাধ্য করা হলে, তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।^{৯১}

নোট: যেহেতু ভুল, বিস্মৃতি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং ভুলে যদি নামাজে কথা বলে, তাহলে নামাজ ভঙ্গ হবে না।

হাদিস-৪

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً بَنَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْأَبِي الْعَاصِ بْنِ رِبْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا

হজরত আবু কাতাদা আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ তাঁর মেয়ে জয়নাবের গর্ভজাত ও আবুল আস ইবনে রবীআ ইবনে আদে শামস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঔরসজাত কন্যা উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে কাঁধে নিয়ে নামাজ আদায় করতেন। তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তাকে রেখে দিতেন, আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে তুলে নিতেন।^{৯২}

নোট: এই হাদিসে উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নামাজে উঠানো এবং রাখার কথা রয়েছে। যা আমলে কাসির। তারপরও নবিজি ﷺ এর নামাজ ভঙ্গ হয়নি।

^{৯০} সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- নামাজে ভুল হওয়া এবং এর জন্য সাহ সিজদা করা। হাদিস নং ৫৭২

^{৯১} সুনানে ইবনে মাজাহ: পরিচ্ছেদ- বাধ্যকৃত ও ভুলকারী ব্যক্তির তালাক। হাদিস নং ২০৪৩

^{৯২} সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- নামাজে নিজের ঘাড়ে কোন ছোট মেয়েকে তুলে নেয়া। হাদিস নং ৫১৬

আমলে কাসির দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়

হাদিস-৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْتُلُوا الْأَسْوَذِينَ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَفْرِ بَ
হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল
ﷺ ইরশাদ করেছেন: কষ্টদায়ক কালো রঙ্গের সাপ ও বিচ্ছুকে তোমরা
নামাজরত অবস্থায়ও হত্যা করবে।^{৯০}

নোট: সাপ ও বিচ্ছুকে হত্যা করলে আমলে কাসির হবে। তারপরও হত্যা
করার নির্দেশ রয়েছে। যার দ্বারা বুঝা গেল, আমলে কাসিরের দ্বারা নামাজ
ভঙ্গ হয় না।

হাদিস-৬

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئَتْ
فَاسْتَفْتَحَتْ۔ قَالَ أَحْصِدْ فَشِئْ فَفَتَحَ لِي شَرَّ إِلَى مُصَلَّاهُ وَذَكَرْتُ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْفِتْنَةِ

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার রাসূল
ﷺ ঘরের দরজা বন্ধ করে নামাজ আদায় করছিলেন। এ সময় আমি এলে তিনি
দরজা খুলে দিয়ে পুনরায় নামাজে রত হন। হাদীসে আরও উল্লেখ আছে,
দরজাটি কিবলামুখী ছিল। (এজন্য নবিজি ﷺ সামনে এসেছেন)।^{৯১}

নোট: এখানে নামাজের মধ্যে চলা-ফেরা হয়েছে। আমলে কাসিরের কারণে
যদি নামাজ ভঙ্গ হত তাহলে নবিজি ﷺ কেন দরজা পর্যন্ত এলেন।
উপরোক্ত ছয় হাদিস থেকে অন্যান্য কিছু সংখ্যক আলেম প্রমাণ করেন,
সংশোধনের জন্য, অথবা ভুলে আমলে কাসির হয়ে গেলে নামাজ ভঙ্গ হবে
না।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

আহনাফের অভিমত হলো: আমলে কাসিরের দ্বারা অথবা নামাজের মধ্যে
খাওয়া, পান করার দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়। তাদের দলিল হিসেবে পেশ
করা হাদিসগুলো হল—

দলিল: ১, আয়াত-১

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন—

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْاُولٰٓئِي وَتَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

^{৯০} সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- নামাজের মধ্যে যে কাজ বৈধ। হাদিস নং ৯২১

^{৯১} সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- নামাজের মধ্যে যে কাজ বৈধ। হাদিস নং ৯২২

আমলে কাসির দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হয়

“তোমরা সকল নামাজ এবং (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী নামাজের প্রতি যত্নবান থাক এবং আল্লাহর সামনে স্থিরভাবে দাঁড়াও।”^{৯৫}

আমলে কাসির করাটা বেআদবি মনে হয়। এজন্য আয়াতের ইশারাতুন-নসের কারণে আমরা বলি, আমলে কাসির করার দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়।

দলিল: ২, আয়াত-২

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে আরও ইরশাদ করেন-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

“নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ- যারা নিজেদের নামাজে বিনয়াবনত।”^{৯৬}

নোট: নামাজের মধ্যে আমলে কাসির করলে নামাজে খুশু-খুদু তথা একাত্রতা ও মনযোগ তৈরী হবে না। যা হল নামাজের প্রাণ। এজন্য হানাফি মাজহাব অনুসারী উলমাদের মতে আমলে কাসিরের দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়।

দলিল: ৩, হাদিস-১

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا تَسْتَكْمِلُ فِي الصَّلَاةِ يَكْمِلُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ لِي جَنِيْدِي الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَضَ وَقَوْمُوا لِلْهَيْئَاتَيْنِ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنَهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ

হজরত যায়দ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নামাজে কথাবার্তা বলতাম। প্রত্যেকেই তার পাশের ব্যক্তির সাথে আলাপ করত। তারপর যখন-وَقَوْمُوا لِلَّهِ فَلَانَيْنِ- আয়াতটি নাজিল হলো, তখন চুপ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পরস্পরে আলাপ করতে নিষেধ করা হয়।^{৯৭}

নোট: এই হাদিস থেকে জানা গেল, ইসলামের শুরুর দিকে নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলা বৈধ ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে। তাই এখন নামাজে কথাবার্তা বললে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

^{৯৫}. বাকারা- ২: ২৩৮

^{৯৬}. মুমিন- ২৩: ১-২

^{৯৭}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- নামাযে কথা বলা নিষেধ এবং এর পূর্ব অনুমতির বিধান রহিতকরন।

হাদিস নং ৫৩৯

দলিল: ৪, হাদিস-২

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ السُّبْحُ وَالشُّكْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

হজরত মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ এর সঙ্গে নামাজ আদায় করেছিলাম। এমন সময় আমাদের মধ্যে একজন হাঁচি দিল। ... রাসূল ﷺ বললেন: নামাজে কথা কথাবার্তা বলা ঠিক নয়; বরং তা হচ্ছে তাসবীহ, তাকবির ও কুরআন পাঠের জন্য।^{৯৮}

নোট: এই হাদিস থেকে জানা গেল- নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলা বৈধ নয়। শুধু তাসবীহ, তাকবির এবং কুরআন তিলাওয়াতের জায়গা।

দলিল: ৫, হাদিস-৩

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَسْلِمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدِّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَسْلِمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شَغْلًا

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূল ﷺ কে তাঁর নামাজরত অবস্থায় সালাম দিতাম। তিনি ঐ অবস্থায়ই আমাদের সালামের জবাব দিতেন। কিন্তু আমরা আবিসিনিয়া হতে ফিরে এসে যখন ঐ অবস্থায় তাকে সালাম দিলাম, তিনি তার কোনও জবাব দিলেন না। নামাজ শেষে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা আপনার নামাজরত অবস্থায় আপনাকে সালাম দিতাম, (আপনি তার জবাব দিতেন, কিন্তু এখন আপনি জবাব দিলেন না, এর কারণ কি?) তিনি বললেন, নামাজে নির্ধারিত আমল রয়েছে (সুতরাং এসময় অন্য কাজে মশগুল হওয়া যায় না)।^{৯৯}

^{৯৮}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৫৩৭

^{৯৯}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৫৩৮; সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- নামাজে কথা বলা। হাদিস নং ১২২১

দলিল: ৬, হাদিস-৪

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَرْتَدَّ هَذِهِ الْكَلِمَةُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمَرَنَا بِالسُّكُوتِ

হজরত যায়দ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি রাসুল ﷺ এর যামানায় নামাজে তাঁর সঙ্গীর সাথে কোন প্রয়োজনে কথা বলছিলেন। তখন এ আয়াত নাজিল হল- وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (বিশেষ করে)

মধ্যবর্তী নামাজের প্রতি যত্নবান থাক। আর আল্লাহর সামনে স্থিরভাবে দাঁড়াও।^{১০০} তখন আমাদের (নামাজে) চুপ থাকতে আদেশ করলেন।^{১০১}

দলিল: ৭, হাদিস-৫

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْنَا السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَامَ تَوْمُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُنُيسٍ إِنَّمَا يَنْفِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يَسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ

হজরত জাবির ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা যখন রাসুল ﷺ এর সঙ্গে নামাজ আদায় করতাম, তখন নামাজ শেষে ডান-বাম দিকে হাত ইশারা করে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বলতাম। তাতে রাসুল ﷺ বললেন, তোমরা চঞ্চল ঘোড়ার লেজ নাড়ার মত হাত ইশারা করছ কেন? (নামাজের বৈঠকে) উরুর ওপর হাত রেখে ডানে-বামে অবস্থিত তোমাদের ভাইকে (মুখ ফিরিয়ে) আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বলাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।^{১০২}

^{১০০}. বাকারা- ২: ২৩৮

^{১০১}. সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- নামাজে কথা বলা। হাদিস নং ১২১৯

^{১০২}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- নামাজে নড়াচড়া করা, সালামের সময় হাতের ইশারা করা ও হাত উঠান নিষেধ এবং সামনের কাতার পূর্ণ করা ও পরস্পর হয়ে এবং একত্র হয়ে দাঁড়াবার নির্দেশ।

হাদিস নং ৪০১

আমলে কাসির দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়

নোট: এই হাদিস থেকে বুঝা গেল- নামাজে দুই হাত দ্বারা ইশারা করাও জায়েজ নেই। এর থেকেই প্রমাণ করেছেন, আমলে কাসির হল নামাজ ভঙ্গকারী।

দলিল: ৮, হাদিস-৯

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْسُحِ الْحَصَى فَإِنَّ الرُّحْبَةَ تُوَاكِهُهُ

হজরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন: তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়াবে, তখন কাঁকর সরাবে না। কারণ তখন তো আল্লাহর রহমত তোমার সামনে।^{১০৩}

দলিল: ৯, সাহাবা বাণী-১

عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْبِثَ بِالْحَصَى وَهُوَ يُصَلِّي

সাহাবা বাণী: হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, নামাজ পড়া অবস্থায় কাঁকর নিয়ে খেলা করা মাকরুহ।^{১০৪}

নোট: নামাজে কাঁকর নিয়ে খেলা করা আমলে কাসির। এজন্য এটি মাকরুহ।

দলিল: ১০, সাহাবা বাণী-২

عَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا عَلِيُّ لَا تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ

সাহাবা বাণী: হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ বলেছেন: হে আলী! তুমি নামাজের মধ্যে ইমামের কিরাতের ভুল শোধরিও না।^{১০৫}

নোট: ইমাম যদি নামাজে ভুল করে, তাহলে অন্য হাদিসের কারণে ভুল শোধরে দিতে পারবে। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে ভুল শোধরে দেবে না। কেননা এটিও এক প্রকার কথাবার্তার নামাস্তর।

দলিল: ১১, সাহাবা বাণী-৩

الْحَارِثُ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: لَا يَفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ قَوْلُهُ وَهُوَ يُفَرِّقُ أَفْقَاهُ كَلَامَهُ

^{১০৩}. সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- নামাজে কাঁকর সরানো মাকরুহ। হাদিস নং ৩৭৯

^{১০৪}. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- নামাজের মধ্যে অনর্থক কাজ। হাদিস নং ৩৩১১

^{১০৫}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- নামাযের মধ্যে কেরাতের ভুল শোধরানোর নিষেধ সম্পর্কে।

হাদিস নং ৯০৮

আমলে কাসির দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়

সাহাবা বাণী: হারিস থেকে বর্ণিত, হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: ইমাম কেরাত পাঠ করার সময় কোন ব্যক্তি তাকে ভুল শোধরে দেবে না। কেননা এটিও কথাবার্তার নামান্তর।^{১০৬}

নোট: যেখানে ভুল না শোধরানোর প্রতি এতোটা গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তাহলে কথাবার্তা বলা কিভাবে বৈধ হবে।

দলিল: ১২, তাবেয়ি বাণী-১

عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَحَبَّادٍ قَالُوا: رَجُلٌ سَهَّانِي صَلَاتِهِ فَتَنَّاكُمْ قَالُوا: يُعِيدُ صَلَاتَهُ

তাবেয়ি বাণী: হাসান হজরত কাতাদাহ এবং হাম্মাদ রাহি. থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন: কেউ যদি ভুল করে নামাজে কথা বলে, তাহলে এই নামাজ পুনরায় পড়তে হবে।^{১০৭}

নোট: তাবেয়ির এই বক্তব্য থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ বলেন, আমলে কাসির করলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

দলিল: ১৩, তাবেয়ি বাণী-২

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ سَبِّعٍ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ

তাবেয়ি বাণী: সাওরি এক সনদে হজরত আতা থেকে শোনেছেন- নামাজরত অবস্থায় কোন কিছু খাবে না এবং পান করবে না। যদি এমনটি করা হয় তাহলে নামাজ পুনরায় পড়বে।^{১০৮}

নোট: তাবেয়ির এই বক্তব্য থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ বলেন, আমলে কাসির করলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

দলিল: ১৪, তাবেয়ি বাণী-৩

عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ

তাবেয়ি বাণী: হজরত ইবরাহিম নাখয়ি রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নামাজের মধ্যে যদি কেও কিছু খায় কিংবা পান করে, তাহলে নামাজ পুনরায় পড়তে হবে।^{১০৯}

^{১০৬} মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- ইমামকে সতর্ক করা। হাদিস নং ২৮২১

^{১০৭} মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- নামাজের মধ্যে কথা বলা। হাদিস নং ৩৫৭৩

^{১০৮} মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- নামাজের মধ্যে খাওয়া ও পান করা। হাদিস নং ৩৫৭৯

^{১০৯} মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ যে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে খাবে ও পান করবে।

হাদিস নং ৮৩৫৮

আমলে কাসির দ্বারা নামাজ ভেঙ্গে যায়

নোট: তাবেয়ির এই বক্তব্য থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ বলেন: আমলে কাসির করলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। পুনরায় পড়তে হবে।

উপরোক্ত দুই আয়াত, ছয় হাদিস, তিন সাহাবা বাণী ও তিন তাবেয়ি বাণী দ্বারা হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করেন, খাওয়া, পান করা ও কথা বলা হল আমলে কাসির করা। তাই এর দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। পুনরায় নামায পড়তে হবে

তাশাহুদ বা আত-তাহিয়াতুর মধ্যে একবার অঙ্গুলি ইশারা করা সুন্নাত, না বার বার!

৭. তাশাহুদ বা আত-তাহিয়াতুর মধ্যে একবার অঙ্গুলি ইশারা করা সুন্নাত, না বার বার!

তাশাহুদ বা আত-তাহিয়াতুর মধ্যে বসে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর উপর অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে। এটি আহনাফের মতে একবারই অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা সুন্নাত। বার বার অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা সুন্নাত নয়। যেখানে কেউ কেউ বার বার অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করাকে উত্তম মনে করা হয়।

নুরুল ইয়াহর ইবারত বা মূলপাঠ হল—

وأشار بالسبحة في الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات

তাশাহুদের- شَهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বলার সময় তর্জনী দ্বারা ইশারা করবে। নফী-র (الله) সময় তর্জনী উত্তোলন করবে এবং ইসবাত (الله) বলার সময় নামিয়ে ফেলবে।^{১১০}

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

কেউ কেউ- وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ তথা “আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে” দ্বারা বার বার ইশারা করা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসসমগ্র হল—

হাদিস-১

عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى يَمِينٍ فَخَذَهُ وَسَاقِهِ، وَفَرَسَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ

অনুবাদ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ যখন নামাজে বসতেন, বাম পা-কে রান এবং পায়ের গোছার মাঝখানে বিছিয়ে দিতেন। বাম হাত বাম উরুর উপর ও ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন, আর আঙ্গুল (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করতেন।^{১১১}

^{১১০}. নুরুল ইয়াহ: পরিচ্ছেদ- সিফাতুস সালাত; পৃষ্ঠা- ৬১

^{১১১}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- নামাজে বসা ও দুই উরুর উপর দুই হাত রাখার নিয়ম। হাদিস নং

তাশাহুদ বা আত-তাহিয়াতুর মধ্যে একবার অঙ্গুলি ইশারা করা সুন্নাত, না বার বার!

হাদিস-২

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَصَّ بِكَدِّ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَيَكْدُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أَصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ যখন দুআ করার জন্য বসতেন, তখন ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন। বাম হাত বাম উরুর উপর। শাহাদাত অঙ্গুলি (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করতেন। আর অঙ্গুদুষ্ঠকে মধ্যমার উপর রাখতেন। আর বামহাতের তালু দ্বারা বাম হাঁটু আকড়িয়ে ধরতেন।^{১১২}

নোট: এই দুই হাদিসে- وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ তথা “অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করবে”

দ্বারা কেউ কেউ দলিল দিয়েছেন, বার বার ইশারা করতেন। কিন্তু কেউ কেউ আবার বলেছেন: একবার ইশারা করতেন। কেননা এটি দুআ।

আর দুআর মধ্যে একবার ইশারা করা প্রমাণিত।

এই দুই হাদিস দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করে, তাশাহুদ তথা আত-তাহিয়াতুর মধ্যে বার বার ইশারা করবে।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

আহনাফের অভিমত হল বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা বৃত্ত বানাবে আর শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা একবার ইশারা করবে। নুরুল ইযাহর ইবারত বা মূলপাঠ এটি।

আহনাফের অভিমত হল তাশাহুদ তথা আত-তাহিয়াতুর মধ্যে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করাটা একপ্রকার দুআর মধ্যে আমিন বলার নামান্তর। পেছনের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি ﷺ দুআর মধ্যে একবারই অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করেছেন। এজন্য উপরে বর্ণিত হাদিসে ইশারা দ্বারা একবারই ইশারা করাই সুন্নাত হবে।

দলিল: ১, হাদিস-১

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ أَصْبَعَهُ الْيُسْرَى إِلَى تَلِ الْإِبْهَامِ، فَدَعَا بِهَا يَدَ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بِأَسْطِهَا عَلَيْهَا

তশাহহুদ বা আত-তাহিয়াতুর মধ্যে একবার অঙ্গুলি ইশারা করা সুন্নাত, না বার বার!

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবিজি ﷺ যখন নামাজে বসতেন, তখন দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখতেন আর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পাশের (শাহাদত) অঙ্গুলি উঠিয়ে তা দ্বারা (ইঙ্গিতে) দুআ করতেন। আর বাম হাতটি বাম হাঁটুর উপর বিছিয়ে রাখতেন।^{১১৩}

নোট: এই হাদিসে এসেছে, তশাহহুদ বা আত-তাহিয়াতুর মধ্যে এই ইশারা হল দুআ। আর দুআর মধ্যে একবার অঙ্গুলি ওঠানো হয়। আর এটাও জানা গেল- একবার অঙ্গুলি উঠিয়েছেন, বার বার নয়।

দলিল: ২, হাদিস-২

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ بِأَصْبَعِهِ إِذَا دَعَا لِحُرِّهَا

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ যখন দুআ করতেন তখন নিজের অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন। কিন্তু এটাকে বার বার নাড়াতেন না, (একবারই ইশারা করতেন)।^{১১৪}

দলিল: ৩, তাবেয়ি বাণী-১

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: تَحْرِيكُ الرَّجُلِ أَصْبَعَهُ فِي الصَّلَاةِ مَقْعَةٌ لِلشَّيْطَانِ

তাবেয়ি বাণী: হজরত মুজাহিদ রাহি. বলেন: নামাজে অঙ্গুলি নাড়ানো শয়তানকে রাগান্বিত করে।^{১১৫}

নোট: এখানে নাড়ানো দ্বারা উদ্দেশ্য হল: একবার নাড়ানো। বার বার নাড়ানো নয়। কেউ কেউ এই তাবেয়ি বাণী দ্বারা বার বার নাড়ানোর উপর দলিল পেশ করেছেন। এমনিতেই তো এটি নামাজ। এতে খুশু-খজু তথা একগ্রহতা ও মনযোগ থাকা উচিত। আর অঙ্গুলি কে বার বার নাড়ালে একগ্রহতা বাকি থাকবে না। এটা খারাপ দেখা যায়। এজন্য একবার ইশারা করাই যথেষ্ট।

উল্লেখিত দুই হাদিস এবং এক তাবেয়ি বাণী দ্বারা হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, একবার শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করাই সুন্নাত।

^{১১৩}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- নামাজে বসা ও দুই উরুর উপর দুই হাত রাখার নিয়ম। হাদিস নং ৫৮০

^{১১৪}. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- দুআর মধ্যে উভয় হাত উঠানো। হাদিস নং ৩২৪২; তাবরানি কাবির: পরিচ্ছেদ- যিকরু আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর। খণ্ড- ১৩, হাদিস নং ২৩৮

^{১১৫}. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- দুআর মধ্যে উভয় হাত উঠানো। হাদিস নং ৩২৪৫

৮. খালি মাথায় নামাজ পড়া

অনেকে কতিপয় হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকে, নামাজ- টুপি ছাড়াও হয়ে যায়। তাই টুপি পড়া সুন্নাত নয়। আর তারা সর্বদা খালি মাথায় নামাজ পড়তে অভ্যস্ত হয়ে যায়; বরং পরিধান করতে একরকম লজ্জাবোধ করে। তাদের জন্য এ সকল হাদিস পেশ করা হচ্ছে, নামাজে টুপি পরিধান করা সুন্নাত এবং সৌন্দর্যের বস্তু। এটাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তবুও যদি টুপি ছাড়া খালি মাথায় নামাজ পড়ে ফেলে, তাহলে নামাজ হয়ে যাবে।

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস
খালি মাথায় নামাজ আদায়কারীদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

হাদিস-১

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

হজরত উমর ইবনে আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ এক কাপড় পরে নামাজ আদায় করলেন, আর তাঁর উভয় প্রান্ত বিপরীত দিকে রাখলেন।^{১১৬}

হাদিস-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوْلَيْكُمْ ثَوْبَانِ

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুল ﷺ কে এক কাপড়ে নামাজ আদায়ের হুকুম জিজ্ঞাসা করল। রাসুল ﷺ উত্তরে বললেন: তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টি করে কাপড় আছে?^{১১৭}

হাদিস-৩

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّنَكْدِرِ قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ فِي إِدْرٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قَبْلِ فَقَاهُ وَثِيَابَهُ مُؤَمَّعَةً عَلَى الْبِشْبَجِ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تَصَلِّي فِي إِدْرٍ وَاحِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِ أَحْسَنُ مِثْلَكَ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ

মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁধে লুঙ্গি বেঁধে নামাজ আদায় করেন। আর তাঁর

^{১১৬} সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- এক কাপড় গায়ে জড়িয়ে নামাজ আদায় করা। হাদিস নং ৩৫৪

^{১১৭} প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৩৫৮

খালি মাথায় নামাজ পড়া

কাপড় (জামা) আলনায় রক্ষিত ছিল। তখন তাঁকে এক ব্যক্তি বলল: আপনি যে এক লুঙ্গি পরে নামাজ আদায় করলেন? তিনি উত্তরে বললেন: তোমার মত আহাম্মকদের দেখানোর জন্য আমি এরূপ করেছি (এক কাপড়েও নামাজ হয়)। নবিজি ﷺ এর যুগে আমাদের মধ্যে কারই বা দু'টো কাপড় ছিল?^{১১৮} এই তিন হাদিস থেকে কেউ কেউ প্রমাণ করে, টুপি ছাড়া নামাজ পড়ার সুযোগ রয়েছে।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: নামাজের সময় টুপি কিংবা পাগড়ি পরিধান করা সুন্নাত। কেননা মাথায় কাপড় থাকা সৌন্দর্যের বিষয়। যদিও এগুলো ছাড়াও নামাজ আদায় হয়ে যায়। এর জন্য হাদিসসমূহ হল—

দলিল: ১, আয়াত-১

يَا أَيُّهَا آدَمُ خُذْ وَابْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“হে আদম সন্তানেরা! তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় নিজেদের শোভা অবলম্বন কর (অর্থাৎ পোশাক পড়ে নাও)।”^{১১৯}

নোট: এই আয়াতে নামাজের সময় সজ্জিত হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। আর মাথায় টুপি দেওয়াটা মনে হয় যেন বাদশাহর সামনে তাঁর সম্মানার্থে সজ্জিত হওয়ার মত।

দলিল: ২, হাদিস-১

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَقَالَ قَتَيْبَةُ: دَخَلَ يَوْمَ

فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِخْرَافٍ

হজরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন। কুতায়বা রাহি. বলেন: তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইহরামবিহীন অবস্থায় কালো পাগড়ী পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করেন।^{১২০}

^{১১৮}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- নামাজে কাঁধে লুঙ্গি বাঁধা। হাদিস নং ৩৫২

^{১১৯}. আ'রাফ- ৭: ৩১

^{১২০}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- মক্কায় ইহরামবিহীন অবস্থায় প্রবেশ জাযিজ। হাদিস নং ১৩৫৮

দলিল: ৩, হাদিস-২

سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْيَسْتَبْرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ

হজরত জাফর ইবনে আমর ইবনে হুরাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ কে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মিন্বরের উপর (উপবিষ্ট) দেখতে পাচ্ছি। আর তিনি পাগড়ীর দুই প্রান্ত কাঁধের মাঝ বরাবর ঝুলিয়ে রেখেছেন।^{১২১}

নোট: উপরোক্ত দুটি হাদিস থেকে জানা গেল, সাধারণ অবস্থায় পাগড়ি পরিধান করা সুন্নাত। কেননা নবিজি ﷺ পরিধান করেছেন।

দলিল: ৪, হাদিস-৩

عن إبراهيم التيمي عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يلبس قَنْسُوءَ بِيضَاءَ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবিজি ﷺ সাদা টুপি পরিধান করতেন।^{১২২}

নোট: এই হাদিস থেকে জানা গেল, সাধারণ অবস্থায় পাগড়ি পরিধান করা সুন্নাত। কেননা নবিজি ﷺ পরিধান করেছেন।

দলিল: ৫, সাহাবা বাণী-১

قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَى الْخَلَاءِ ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ قَنْسُوءٌ بِيضَاءٌ مَزْرُورَةٌ قَالَ الشُّوَرِيُّ: وَالْقَنْسُوءُ بِمَنْزِلَةِ الْعِمَامَةِ

সাহাবা বাণী: আমি হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু আনহুকে দেখেছি- তিনি টয়লেটে গেলেন, সেখান থেকে বের হলেন, তখন তার মাথায় কারুকার্যময় সাদা টুপি ছিল। হজরত সাওরি রাহি। বলেছেন: টুপি পাগড়ির সমতুল্য।^{১২৩}

দলিল: ৬, সাহাবা বাণী-২

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ قَلَنْسُوءَ بِيضَاءَ مِصْرِيَّةَ

সাহাবা বাণী: আমি হজরত আলী বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুনের কাছে মিশরি সাদা টুপি দেখেছি।^{১২৪}

^{১২১}. প্রাপ্তক: হাদিস নং ১৩৫৯

^{১২২}. তাবরানি কাবির; মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে উমর: হাদিস নং ১৩৯২০

^{১২৩}. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- টুপির উপর মাসেহ করা। হাদিস নং ৭৪৫

^{১২৪}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- টুপি পরিধান করা। হাদিস নং ২৪৮৫৫

দলিল: ৭, তাবেয়ি বাণী-১

عَنْ صُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، فَقَدْ عَنَّا إِلَى وَابِصَةٍ، قُلْتُ لِصَاحِبِي: بَيْدًا فَنَنْظُرُ إِلَى دَلِيلِهِ، فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لَا طَيَّةَ دَاخِلَ أَذُنَيْهِ، وَبُرْنُسُ خَزْأَغِيرٍ، وَإِذَا هُوَ مُتَبَدِّلٌ عَلَى عَصَانِي صَلَاتِهِ

তাবেয়ি বাণী: হেলাল ইবনে ইয়াসায়্য রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি যখন শাম (সিরিয়া) দেশের রাক্বা নামক শহরে যাই, তখন আমার কোন একজন সাথী আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, নবিজি ﷺ এর কোন সাহাবির সাথে সাক্ষাতের আহ্বাহ আছে কি? আমি বলি, এটাতো আমার জন্য গনিমত স্বরূপ। তখন তিনি আমাকে ওয়াবিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেদমতে নিয়ে যান। আমি আমার সঙ্গীকে বলি, আমরা প্রথমে বেশভূষার প্রতি নজর করব। আমরা তাঁকে মস্তকের সাথে মিলিত একটি টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাই, যার দুই দিক কানের মত উঁচু ছিল এবং রেশম ও পশম দ্বারা তৈরী ছিল। তিনি (বয়োবৃদ্ধির কারণে) লাঠিতে ভর দিয়ে নামায আদায় করছিলেন।^{১২৫}

দলিল: ৮, তাবেয়ি বাণী-২

عَنِ الْحَكَمِ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا يُصَلِّي فِي بُرْنُسٍ

তাবেয়ি বাণী: হজরত হাকাম রাহি. বলেন, আমি হজরত শুরাইকে দেখেছি লম্বা টুপি পড়ে নামাজ পড়ছেন।^{১২৬}

দলিল: ৯, তাবেয়ি বাণী-৩

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ يُصَلِّي فِي بُرْنُسٍ طَيَّالٍ سَهٍ يَسْجُدُ فِيهِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنُ زَيْدٍ يُصَلِّي فِي بُرْنُسٍ شَامِيٍّ يَسْجُدُ فِيهِ

তাবেয়ি বাণী: হজরত উবাইদুল্লাহ রাহি. বলেন: আমি হজরত আসওয়াদ রাহি.- কে দেখেছি সবুজ রঙ্গের ভারি উলের টুপি পরিধান করে নামাজ পড়ছিলেন। এটি পরিধান করেই সিজদা করছিলেন। আর হজরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজিদ রাহি.-কে দেখেছি সিরিয়ান টুপি পরিধান করে নামাজ পড়ছেন। আর এটি পরিধান করে সিজদা করছেন।^{১২৭}

দলিল: ১০, তাবেয়ি বাণী-৪

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي بُرْنُسٍ وَلَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهُ

^{১২৫}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- লাঠির উপর ভর করে নামাজে দাঁড়ানো। হাদিস নং ৯৪৮

^{১২৬}. মুসনাদে জা'দ: আল-হাকাম শুরাইহ। হাদিস নং ১৬৭

^{১২৭}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- পকেটে হাত রেখে সিজদা করা। হাদিস নং ২৭৩২

খালি মাথায় নামাজ পড়া

তাবেয়ি বাণী: হজরত আসওয়াদকে দেখেছি, তিনি ত্রিকোন বিশিষ্ট উঁচু লম্বা টুপি পরিধান করে সিজদা করছিলেন। আর তা থেকে হাতও বের করছিলেন না।^{১২৮}

দলিল: ১১, তাবেয়ি বাণী-৫

عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّي فِي بُرْئِيسٍ وَلَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهُ

তাবেয়ি বাণী: হজরত সাঈদ ইবনে যুবাইর রাহি.- কে দেখেছি- তিনি ত্রিকোন বিশিষ্ট উঁচু লম্বা টুপি পরিধান করে নামাজ পড়ছিলেন। আর তা থেকে হাত বের করতেন না।^{১২৯}

দলিল: ১২, তাবেয়ি বাণী-৬

عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ

তাবেয়ি বাণী: হজরত হাসান রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি পাগড়ির শিমলার উপর সিজদা করতেন।^{১৩০}

এক আয়াত, তিন হাদিস, দুই সাহাবা বাণী ও ছয়টি তাবেয়ি বাণী দ্বারা প্রমাণ করেছেন, হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: সাধারণ অবস্থায় টুপি পরিধান করা সুন্নাত। আর টুপি পরিধান করে নামাজ পড়াও সুন্নাত। যদিও পুরুষ এতটুকু কাপড় পরিধান করবে, সতর ঢাকা থাকে, তাহলে এতে নামাজ হয়ে যাবে।

^{১২৮}. প্রাণ্ডক্ত: হাদিস নং ২৭৩১

^{১২৯}. প্রাণ্ডক্ত: হাদিস নং ২৭৩৬

^{১৩০}. প্রাণ্ডক্ত: হাদিস নং ২৭৪৯

৯. মহিলা এবং পুরুষের নামাজের মধ্যে পার্থক্য

আহলে হাদিসগণ বলেন: মহিলা এবং পুরুষের নামাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মহিলারা পুরুষের মতই নামাজ পড়বে। যেখানে হানাফি উলামাদের মতে ৭টি জায়গায় মহিলা এবং পুরুষের নামাজের ভিন্নতা রয়েছে।

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

কেউ কেউ বলেন: মহিলারা পুরুষের মতই নামাজ পড়বে। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

দলিল: ১, হাদিস-১

قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحَيِثِثِ أَنِّي سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ،

فَأَقِمْوهُمْ وَعَلَيْهِمْ وَمَرْؤُهُمْ— وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا— وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُنِ أَصْلِي

হজরত মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা সমবয়সী একদল যুবক নবিজি ﷺ এর কাছে হাজির হলাম। ... তারপর তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের সঙ্গে বসবাস কর। আর তাদের (দীন) শিক্ষা দাও। আর (সৎকাজের) নির্দেশ দাও। (বর্ণনাকারী বলেন) মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন যা আমার মনে আছে বা মনে নেই। ...তারপর নবিজি ﷺ বলেছিলেন: তোমরা আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছ সেভাবে নামায আদায় করবে।^{১০১}

নোট: এখানে- وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُنِ أَصْلِي তথা “তোমরা আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছ সেভাবে নামায আদায় করবে।” এর মধ্যে মহিলা-পুরুষ উভয়কেই নির্দেশ দিয়েছেন নবিজি ﷺ এর মত নামাজ পড়ার। এজন্য উভয়ের নামাজ এক রকমই হওয়া উচিত।

দলিল: ২, সাহাবা বাণী -১

وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جَلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ قَفِيهَةً

সাহাবা বাণী: হজরত উম্মে দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নামাজে পুরুষের মত বসতেন, তিনি ছিলেন দীন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানী।^{১০২}

^{১০১}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- মুসাফিরদের জামাআত হলে আযান ও ইকামত দেওয়া; আরারফা ও মুযদালিফার হুকুম ও অনুরূপ এবং প্রাচীণ শীতের রাতে ও বৃষ্টির সময় মুযাজ্জিনের এ মর্মে ঘোষণা করা যে, “আবাস স্থলেই নামায”। হাদিস নং ৬৩১

^{১০২}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- তাশাহহুদে বসার পদ্ধতি। হাদিস নং ৮২৭

মহিলা এবং পুরুষের নামাজের মধ্যে পার্থক্য

এক হাদিস এবং এক সাহাবা বাণী থেকে প্রমাণিত হল, মহিলাদের নামাজ পুরুষের নামাজের মতই।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

আহনাফের অভিমত হল: মহিলাদের জন্য সতর ঢেকে রাখা অধিক উত্তম। এজন্য যেখানে-যেখানে সম্ভব হয় সতর ঢেকে রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য মহিলাদের নামাজে সাত জায়গায় পুরুষের নামাজের চেয়ে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

দলিল: ১, হাদিস-১

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تَصَلِّيَانِ فَقَالَ: إِذَا سَجَدْتُمَا فَطُأْبِخَا بَعْضُ اللِّحْمِ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَيْسُتُ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ

হজরত ইয়াযীদ ইবন আবু হাবীব (মৃ: ১২৮ হি.) বলেন: রাসুল ﷺ দুইজন নামাজ আদায়কারী মহিলার পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি তাদের বলেন: তোমরা যখন সিজদা করবে তখন তোমাদের দেহের কিছু মাংস মাটির সাথে মিলিয়ে দেবে। কারণ মহিলা এই বিষয়ে পুরুষের মতো নয়। ১৩০

দলিল: ২, তাবেয়ি বাণী-১

قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا بِالشَّيْءِ كَالرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا تَرْتَفِعُ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرَّجُلِ، وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جَدًّا، وَجَعَلَهُمَا إِلَيْهِ جَدًّا، وَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ هَيْئَةً لَا تَيْسُتُ لِلرَّجُلِ، وَإِنْ تَرَكْتَ ذَلِكَ فَلَا حَرَجَ

তাবেয়ি বাণী: আমি হজরত আতা রাহি.-কে জিজ্ঞেস করলাম: মহিলারা কি তাকবিরের তাহরিমায় পুরুষের মত ইশারা করবে? তিনি বললেন: তারা তাকবিরের মধ্যে পুরুষের মতো হাত উঠাবে না। তারপর আতা রাহি. ইশারা করলেন, উভয় হাতকে অনেক নিচে রাখলেন। আর উভয় হাতকে নিজের দিকে বেশি একত্রিত করলেন (অর্থাৎ পুরুষের মতো কান পর্যন্ত উঠাননি, তাহরিমা বেঁধে ফেললেন)। তারপর বললেন: মহিলাদের অবস্থা পুরুষদের মত নয়। মহিলা যদি পুরুষের অবস্থাকে ছেড়ে দেয়, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। ১৩৪

১৩০. সুনানে বাইহাকি: পরিচ্ছেদ- মেয়েদের সিজদার পদ্ধতি। হাদিস নং ৩২০১

১৩৪. মুসান্নাফে ইবনে শাইবা: পরিচ্ছেদ- মহিলারা নামাজ শুরু করার সময় কতটুকু পর্যন্ত উঠাবে। হাদিস

মহিলা এবং পুরুষের নামাজের মধ্যে পার্থক্য

সাত জায়গায় মহিলা আর পুরুষের মধ্যে পার্থক্য হবে

পার্থক্য-১: পুরুষ তাকবিরে তাহরিমার জন্য হাত ওঠাবে কান পর্যন্ত। আর মহিলারা হাত ওঠাবে বুক পর্যন্ত।

দলিল: ৩, হাদিস-২

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِمَا فِي الصَّلَاةِ إِلَى شَحْبَةِ أُذُنَيْهِ
হজরত আবদুল জারীর ইবনে ওয়ায়িল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত,
তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে তাকবির বলার সময় তাঁর উভয় হাতের
বৃদ্ধাংগুলী কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি।^{১৩৫}

দলিল: ৪, হাদিস-৩

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ إِذَا صَلَّيْتَ فَأَجْعَلْ يَدَيْكَ حِدَاءَ أُذُنَيْكَ وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا
حِدَاءَ شَدْيِيهَا

নবিজি ﷺ আমাকে বলেছেন: হে ওয়ায়িল ইবন হজর, তুমি যখন নামাজ
আদায় করবে তখন তোমার দুই হাত তোমার দুই কানের সমান্তরালে রাখবে।
আর মহিলারা তার দুই হাত তার দুইস্তনের সমান্তরালে রাখবে।^{১৩৬}

দলিল: ৫, তবেয়ি বাণী-২

قَالَ: سَبَعْتُ عَطَاءَ، سَمِعْتُ مِنَ الْمَرْأَةِ: كَيْفَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: حَذَوُ شَدْيِيهَا

তবেয়ি বাণী: আমি হজরত আতা রাহি. থেকে শুনেছি, মহিলাদের সম্পর্কে তাকে
জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তারা নামাজের মধ্যে তাদের কিভাবে হাত ওঠাবে?
তিনি উত্তরে বলেছেন, দুইস্তনের সমান্তরালে ওঠাবে।^{১৩৭}

পার্থক্য-২: পুরুষ ফাকা রেখে রুকু-সিজদা করবে। যেখানে মহিলা রুকু-সিজদা
করবে জড়সড় হয়ে। কেননা এটি তাদের সতরের জন্য অধিক উপযোগী।

দলিল: ৬, তবেয়ি বাণী-৩

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجْتَبِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا وَتَجْتَبِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ فَإِذَا
سَجَدَتْ فَلْتَضُمَّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا وَتَضُمَّ بَطْنَهَا وَصَدْرُهَا إِلَى فَخْذِهَا وَتَجْتَبِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ

তবেয়ি বাণী: হজরত ইবনে জুরাইজ হজরত আতা রাহি. থেকে বর্ণনা করেছেন।
হজরত আতা রাহি. বলেছেন: মহিলা যখন রুকু করবে, তখন গুটিয়ে

^{১৩৫}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- নামাজ শুরু করার বর্ণনা। হাদিস নং ৭৩৭

^{১৩৬}. তাবরানি কাবির: খণ্ড- ২২: উম্মে ইয়াহইয়া বিনতে আবদুল জাক্বার। হাদিস নং ২৮

^{১৩৭}. মুসান্নাফে ইবনে শাইবা: পরিচ্ছেদ- মহিলারা নামাজ শুরু করার সময় কতটুকু পর্যন্ত উঠাবে।

হাদিস নং ২৪৭১

মহিলা এবং পুরুষের নামাজের মধ্যে পার্থক্য

যাবে। পুরো পিঠ সোজা না করে সামান্য নত হয়ে রুকু করবে। তাকবিরের জন্য স্বীয় হাতকে পেট পর্যন্তই ওঠাবে এবং যতটুকু সম্ভব নিজেকে গুটিয়ে নামাজ আদায় করবে। আর যখন সিজদায় যাবে তখন নিজের হাতকে শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখবে। পেট এবং বুক রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। আর যতটুকু সম্ভব গুটিয়ে থাকবে।^{১৩৮}

দলিল: ৭, তাবেয়ি বাণী-৪

عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ الْمَرْءُ أَفْوَاهُهَا تَضَعُ مَا اسْتَطَاعَتْ وَلَا تَتَجَأَى لَكِنِ لَا تَرْفَعُ عَجِيزَتَهَا

তাবেয়ি বাণী: হজরত হাসান এবং হজরত কাতাদাহ রাহি. বলেছেন: মহিলা যখন সিজদা করবে তখন যতটুকু সম্ভব নিজেকে গুটিয়ে নেবে। খোলামেলা সিজদা করবে না। যেন সিজদাতে তার নিতম্ব উঁচু না হয়ে যায়।^{১৩৯}

পার্থক্য-৩: সিজদার সময় নিজের হাত এবং পেটকে রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। পুরুষের ন্যায় খোলাখুলি রাখবে না। যেখানে পুরুষ সামান্য খোলা রাখবে।

দলিল: ৮, তাবেয়ি বাণী-৫

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَتْ تُؤْمَرُ الْمَرْءُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَهَا وَيُطْنِهَا عَلَى فَخْذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ وَلَا تَتَجَأَى كَمَا

يَتَجَأَى الرَّجُلُ، لَكِنِ لَا تَرْفَعُ عَجِيزَتَهَا

তাবেয়ি বাণী: হজরত ইবরাহিম নাখয়ি রাহি. বলেছেন: মহিলা যখন সিজদা করবে, তখন তাদের হাতের বাজু এবং পেটকে রানের উপরে রাখবে। পুরুষের মতো খোলাখুলি রাখবে না। যেন সিজদাতে তাদের নিতম্ব উঁচা না হয়ে যায়।^{১৪০}

দলিল: ৯, সাহাবা বাণী-১

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ الْمَرْءُ أَفْوَاهُهَا تَضَعُ فَخْذَيْهَا وَيُطْنِهَا

সাহাবা বাণী: হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: মহিলা যখন সিজদা করবে, তখন গুটিয়ে যাবে এবং নিজের রানকে পেটের সাথে মিলিয়ে রাখবে।^{১৪১}

^{১৩৮}. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- মহিলাদের তাকবিরের সময় হাত উঠানো, দাঁড়ানো এবং রুকু-সিজদার পদ্ধতি। হাদিস নং ৫০৬৯

^{১৩৯}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৫০৬৮

^{১৪০}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৫০৭১

^{১৪১}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৫০৭২

মহিলা এবং পুরুষের নামাজের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্য-৪: দুই সিজদার মাঝখানে পুরুষ ডান পা খাড়া রাখবে এবং বাম পায়ের পাতার উপর বসবে। কিন্তু মহিলা উভয় পা-কে ডান দিকে বের করে জমিনের উপর নিতম্ব রেখে বসবে। অর্থাৎ নিতম্বের উপর বসবে। এটাই তার জন্য সহজ। বিশেষ করে গর্ভাবস্থায়।

দলিল: ১০, তাবেয়ি বাণী-৬

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُتَوَكِّكَةً عَلَى شِقِّهَا الْيَسَرِ وَجُلُوسُهَا لِلشَّهْدِ مُتَرَبِّعَةٌ

তাবেয়ি বাণী: হজরত কাতাদাহ রাহি. বলেছেন: মহিলা দুই সিজদার মাঝখানে বাম দিকের নিতম্বের উপর বসবে। আর তাশাহহুদের জন্য তার বসাটা হল পল্টি মেরে বসবে।^{১৪২}

দলিল: ১১, তাবেয়ি বাণী-৭

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَوُمُّ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ مَشْنَى أَنْ تَضُمَّ فَخَذَيْهَا مِنْ جَانِبٍ

তাবেয়ি বাণী: হজরত ইবরাহিম নাখয়ি রাহি. বলেছেন: মহিলারা নামাজে দুই রানকে মিলিয়ে এক পাশে করে বসবে।^{১৪৩}

পার্থক্য-৫: পুরুষ যদি দুইয়ের অধিক হয়, তাহলে তার ইমাম সামনে দাঁড়াবে। যেখানে মহিলা যদি ইমাম হয়, তাহলে সে কাতারের মাঝে দাঁড়াবে।

দলিল: ১২, তাবেয়ি বাণী-৮

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: تَوُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخْرِجَ أَمَامَهُنَّ، وَلَكِنْ تَحْذِي بِهِنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَالنَّطْوِمْ قُلْتُ: وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُنَّ صَفَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ: وَأَنْ تَقُومَ وَسَطَهُنَّ

তাবেয়ি বাণী: হজরত ইবনে জুরাইজ রাহি. বলেন: মহিলা মহিলাদের ইমামত এমনভাবে করবে, তাদের মহিলা ইমাম কাতারের বাহিরে যাবে না। কিন্তু ফরজ এবং নফল নামাজে বরাবর দাঁড়াবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম যদি অধিক সংখ্যক মহিলা হয় এমনকি দুই কাতার কিংবা তারও অধিক হয় তখনও? তিনি বলেন: তখনও মহিলা ইমাম কাতারের মাঝখানে দাঁড়াবে।^{১৪৪}

^{১৪২} মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- নামাজে মহিলাদের বসার পদ্ধতি। হাদিস নং ৫০৭৫

^{১৪৩} প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৫০৭৭

^{১৪৪} প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৫০৮০

মহিলা এবং পুরুষের নামাজের মধ্যে পার্থক্য

দলিল: ১৩, সাহাবা বাণী-২

عَنْ حُجْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ قَالَتْ: أَمَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَتْ بَيْنَنَا

সাহাবা বাণী: হজরত হুজাইর বিনতে হুসাইন বলেন: হজরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা আসরের নামাজে আমাদের ইমামতি করেছেন। আর তখন তিনি আমাদের মাঝখানেই দাঁড়িয়েছেন।^{১৪৫}

পার্থক্য-৬: পুরুষের কাতার সামনে হবে এবং মহিলাদের কাতার বাচ্চাদের কাতারেরও পেছনে হবে।

দলিল: ১৪, হাদিস-৪

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُولُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا،

وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أُولُهَا

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ বলেছেন: পুরুষদের কাতারের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হল প্রথম কাতার এবং সর্বনিকৃষ্ট হচ্ছে শেষ কাতার। আর স্ত্রী লোকদের কাতারের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে শেষ কাতার (যা পুরুষের কাতার হতে দূরে থাকে) এবং সর্বনিকৃষ্ট হলো প্রথম কাতার (যদি পুরুষদের কাতারের কাছাকাছি হয়)।^{১৪৬}

দলিল: ১৫, হাদিস-৫

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَتَبِعِي فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمِّي أُمُّ سَلَمَةَ خَلْفَنَا

হজরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার আমাদের ঘরে আমি ও একটি ইয়াতিম ছেলে নবিজি ﷺ এর পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলাম। আর আমার মা উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা আমাদের পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন।^{১৪৭}

পার্থক্য-৭: পুরুষের ফরজ নামাজের জন্য জামাত আবশ্যিক। আর মহিলাদের জন্য ঘরে নামাজ আদায় করা উত্তম।

^{১৪৫}. প্রাপ্তকৃত: হাদিস নং ৫০৮২

^{১৪৬}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- কাতার সোজা করা ও মিশে দাঁড়ানো, ত্রুমানুসারে প্রথম কাতারের ফজিলত, প্রথম কাতারে দাঁড়বার জন্য প্রতিযোগিতা করা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের পক্ষে ইমামের নিকট ও সামনের কাতারে দাঁড়বার বিধান। হাদিস নং ৪৪০

^{১৪৭}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- মহিলা একজন হলেও ভিন্ন কাতারে দাঁড়াবে। হাদিস নং ৭২৭

মহিলা এবং পুরুষের নামাজের মধ্যে পার্থক্য

দলিল: ১৬, হাদিস-৬

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الصَّلَاةُ جَمَاعَةٌ تَعْدِلُ خُسًا وَعُشْرَيْنَ صَلَاةً فَإِذَا صَلَّاهُنَّ فَلَا تَقْلَمَنَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَّغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً

হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ বলেছেন: জামাআতের সাথে এক ওয়াক্তের নামাজ একাকী পঁচিশ ওয়াক্ত নামাজ (আদায়ের) সমতুল্য। যখন কোন ব্যক্তি মাঠে বা বনভূমিতে সঠিকভাবে রুকু-সিজদা সহকারে নামাজ আদায় করবে, তখন সে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সমান সাওয়াব পাবে।^{১৪৮}

দলিল: ১৭, হাদিস-৭

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেন: মহিলাদের ঘরে নামাজ আদায় করা বৈঠকখানায় নামাজ আদায় করার চাইতে উত্তম। মহিলাদের সাধারণ থাকার ঘরে নামাজ আদায় করার চেয়ে গোপন প্রকোষ্ঠে নামাজ আদায় করা অধিক উত্তম।^{১৪৯}

সাত হাদিস, দুই সাহাবা বাণী ও আট তাবেয়ি বাণী থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, মহিলা এবং পুরুষের নামাজের মধ্যে সাতটি পার্থক্য রয়েছে।

^{১৪৮}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়ার ফজিলত। হাদিস নং ৫৬০

^{১৪৯}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে কঠোরতা সম্পর্কে। হাদিস নং ৫৭০

দুই ওয়াক্তের নামাজকে একত্রে আদায় করা

১০. দুই ওয়াক্তের নামাজকে একত্রে আদায় করা

আহনাফের মতে দুই ওয়াক্তের নামাজকে একই ওয়াক্তে একত্রিত করে আদায় করা জায়েজ নেই। চাই তা সফরে হোক, বা বাড়িতে হোক। শুধু মুজদালিফা এবং আরাফাতে কিছু শর্তসাপেক্ষে একত্রিত করা জায়েজ।

আর যে সকল হাদিসে একত্রিত করার কথা এসেছে, সেগুলোর ব্যাখ্যা হল যেমন জোহরের নামাজকে তার শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করেছে। আসরের নামাজকে তার শুরু ওয়াক্তে ত্বরান্বিত করেছে। আর উভয় নামাজকেই তার নিজ নিজ ওয়াক্তেই আদায় করেছে। শুধু বাহ্যিকভাবে একত্রিত করা দৃষ্টিগোচর হয়েছে। যেখানে অন্যান্যদের মতে সফরে প্রকৃতাৰ্থেই একত্রিত করা অর্থাৎ জোহরের নামাজকে আসরের নামাজের ওয়াক্তে এবং আসরের নামাজকে জোহরের নামাজের ওয়াক্তে আদায় করা জায়েজ।

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস
আহলে হাদিস অনুসারীদের অভিমত অনুযায়ী সফরে বাস্তবেই একত্রিত করা জায়েজ। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

হাদিস-১

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ
وَقَتِ الْعَصْرِ يُجْبِئُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا رَأَتْ صَلَّيَ الطُّهْرَتُمُ رَكِبَ

হজরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত (পূর্ব পর্যন্ত) জোহর বিলম্বিত করতেন। উভয় নামাজ একত্রে আদায় করতেন। আর (সফর শুরু করার আগেই) সূর্য ঢলে গেলে জোহর আদায় করে নিতেন। এরপর (সফরের উদ্দেশ্যে) আরওহণ করতেন।^{১৫০}

হাদিস-২

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَوَيْغِ الشَّمْسِ آخِرَ
الظُّهْرِ لِيَأْجِبَ إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَوَيْغِ الشَّمْسِ عَجَلَ الْعَصْرَ إِلَى الطُّهْرِ وَصَلَّ

^{১৫০}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফরে রওয়ানা হলে জোহরের নামাজ আসরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা। হাদিস নং ১১১১

দুই ওয়াক্তের নামাজকে একত্রে আদায় করা

الْظُّهْرُ وَالْعَصْرُ جَمِيعًا سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْغُرُبِ أَخَّرَ الْغُرُبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْغُرُبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْغُرُبِ

হজরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তাবুক যুদ্ধের সফরকালে রাসুল ﷺ সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার আগে যাত্রা করতেন তবে জোহরের নামাজ বিলম্ব করে আসরের সঙ্গে মিলিয়ে দিতেন। উভয় নামাজ একত্রে আদায় করতেন। আর সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর যাত্রা করলে আসরের নামাজ জোহরের ওয়াক্তে এগিয়ে নিয়ে আসতেন। আর যোহর ও আসর একসঙ্গে আদায় করতেন। এরপর গন্তব্য স্থানের দিকে চলতেন। এমনভাবে তিনি যদি মাগরিবের পূর্বে যাত্রা করতেন, তবে মাগরিবের নামাজ বিলম্ব করতেন। তা এশার সঙ্গে একসাথে আদায় করতেন। আর যদি মাগরিবের পর যাত্রা করতেন, তবে এশার নামাজ ত্বরান্বিত করতেন। আর তা মাগরিবের সঙ্গে আদায় করতেন।^{১৫১}

হাদিস-৩

عَنْ ابْنِ عُمرَ أَنَّهُ اسْتَفْثَيْتَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ فَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ فَأَخَّرَ الْغُرُبَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ فَجَعَلَ يَبَيِّنُهَا لَهُمْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ

হজরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার তাঁর পরিবারের জনৈক সদস্যের বিপদে সাড়া দিতে গিয়ে তাঁকে দ্রুত সফরে যেতে হয়েছিল। তখন তিনি মাগরিবের নামাজ আদায় করতে এত বিলম্ব করলেন, শাফাক (সূর্যাস্তের পরবর্তী লালিমা) অন্তিমিত হয়ে গেল। পরে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে এশা ও মাগরিব একত্রে মিলিয়ে আদায় করলেন। আর বললেন: রাসুল ﷺ এর যখন সফরে তাড়াহুড়া থাকত, তখন এইরূপ করতেন।^{১৫২}

হাদিস-৪

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبَيِّنُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَيَبَيِّنُ الْغُرُبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ قَالَ: فَقِيلَ لِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, কোনরূপ বিপদাশংকা বৃষ্টির ওজর ব্যতিরেকে মদিনায় থাকা অবস্থায় রাসুল ﷺ জোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামাজ একত্রে আদায়

^{১৫১}. সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রে আদায় করা। হাদিস নং ৫৫৩

^{১৫২}. প্রাণ্ডক্ত: হাদিস নং ৫৫৫

দুই ওয়াক্তের নামাজকে একত্রে আদায় করা

করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হল রাসূল ﷺ এর এরূপ করার উদ্দেশ্য কি ছিল? তিনি বললেন উম্মতের যেন কোন অসুবিধা না হয় তাই তিনি চাচ্ছিলেন।^{১৫৩}

হাদিস-৫

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّعَةِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ যখন সফর অবস্থায় দুই নামাজ একত্রে আদায় করার ইচ্ছা করতেন, তখন জোহরের নামাজ আসরের প্রথম ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। এরপর উভয় নামাজ একত্রে আদায় করতেন।^{১৫৪}

হাদিস-৬

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ

হজরত সালিম রাহি. তার পিতা (ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এর যখন সফরে কোন তাড়াছড়া থাকত তখন তিনি মাগরিব ও ইশার নামাজ একত্রে আদায় করতেন।^{১৫৫}

হাদিস-৭

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا قُلْتُ: يَا أَبَا السَّعْدَاءِ أَظَنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ قَالَ: وَأَنَا أَظَنُّهُ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ এর সঙ্গে আট রাকাত একত্রে জোহর ও আসরের এবং সাত রাকাত একত্রে মাগরিব-ইশার নামাজ আদায় করেছি। (তাই সে ক্ষেত্রে জোহর ও মাগরিবের পর সুন্নত আদায় হয়নি।) আমার রাহি. বলেন: আমি বললাম, হে আবুশ শা'সা! আমার ধারণা, তিনি জোহর শেষ

^{১৫৩}. সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- মুকিম অবস্থায় দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রে আদায় করা। হাদিস নং ৫৫৩

^{১৫৪}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- সফরে দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রে আদায় করার বৈধতা। হাদিস নং ৭০৪

^{১৫৫}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রে আদায় করার বিধান কি? হাদিস নং

দুই ওয়াক্তের নামাজকে একত্রে আদায় করা

ওয়াক্তে এবং আসর প্রথম ওয়াক্তে আর ইশা প্রথম ওয়াক্তে ও মাগরিব শেষ ওয়াক্তে আদায় করেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমিও তাই মনে করি।^{১৫৬} এই সাত হাদিস থেকে অন্যান্য কিছু সংখ্যক আলেম প্রমাণ করেন, জোহর এবং আসর, এমনিভাবে মাগরিব এবং ইশার নামাজ প্রকৃতার্থে একত্র করা জায়েজ।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস
মাবসুতের এই ইবারত বা মূলপাঠে দেখুন...। বাহ্যিক একত্র তো করতে পারবে। সফরে প্রকৃত একত্রিকরণ করতে পারবে না। শুধু আরাফা এবং মুযদালিফায় হাদিসের কারণে প্রকৃত একত্রিকরণ জায়েজ।

قلت: رأيت هل يجتمع بين الصلاتين إلا في عرفة ويجمع بينهما بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر ما خلا عرفة والمزدلفة. قلت: رأيت المسافرين إذا صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المغرب والعشاء؟ قال: نعم.

وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ إِلَّا فِي السَّعْيِ وَالْإِثْمِ بِعُدْوَانٍ مَعْدَا عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةَ. كَذَلِكَ الْمَجِيطُ
অর্থ: আমি জিজ্ঞেস করলাম: আপনি কি মনে করেন। আরাফাহ ও মুযদালিফা ছাড়া দুই ওয়াক্তের নামাজ একসাথে জামাতে পড়া যাবে? তিনি উত্তরে বললেন: না। আরাফা ও মুযদালিফা ছাড়া একই সময়ে সফরে কিংবা বাড়িতে কোথাও দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়া যাবে না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম: আপনি কি মনে করেন যদি মুসাফির জোহরের নামাজ পড়ল শেষ সময় আর আসরের নামাজ পড়ল শুরু সময়, এভাবে কি দুই ওয়াক্তের নামাজকে একত্রিত করা যাবে? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন: হ্যাঁ! যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: এভাবে কি মাগরিবের নামাজ এবং ইশার নামাজও একত্রিত করা যাবে? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন: হ্যাঁ! যাবে।^{১৫৭}

আর কোনো ওজর থাকলেও আরাফা ও মুযদালিফা ছাড়া দুই ওয়াক্তের নামাজকে একই ওয়াক্তে একত্রিত করবে না, সফরেও না বাড়িতেও না। যেমনটি রয়েছে মুহীতে।^{১৫৮}

^{১৫৬}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- ফরজের পর নফল নামাজ আদায় না করা। হাদিস নং ১১৭৪

^{১৫৭}. মাবসুত: ইমাম শাইবানি- ১/১২৪

^{১৫৮}. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: পরিচ্ছেদ- ঐ সময়ের বর্ণনা যে সময়ে নামাজ জায়েয নেই এবং মাকরুহ হয়। প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫২

দুই ওয়াক্তের নামাজকে একত্রে আদায় করা

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস হল—

দলিল: ১, আয়াত-১

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا “নিশ্চয় নামাজ মুসলমানদের উপর তার নির্ধারিত সময়ে ফরজ।”^{১৫৯}

দলিল: ২, আয়াত-২

فَوَيْلٌ لِلْبَصَلِيِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

“অতএব দুর্ভোগ সেই নামাজীদের জন্য, যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে উদাসীন।”^{১৬০}

নোট: হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ এই দুই আয়াতের ব্যাপারে অনেক সতর্ক। এজন্য দুই ওয়াক্তের নামাজকে একত্র করে না।

দলিল: ৩, হাদিস-১

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِبَيْعَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ: صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ مَيْدٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে কোন নামাজ তার নির্ধারিত ওয়াক্ত ছাড়া আদায় করতে দেখিনি। তবে মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামাজ ব্যতিক্রম। আর পরবর্তী ভোরে ফজরের নামাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অর্থাৎ ওয়াক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করেছেন।^{১৬১}

দলিল: ৪, হাদিস-২

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِبَيْعَاتِهَا إِلَّا بِالنُّزُلَةِ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ مَيْدٍ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا وَقَالَ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا الَّذِي كَانَ يُصَلِّيَهَا فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে কোন নামাজ তার নির্ধারিত ওয়াক্ত ছাড়া আদায় করতে দেখিনি। তবে মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামাজ ব্যতিক্রম। আর পরবর্তী ভোরে

^{১৫৯}. নিসা- ৪: ১০৩

^{১৬০}. মাউন- ১০৭: ৪-৫

^{১৬১}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- কুরবানীর দিন, মুযদালিফায় ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই ফজরের নামাজ আদায় করা মুস্তাহাব। হাদিস নং ১২৮৯

দুই ওয়াক্তের নামাজকে একত্রে আদায় করা

ফজরের নামাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অর্থাৎ ওয়াক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করেছেন। হজরত সুফিয়ান বলেন অন্যান্য দিন যে সময়ে পড়তেন, তার আগেই পড়েছেন।^{১৬২}

দলিল: ৫, হাদিস-৩

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْسٌ فِي التَّوَمُّ تَغْرِيطُ إِنْبَا التَّغْرِيطُ فِي الْيَقْظَةِ أَنْ تُؤَخَّرَ صَلَاةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى

হজরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন: ঘুমের কারণে নামাজ কাজা হলে অন্যায় নয়; বরং জাযত অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ এত বিলম্বে আদায় করা অন্যায়, যাতে অন্য ওয়াক্ত উপনীত হয়।^{১৬৩}

দলিল: ৬, হাদিস-৪

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَذْرٍ فَقَدْ آتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكِبَائِرِ

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ বলেছেন: ওজর ছাড়া কেউ যদি দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রে করে, তবে সে কবিরার গুনাহের দ্বারগুলির একটি দ্বারে পদার্পণ করল।^{১৬৪}

দলিল: ৭, হাদিস-৫

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كُنْتَ عَلَيْكَ أَمْرًا يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا - أَوْ - يُبَيِّتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا - قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي - قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَرَّبَتْهَا، فَإِنْ أَدْرَكَتْهَا مَعَهُمْ، فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ

হজরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ আমাকে বললেন: যখন তোমার উপর এমন সব আশীরা হবেন, যারা নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে নামাজ আদায় করবে। অথবা নামাজের সময় শেষ করে

^{১৬২} মুসনাদুল হুমাইদি: পরিচ্ছেদ- হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসসমূহ। হাদিস নং ১১৪

^{১৬৩} সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- নামাজের সময় ঘুমিয়ে থাকলে বা ভুলে গেলে কি করতে হবে? হাদিস নং ৪৪১

^{১৬৪} সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- মুকিম অবস্থায় দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রে আদায় করা। হাদিস নং ১৮৮

দুই ওয়াক্তের নামাজকে একত্রে আদায় করা

নামাজ আদায় করবে তখন তুমি কি করবে? আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি বললাম, আপনি আমাকে কি করতে বলেন? রাসুল ﷺ বললেন: তুমি নামাজ যথা সময়ে আদায় করে নিবে। তারপর তাদের সঙ্গে যদি পাও, তবে তুমি আবার আদায় করে নিবে এবং তা হবে তোমার জন্য নফল।^{১৬৫}

নোট: এই হাদিসে দেখুন নামাজকে নিজ ওয়াক্তেই আদায় করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

দলিল: ৮, হাদিস-৬

عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ﷻ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَفْتِهَا

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ...আমি রাসুল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়? তিনি বললেন: যথাসময়ে নামাজ আদায় করা (আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় আমল)।^{১৬৬}

দলিল: ৯, হাদিস-৭

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَسُ بْنُ سَجْدَةَ وَنَحْنُ سَبْعَةٌ رَهْطٌ، أَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَرَبِ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْمَوَالِ، فَجَلَسَ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا قَالَ رَبُّكُمْ ﷻ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لَوْ قُتِلَ وَلَمْ يَذَرْهَا اسْتِخْفَافًا بِهَا لَقِيَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عِنْدِي عَهْدٌ أَذْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا لَوْ قُتِلَ وَتَرَكَهَا اسْتِخْفَافًا بِهَا لَقِيَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَإِنْ شِئْتُ عَفَوْتُ لَهُ

হজরত কা'ব বিন উজরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: মসজিদে আমাদের কাছে নবিজি ﷺ তাশরিফ আনলেন। আমরা ছিলাম সাত গোত্রের লোক। চার গোত্র ছিল আরব আর তিন গোত্র ছিল মাওয়ালির। নবিজি ﷺ বসলেন এবং বললেন: তোমাদের কি জানা আছে তোমাদের রব কি বলেছেন? আমরা বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। তারপর নবিজি ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি নামাজকে তার নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করল, আর হালকা মনে করে তা ছেড়ে দেয়নি, কাল কিয়ামতের দিন সে আমার সাথে মিলিত হবে।

^{১৬৫}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- নামাযের বৈধ সময় থেকে বিলম্বে নামায আদায় মাকরুহ আর ইমাম বিলম্ব করলে মুক্তাদী কি করবে? হাদিস নং ৬৪৮

^{১৬৬}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- যথা সময়ে নামাজ আদায়ের ফীজলত। হাদিস নং ৫২৭

দুই ওয়াক্তের নামাজকে একত্রে আদায় করা

তার সাথে আমার অঙ্গিকার হল, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি নামাজকে তার নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করল না, আর হালকা মনে করে তা ছেড়ে দিল, কাল কিয়ামতের দিন সে আমার সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হবে, তার সাথে আমার কোন অঙ্গিকার নেই। আমি চাইলে তাকে শাস্তি দেব এবং চাইলে তাকে ক্ষমা করে দেব।^{১৬৭}

নোট: এই ওয়াক্তমত নামাজ আদায়ের প্রতি কত কঠিন গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

দলিল: ১০, হাদিস-৮

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لَوِ تَقْتَرِفُ فِيهَا إِنْ أَدْرَكَتِ الْإِمَامَ يُصَلِّي بِهِمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَقَدْ أَخْرَجْتَ صَلَاتَكَ وَالْأَفْهَى نَافِلَةٌ لَكَ

হজরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেছেন: তুমি সময়মত তোমার নামাজ আদায় করবে। আর যদি ইমামকে তাদের নিয়ে নামাজ আদায় করতে দেখ, তাহলে তাদের সাথে নামাজ আদায় করবে। যদি তুমি নামাজ (একাকী) আদায় না করে থাক, তাহলে এটাই হবে তোমার নামাজ, নতুবা তা হবে তোমার জন্য নফল।^{১৬৮}

দলিল: ১১, হাদিস-৯

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُؤَخِّرُ الطَّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ فِي السَّفَرِ

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ সফরে জোহরের নামাজকে বিলম্ব করতেন। আর আসরের নামাজকে ত্বরান্বিত করতেন (দুটিকে মিলিয়ে আদায় করে নিতেন)। মাগরিবের নামাজকে বিলম্ব করতেন, ইশার নামাজকে ত্বরান্বিত করতেন (দুটিকে মিলিয়ে আদায় করে নিতেন)।^{১৬৯}

^{১৬৭}. তাবরানি কাবির: আমিরুশ-শা'বি কা'ব বিন উজরাহ। হাদিস নং ৩১৩

^{১৬৮}. সুনানে ইবনে মাজাহ: পরিচ্ছেদ- নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদায় না করে বিলম্ব করা প্রসঙ্গে। হাদিস নং ১২৫৬

^{১৬৯}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: সফর অবস্থায় দুই ওয়াক্তের নামাজকে একত্র করা প্রসঙ্গে। হাদিস নং ৮২৩৮

দুই ওয়াক্তের নামাজকে একত্রে আদায় করা

দলিল: ১২, সাহাবা বাণী-১

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَسَعْدٌ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يَجِبُهُمُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَيِّنُ الطُّهْرِ وَالْعَصْرِ
يُؤَخَّرُ مِنْ هَذِهِ وَيُعْجَلُ مِنْ هَذِهِ وَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَيُؤَخَّرُ الْغُرْبُ وَيُعْجَلُ الْعِشَاءُ ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا
جَمِيعًا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ

সাহাবা বাণী: হজরত আবু উসমান রাহি. বলেন: আমি এবং সা'দ মক্কাতুল মুকাররামার থেকে বের হলাম। তখন জোহর এবং আসর উভয় নামাজকে এভাবে একত্র করছিলাম, জোহরের নামাজকে বিলম্ব করে আসরের নামাজকে ত্বরান্বিত করে উভয়টি মিলিয়ে পড়ে নিতাম। এমনভাবে মাগরিবের নামাজকে বিলম্ব করে ইশার নামাজকে ত্বরান্বিত করে উভয়টিকে মিলিয়ে পড়ে নিতাম। মক্কায় ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা এমনটিই করলাম।^{১৭০}

নোট: এই এক হাদিস ও এক সাহাবা বাণীতে এসেছে জোহরকে আসরের ওয়াক্তে পড়তেন না; বরং জোহরকে বিলম্ব করে নিজ ওয়াক্তে এবং আসরকে তার নির্ধারিত ওয়াক্তেই ত্বরান্বিত করে বাহ্যিক একত্র করেছেন। হানাফি মাজহাব অনুসারীগণও এই বাহ্যিক একত্র করার প্রবক্তা।

হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ দুই আয়াত, নয় হাদিস ও এক সাহাবা বাণী দ্বারা প্রমাণ করে, সফর অবস্থায়ও প্রকৃতার্থে একত্র করা ঠিক নয়। তবে বাহ্যিকভাবে একত্র করবে। তবে হ্যাঁ হাদিসের ভিত্তিতে আরাফা এবং মুয়দালিফায় প্রকৃতার্থে একত্র করা জায়েজ আছে। মূলত হানাফি মাজহাব হল শ্রেষ্ঠত্বের মাজহাব এবং কোন অবস্থাতেই আয়াতকে ছাড়তে চান না।

^{১৭০} প্রাণ্ডক্ত: হাদিস নং ৮২৩৪

সুতার মোজার উপর মাসেহ করা কেমন?

১১. সুতার মোজার উপর মাসেহ করা কেমন?

মোজা মোট পাঁচ প্রকার

১. খুফ: পূর্ণ চামড়ার মোজা, যার উপর সকলের ঐক্যমতে মাসাহ জায়েয।

২. মুজাল্লাদাইন: সুতি মোজা, তবে তলা ও পার্শ্বে চামড়া লাগানো। এমন মোজার উপরও সকলের ঐক্যমতে মাসাহ জায়েয।

৩. মুনাআলাইন: সুতি মোজা, তবে শুধু তলাটা চামড়ার। এমন মোজার উপরও সকলের ঐক্যমতে মাসাহ জায়েয।

৪. সখীনাইন: নিরেট সুতার মোজা, যাতে একেবারেই চামড়া নেই। তবে এত মোটা, যা পানি চুষে না এবং তা পায়ের মাঝে ফিতাবিহীন আটকে থাকে। এমন মোজার উপর সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে মাসাহ জায়েয। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রাহি.-এর মতে জায়েয নেই।

৫. পাতলা সুতার মোজা: যেটাতে একেবারেই চামড়া নেই, আবার পাতলাও। এমন সব মোজার উপর না সাহেবাইনদের কাছে মাসাহ জায়েজ, না ইমাম আবু হানিফা রাহি.-এর কাছে মাসাহ জায়েয। তবে কতিপয় উলামাদের মতে জায়েয।

ইমাম আবু হানিফা রাহি.- এর নীতিমালা: ইমাম আবু হানিফা রাহি.- এর নীতিমালা হল: যদি পূর্ণ চামড়ার মোজা হয়, অর্থাৎ খুফ কিংবা তলা ও পার্শ্বে চামড়া লাগানো সুতার মোজা হয়, তাহলে মাসাহ জায়েজ।

সাহেবাইনের নীতিমালা: আর সাহেবাইনের নীতিমালা হল: এমন মোটা সুতার মোজা যদি হয়, যা পানি চুষে না এবং তা পায়ের মাঝে ফিতাবিহীন আটকে থাকে, তাহলেও এর উপর মাসাহ জায়েজ।

অন্যান্য কিছু সংখ্যক আলেমদের নীতিমালা: অন্যান্য কিছু সংখ্যক আলেমদের নীতিমালা হল: জাওয়ারিব তথা পাতলা সুতার মোজা হলেও এর উপর মাসাহ জায়েজ। তারা জাওয়ারিবের অর্থ করেন মোজা।

জাওয়ারিবের আভিধানিক অর্থ: জাওয়ারিব অর্থ হল সুতা এবং উলের মোজা। তারপর এটি আবার দুই প্রকার। চামড়া লাগানো জাওয়ারিব এবং চামড়া বিহীন জাওয়ারিব।

সুতার মোজার উপর মাসেহ করা কেমন?

হিদায়ার ইবারত বা মূলপাঠ হল-

ولا يجوز المسح على الجوربين عندئذٍ حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين وقال يجوز إذا كانا ثخينين لا يشقان لها روى أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على جوربيه ولأنه يكنه البشى فيه إذا كان ثخيناً وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشىء فأشبهه الخف وله أنه ليس في معنى الخف لأنه لا يمكن مواظبة البشى فيه إلا إذا كان منعلاً وهو محل الحديث وعنه أنه رجع إلى قولها وعليه الفتوى

অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা রাহি.-এর কাছে জাওরাব (চামড়া ছাড়া অন্য কিছুর তৈরি মোজা) এর ওপর মাসাহ করা জায়েজ নেই। তবে জাওরাবের ওপরে নিচে কিংবা শুধু নিচে যদি চামড়া যুক্ত থাকে, তাহলে এর ওপর মাসাহ করা জায়েজ আছে। সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ বলেন জাওরাব যদি এমন পুরো কাপড়ের তৈরি হয়, এর অপর দিক প্রকাশ হয় না। তাহলে জাওরাবের ওপর মাসাহ করা জায়েজ আছে। কেননা বর্ণিত আছে, রাসুল ﷺ তাঁর জাওরাবের ওপর মাসাহ করেছেন। তাছাড়া জাওরাব মোটা হলে তা পরিধান করে হাটা সম্ভব। পুরো হওয়ার পরিমাণ হচ্ছে- কোন কিছু দ্বারা না আটকানো অবস্থায়ও পায়ের গোছার সাথে আটকে থাকা। এমন জাওরাব মোজা সাদৃশ্য। ইমাম আবু হানিফা রাহি.-এর দলিল হলো- এটি (জাওরাব) মোজার সম-মানের নয়। কারণ তা পরিধান করে অব্যাহতভাবে চলাচল করা সম্ভব নয়, অবশ্য যদি তা যুক্ত হয়। আর এটাই হচ্ছে হাদিসের প্রয়োগক্ষেত্র। তাঁর থেকে এমন এক বর্ণনাও আছে, তিনি ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাল্লাহুঁর মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর এর ওপরই ফতোয়া।^{১১}

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস কতিপয় উলামাদের মতে জাওয়ারিবের তিনও প্রকারের উপর মাসাহ করা জায়েজ হবে। চামড়া লাগানো হোক অথবা চামড়াবিহীন সুতার মোটা মোজা হোক, কিংবা সুতার পাতলা মোজা হোক সবগুলোর উপরই মাসাহ জায়েজ। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল-

দলিল: ১, সাহাবা বাণী-১

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

^{১১} হিদায়া: পরিচ্ছেদ- মোজার উপর মাসাহ। পৃষ্ঠা- ৩২

সুতার মোজার উপর মাসেহ করা কেমন?

সাহাবা বাণী: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে এটি বলতে শুনেছি- জাওয়ারিবাইনের উপর মাসাহ করা খুফ তথা চামড়ার মোজার উপর মাসাহ করার মতই।^{১৭২}

নোট: সুতার পাতলা মোজাও জাওয়ারিবের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য সুতার পাতলা মোজার উপরও মাসাহ জায়েজ।

দলিল: ২, হাদিস-১

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرَدُ فَلَبَّأَ قَدُمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْرَهُمْ أَنْ يَنْسَحُوا عَلَى الْعَصَابِ وَالشَّسَاخِ

হজরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একবার রাসুল ﷺ শত্রুদের মোকাবেলার জন্য একদল সৈন্য পাঠান। তারা ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হয়। তারপর তারা রাসুল ﷺ এর কাছে ফিরে এলে তিনি তাদেরকে পাগড়ী ও মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতি প্রদান করেন।^{১৭৩}

দলিল: ৩, হাদিস-২

عَنْ الثَّوْبَانِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَوَصَّلَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَّحَ عَلَى الْجُورِيِّينَ وَالنَّعْلَيْنِ

হজরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ উজু করার সময় কাপড়ের মোজা ও চপ্পলের উপর মাসাহ করছেন।^{১৭৪}
নোট: শুধু চপ্পলের উপর মাসাহ করা কোন ইমামের কাছেই জায়েজ নেই। এজন্য-النَّعْلَيْنِ এর অর্থ করেন যে মোজার তলায় নাল লাগানো আছে। অর্থাৎ চামড়া লাগানো আছে।

দলিল: ৪, সাহাবা বাণী-১

أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجُورِيِّينَ

সাহাবা বাণী: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জাওয়ারিব তথা সুতার মোজার উপর মাসাহ করতেন।^{১৭৫}

এই দুই হাদিস এবং দুই সাহাবা বাণী দ্বারা অন্যান্য কিছু সংখ্যক আলেমগণ প্রমাণ করেন, জাওয়ারিব তথা পাতলা মোজার উপরও মাসাহ করা জায়েজ।

^{১৭২} মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- মোজার উপর মাসাহ করা। হাদিস নং ১৯৯৪

^{১৭৩} সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- পাগড়ির উপর মাসাহ করা। হাদিস নং ১৪৬

^{১৭৪} সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- কাপড়ের মোজা ও চপ্পলের উপর মাসাহ করা। হাদিস নং ৯৯;

সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- জাওয়ারিবাইনের উপর মাসাহ করা। হাদিস নং ১৫৯

^{১৭৫} মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- জাওয়ারিবাইনের উপর মাসাহ করা। হাদিস নং

সুতার মোজার উপর মাসেহ করা কেমন?

নোট: কিন্তু সুতার পাতলা মোজার উপর মাসাহ করার জন্য কোন হাদিস অথবা সাহাবা বাণী কিংবা তাবেয়ি বাণী আমি পাইনি। মোটা মোজার উপর মাসাহ করার জন্য শুধু একটি তাবেয়ি বাণী পাওয়া যায়।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

ইমাম আবু হানিফা রাহি-এর কাছে চামড়ার মোজা অথবা মুনাআলাইন কিংবা মুজাল্লাদাইনের উপর মাসাহ জায়েজ। আর সাহেবাইনের মতে সুতার মোজা যদি মোটা হয়, তাহলে এর উপর মাসাহ জায়েজ। আর যদি পাতলা মোজা হয়, তাহলে তাদের কাছেও জায়েজ নেই। এর জন্য হাদিসসমূহ হল-

দলিল: ১, হাদিস-১

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ তাঁর উভয় মোজার ওপর মাসাহ করেছেন।^{১৭৬}

হাদিস-২

عَنْ أَبِيهِ الْبَغِيِّ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَّ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْبَغِيُّ بِإِدَائِهِ بِهَا مَاءً فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

হজরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ হাজত পূরণের জন্য বের হলেন। তারপর মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি পানি ভর্তি বদনা নিয়ে তার অনুসরণ করলেন। রাসুল ﷺ হাজত শেষ করলে তিনি তাঁকে পানি ঢেলে দিলেন। এরপর রাসুল ﷺ উজু করলেন এবং উভয় মোজার উপর মাসাহ করলেন।^{১৭৭}

নোট: মূল হল পা ধোয়া। কিন্তু বেশ কিছু হাদিস থেকে প্রমাণিত, নবিজি ﷺ চামড়ার মোজার মাসাহ করেছেন। এজন্য চামড়ার মোজার উপর মাসাহ জায়েজ। অথবা কমপক্ষে সুতার মোজায় কোনো না কোনভাবে যদি চামড়া লাগানো থাকে, তাহলে জায়েজ হবে। যেমন: মুনাআলাইন কিংবা মুজাল্লাদাইন মোজা।

^{১৭৬} সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- উভয় মোজার উপর মাসাহ করা। হাদিস নং ২০২

^{১৭৭} সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- মোজার উপর মাসাহ করা। হাদিস নং ২৭৪

সুতার মোজার উপর মাসেহ করা কেমন?

দলিল-৩, তাবেয়ি বাণী-১

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْجُورَبَانِ وَالنَّعْلَانِ بِمَنْزِلَةِ الْخُفَّيْنِ

তাবেয়ি বাণী: হজরত ইবরাহিম নাখয়ি রাহি। বলেছেন: কাপড়ের মোজা এবং চপ্পল চামড়ার মোজার সমতুল্য।^{১৭৮}

নোট: এটি এজন্য যে তাতে কোনো না কোনভাবে সুতার উপর চামড়া লাগানো আছে।

দলিল-৪, সাহাবা বাণী-১

عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَلِيًّا بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجُورَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

সাহাবা বাণী: হজরত কা'ব বিন আবদুল্লাহ রাহি। বলেন: হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু পেশাব করলেন। তারপর ওজু করলেন এবং মুনাআলাইন মোজার উপর মাসাহ করলেন।^{১৭৯}

দলিল-৫, সাহাবা বাণী-২

عَنْ زَيْدِ أُنَّ عَلِيًّا بَالَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ

সতর্কতার আনহু পেশাব করলেন এবং চপ্পলের উপর অথবা মুনাআলাইন মোজার উপর মাসাহ করলেন।^{১৮০}

নোট: মুনাআলাইনের মূল অর্থ হল জুতা বা চপ্পলের উপর মাসাহ করেছে। কিন্তু শুধু জুতা বা চপ্পলের উপর মাসাহ করা কারও কাছেই জায়েজ নেই। এজন্য এর অর্থ করেছি তলার মধ্যে চামড়া লাগানো মোজা।

দলিল-৬, তাবেয়ি বাণী-২

عَنْ سَعِيدِ بْنِ النُّسَيْبِ وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا: يُسَمُّ عَلَى الْجُورَبَيْنِ إِذَا كَانَا مَغْفِيَيْنِ

তাবেয়ি বাণী: হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব এবং হজরত হাসান রাহিমাহুমালাহ বলেছেন: সুতার মোজা যদি মোটা হয়, তাহলে এর উপর মাসাহ করা যাবে।^{১৮১}

^{১৭৮}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- জাওয়ারিবাইনের উপর মাসাহ করা। হাদিস নং ১৯৭৫

^{১৭৯}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ১৯৮৫

^{১৮০}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ১৯৯৫

^{১৮১}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ১৯৭৬

সুতার মোজার উপর মাসেহ করা কেমন?

নোট: এই একটিমাত্র তাবেয়ি বাণী দ্বারা সাহেবাইন রাহিমাল্লাহগণ প্রমাণ করেন- সুতা কিংবা উলের মোজা যদি মোটা হয়, যদি পানি না চুষে, তাহলে এর উপর মাসাহ করা যাবে।

ইমাম আজম আবু হানিফা রাহি.-এর মতে শুধু এই একটি তাবেয়ির বক্তব্যের উপর আমল করা যাবে না। তবে হ্যাঁ! মুনাআলাইন কিংবা মুজাল্লাদাইন যদি হয়, তাহলে এর উপর মাসাহ করা যাবে। কেননা এর উপর বেশ কয়েকটি হাদিস রয়েছে।

এই দুই হাদিস, দুই সাহাবা বাণী এবং দুই তাবেয়ি বাণী থেকে প্রমাণিত হয়, শুধু চামড়ার মোজা, অথবা চামড়া লাগানো সুতার মোজা কিংবা সুতার মোটা মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ। সুতার পাতলা মোজার উপর জায়েজ নেই।

ফজরের জামাত চলাকালীন সুন্নাত পড়বে কি পড়বে না?

১২. ফজরের জামাত চলাকালীন সুন্নাত পড়বে কি পড়বে না?

জামাতের নামাজ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য জামাত চলাকালীন সাধারণ অবস্থায় জামাতে শরিক হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু ফজরের সুন্নাতের গুরুত্ব অত্যাধিক। এজন্য যদি সম্ভবনা থাকে, কমপক্ষে দ্বিতীয় রাকাত পাওয়া যাবে, তাহলে ফজরের সুন্নাত মসজিদে নয়; বরং মসজিদের দরজায় (বারান্দায়) কিংবা কোন এক কোনে পড়ে নিবে। তারপরে জামাতে শরিক হয়ে যাবে। যেন জামাতের সাওয়াবও পাওয়া যায়, আর সুন্নাতও আদায় হয়ে যায়। কিন্তু সর্বদা এই অভ্যাস করবে না। জামাতের পূর্বেই সুন্নাত পড়ে নিবে। অন্যন্য সুন্নাতের গুরুত্ব এতোটা নয়। এজন্য অন্যন্য সুন্নাতের ক্ষেত্রে নিয়ম হল: জামাত চলাকালীন সুন্নাত ছেড়ে জামাতে শরিক হয়ে যাবে।

যেখানে অন্যন্য কিছু সংখ্যক আলেম বলেন: ফজরের জামাতে শরিক হয়ে যাবে সুন্নাত পড়বে না।

হিদায়ার ইবারত বা মূলপাঠ হল—

ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشى أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى

يصل ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين وإن خشى

فوتهما دخل مع الإمام لأن ثواب الجماعة أعظم والوعيد بالترك ألزم

অনুবাদ: যে ব্যক্তি ফজরের নামাজে এমন সময় পৌঁছল, ইমাম নামাজ শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু সে এখনো ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত পড়েনি। এমতাবস্থায় যদি তার আশংকা হয়ে, এক রাকাত ছুটে যাবে, আর এক রাকাত পাবে— তাহলে মসজিদের দরজার সামনে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত পড়ে নিবে। তারপর ইমামের সাথে শরিক হবে। কেননা এভাবে তার জন্য সুন্নাত এবং জামাতের উভয় ফজিলতই হাসিল করা সম্ভব। আর যদি দ্বিতীয় রাকাতও ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে ইমামের সাথে শরিক হয়ে যাবে। কেননা জামাতের সাওয়াব খুব বেশি। জামাত তরক করার ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।^{১৮২}

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

অন্যান্য কিছু সংখ্যক আলেম বলেন, জামাতের দ্বিতীয় রাকাত পাওয়ার আশা থাকলেও ফজরের জামাতে শরিক হয়ে যাবে। ফজরের সুন্নাত ছেড়ে দেবে। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হলো—

^{১৮২} হিদায়া: পরিচ্ছেদ- জামাত পাওয়া বা তাতে शामिल হওয়ার মাসাইল। পৃষ্ঠা- ৭১

ফজরের জামাত চলাকালীন সুন্নাত পড়বে কি পড়বে না?

হাদিস-১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন: যখন ইকামত দেওয়া হয়, তখন ফরজ ব্যতীত অন্য নামাজ নেই।^{১৮৩}

হাদিস-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন: যখন নামাজের ইকামত হয়ে যায়, তখন ফরজ নামাজ ছাড়া অন্য কোন নামাজ নাই।^{১৮৪}

দলিল: ৩, তাবেয়ি বাণী-১

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ الْعِدَاةَ قَالَ: يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ صَلَاتِهِمْ وَلَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ مَا يَفُوتُهُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ أَكْثَرُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

তাবেয়ি বাণী: হজরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রাহি। ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন: যিনি ঐ সময় মসজিদে প্রবেশ করেন, যখন লোকেরা ফজরের জামাত পড়ছে। তিনি বলেছেন: লোকদের সাথে তাদের নামাজে (ফজরের জামাতে) শরিক হয়ে যাবে। ফজরের সুন্নাত পড়বে না। কেননা ফরজ নামাজের সাওয়াব ছুটে যাবে। যা দুই রাকাত সুন্নাতের চেয়ে অধিক।^{১৮৫}

দলিল: ৪, হাদিস-৩

عَنِ ابْنِ نَجِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُقِيمَتِ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ لَأَتِ النَّاسَ حَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلَّذِي صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا

হজরত ইবনে নাজিবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: ফজরের ইকামত হয়েছে। আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে দুই রাকাত সুন্নাত পড়তে শুরু করলেন। তারপর যখন নবিজি ﷺ নামাজ শেষ করলেন, লোকেরা তাঁর আশেপাশে একত্র হয়ে গেলেন। তখন নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন: ফজরের দুই রাকাত ফরজ

^{১৮৩}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- মুয়াজ্জিন ইকামত দেওয়া শুরু করলে নফল নামাজ আরম্ভ করা মাকরুহ। হাদিস নং ৭১০

^{১৮৪}. সুনানে তিরমিযি: পরিচ্ছেদ- যখন নামাজের ইকামত হয়ে যাবে তখন ফরজ নামাজ ছাড়া অন্য কোন নামাজ নাই। হাদিস নং ৪২১

^{১৮৫}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- মসজিদে প্রবেশের পূর্বে দুই রাকাত পড়া প্রসঙ্গে। হাদিস নং ৬৪২২

ফজরের জামাত চলাকালীন সুন্নাত পড়বে কি পড়বে না?

পড়ো। তোমরা কি ফজরের নামাজ চার রাকাত পড়তে চাও... অর্থাৎ ইকামতের পরে সুন্নাত পড়তে নিষেধ করেছেন।^{১৮৬}

এই তিন হাদিস এবং এক তাবেয়ি বাণী দ্বারা অন্যান্য কিছু সংখ্যক আলেম বলে থাকেন— ফজরের ইকামতের পরে ফজরের সুন্নাত পড়া উচিত নয়। জামাতে शामिल হয়ে যাওয়াই উত্তম।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: যদি দ্বিতীয় রাকাত পাওয়ার আশা থাকে, তাহলে মসজিদের দরজায় কিংবা মসজিদের বাহিরে সুন্নাত পড়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে তার অভ্যাস করবে না। দলিল হিসেবে পেশ করা তাদের হাদিসগুলো হল—

দলিল: ১, হাদিস-১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَكَتَدْعُوهُمْ إِنْ طَرَدْتُمْ الْخَيْلَ

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন: তোমরা কোন সময় ঐ দুই রাকাত নামাজ (ফজরের সুন্নাত) ত্যাগ করবেনা, ঘোড়ায় তোমাদের পিষে ফেললেও।^{১৮৭}

দলিল: ২, হাদিস-২

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْوُفَالِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ কে ফজরের দু রাকাত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নফল নামাজের প্রতি এত বেশী যত্নবান থাকতে দেখিনি।^{১৮৮}

দলিল: ৩, হাদিস-৩

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رُكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

^{১৮৬}. প্রাপ্তকৃত: হাদিস নং ৬৪৩১

^{১৮৭}. সুন্নাহে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- ফজরের সুন্নাত সংক্ষেপে পড়া সম্পর্কে। হাদিস নং ১২৫৮

^{১৮৮}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- ফজরের দু রাক'আত সুন্নাত মুস্তাহাব, তা আদায়ে উৎসাহ দান, তা সংক্ষেপে আদায় করা, সর্বদা আদায় করা এবং এতে যে সূরা পড়া মুস্তাহাব। হাদিস নং ৭২৪, সুন্নাহে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত নামাজ। হাদিস নং ১২৫৪

ফজরের জামাত চলাকালীন সুন্নাত পড়বে কি পড়বে না?

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ বলেছেন: ফজরে দু'রাকাত (সুন্নাত) দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল কিছুর চাইতে উত্তম।^{১৮৯}

দলিল: ৪, হাদিস-৪

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَكِدُّ أَرْبَعَ قَبْلَ الطُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ জোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত এবং ফজরের ফরজের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ কখনও ত্যাগ করতেন না।^{১৯০}

দলিল: ৫, হাদিস-৫

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي فَقَالَ: مَهْلًا يَا قَيْسُ أَصَلَّاتٍ مَعَافَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْتَ لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكَعَتِي الْفَجْرِ قَالَ: فَلَا إِذْنُ

হজরত কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদিন রাসুল ﷺ ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। নামাজের ইকামত দেওয়া হলো, আমিও তাঁর সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করলাম। নামাজ থেকে ফিরে তিনি আমাকে নামাজরত দেখতে পেলেন। বললেন: হে কায়স! থাম, একই সাথে দুই নামাজ পড়ছ! আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসুল! আমি ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত পড়তে পাড়িনি। তিনি বললেন: তা হলে অসুবিধা নেই।^{১৯১}

নোট: এই সকল হাদিসে দেখুন ফজরের সুন্নাতের কত গুরুত্ব। এটিকে পাওয়ার জন্য হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ জামাত দাঁড়িয়ে গেলেও দ্রুত সুন্নাত পড়ে নেওয়ার প্রবক্তা।

দলিল: ৬, সাহাবা বাণী-১

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلَّى رَكَعَتِي الْفَجْرِ بَعْدَ مَا أَضْمَى وَذَكَرَ أَنَّ أَبَا خَنِيفَةَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُمْ

^{১৮৯}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- ফজরের দু রাক'আত সুন্নাত মুস্তাহাব, তা আদায়ে উৎসাহ দান, তা সংক্ষেপে আদায় করা, সর্বদা আদায় করা এবং এতে যে সূরা পড়া মুস্তাহাব। হাদিস নং ৭২৫

^{১৯০}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- নফল ও সুন্নাত নামাজের বিভিন্ন দিক ও রাক'আত সম্পর্কে। হাদিস নং ১২৫৩

^{১৯১}. সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- কারো যদি ফজরের পূর্বের দু'রাকআত (সুন্নাত) ছুটে যায় তবে ফজরের ফরজের পর তা আদায় করবে। হাদিস নং ৪২২

ফজরের জামাত চলাকালীন সুন্নাত পড়বে কি পড়বে না?

সাহাবা বাণী: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি ফজর এবং জোহরের উভয় সুন্নাতই সূর্য উপরে উঠার পরে পড়েছেন। এটিও উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম আবু হানিফা রাহি. বলেন: উভয় সুন্নাতই ছুটে গেলে ছুটে যাওয়া ব্যক্তির উপর তার কোন কাজ নেই। অর্থাৎ হজরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা নফল হিসেবে ফজরের সুন্নাত চাশতের সময় পড়েছেন।^{১৯২}

দলিল: ৭, সাহাবা বাণী-২

حَدَّثَنِي أَبُو عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَحْيَىٰ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَلَاةَ الْفَجْرِ فَيَصِلُ الرُّكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ

সাহাবা বাণী: হজরত আবু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি দেখেছি, লোকেরা আসতেছে আর হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফজরের নামাজ পড়াচ্ছেন। তখন লোকেরা মসজিদের এক পাশে দুই রাকাত সুন্নাত পড়তেন। তারপর সকলের সাথে ফরজ নামাজে শরিক হতেন।^{১৯৩}

দলিল: ৮, তাবেয়ি বাণী-১

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلَمْ تَرَكَمُ رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَأَرْكَعْهُمَا وَإِنْ غَنَنْتَ أَلْ رُّكْعَةَ الْأُولَى تَقْوَتَكَ

তাবেয়ি বাণী: হজরত মুজাহিদ রাহি. বলেন: আপনি যদি মসজিদে প্রবেশ করেন এমতাবস্থায়, লোকেরা ফজরের নামাজ পড়ছে এবং আপনি ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত পড়েননি, তাহলে সেই সুন্নাত পড়ে নিন। আপনার যদি এই আশংকাও হয়, ফরজের প্রথম রাকাত পাবেন না।^{১৯৪}

দলিল: ৯, তাবেয়ি বাণী-২

عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا جَاءَ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ: يُصَلِّيَهُمَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ أَوْ فِي نَاحِيَّتِهِ

তাবেয়ি বাণী: ইমাম ফজরের জামাতে থাকা অবস্থায় যদি কেউ মসজিদে আসে, তাহলে হজরত ইবরাহিম নাখয়ি রাহি. এ বিষয়টিকে মাকরুহ আখ্যা

^{১৯২} মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতের কাজ পড়া প্রসঙ্গে। হাদিস নং ৩৬৩৭৬

^{১৯৩} মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- ফজরের সময় মসজিদের প্রবেশ প্রসঙ্গে। হাদিস নং ৬৪১৪

^{১৯৪} প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৬৪১৮

ফজরের জামাত চলাকালীন সুন্নাত পড়বে কি পড়বে না?

দিতে, সে ব্যক্তি মসজিদে সুন্নাত পড়বে। তিনি বলতেন: মসজিদের দরজায় কিংবা মসজিদের এক পাশে সুন্নাত পড়বে। যেন জামাতের কিছুটা দূরত্ব থাকে।^{১৯৫}

এই পাঁচ হাদিস, দুই সাহাবা বাণী এবং দুই তাবেয়ি বাণী দ্বারা হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, যদি ফজরের জামাত চলাকালীন দ্বিতীয় রাকাত পাওয়ার আশা থাকে, তাহলে মসজিদের এক পাশে সুন্নাত পড়ে নেবে। কেননা হাদিসে এর অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

^{১৯৫}. প্রাণ্ডক্ত: হাদিস নং ৬৪২০

তারাবিহ বিশ রাকাত নাকি আট রাকাত?

১৩. তারাবিহ বিশ রাকাত নাকি আট রাকাত?

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: তারাবিহ বিশ রাকাত এবং এটি সুন্নাত। যেখানে অন্যান্য কিছু সংখ্যক আলেমের কাছে তারাবিহ আট রাকাত এবং তিন রাকাত বিতর। আবার কিছু সংখ্যক আলেম দশ রাকাত তারাবিহ পড়েন এবং তিন রাকাত বিতর পড়েন। এই আলেমদের আবার এই মতও রয়েছে, মূলত হল আট রাকাত তাহাজ্জুদের নামাজ। আর আট রাকাত এবং দশ রাকাত উভয়টিতেই এটিকে 'কিয়ামুল-লাইল' বলে। আর এটিকেই রমজানে 'কিয়ামু রামাদান' বলে।

হিদায়ার ইবারত বা মূলপাঠ—

يستحب أن يجتنب الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم خمس ترويات كل تروية بتسليتين ويجلس بين كل ترويتين مقدار تروية ثم يوتر بهم، ذكر لفظ الاستحباب والأصح أنها سنة كذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله

অনুবাদ: রমজান মাসে মুস্তাহাব হল: মানুষ রমজান মাসে ইশার পরে একত্র হবে এবং ইমাম সাহেব তাদেরকে নিয়ে পাঁচ তারবিহা (অর্থাৎ চার চার রাকাতী নামাজ) পড়বেন। প্রতিটি তারবিহা (চার রাকাত) দুই সালামে হবে এবং প্রতিটি তারবিহার পরে এক তারবিহা পরিমাণ সময় বসবে। এরপর ইমাম সাহেব তাদেরকে নিয়ে (জামাতে) বিতর পড়বেন। ইমাম কুদুরি রাহি. মুস্তাহাব শব্দটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকতর বিশুদ্ধ মতে- তা সুন্নাত। হাসান ইবনে যিয়াদ রাহি. ইমাম আবু হানিফা রাহি. হতে তাই বর্ণনা করেছেন।^{১১৬}

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস—

অন্যান্য আলেমদের কাছে আট রাকাত তারাবিহ। তিন রাকাত বিতর। এটিকেই রমজানে 'কিয়ামু রামাদান' এবং আট রাকাত, দশ রাকাত উভয়টিতে 'কিয়ামুল-লাইল' বলা হয়। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

হাদিস-১

أَخْبَنَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْلُفُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى رَجُلًا بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَأَجْتَبَاهُ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ

^{১১৬}. হিদায়া: পরিচ্ছেদ- কিয়ামে রামাজান। পৃষ্ঠা- ৭০

তারাবিহ বিশ রাকাত নাকি আট রাকাত?

النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى صَلَاةً بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةَ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لَصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشْهَدُ لَهُمْ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَى مَكَانِكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَنْعَجِرُوا عَنْهَا فَتُنْفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ গভীর রাতে বের হয়ে মসজিদে নামাজ আদায় করেন। কিছু সংখ্যক পুরুষ তাঁর পিছনে নামাজ আদায় করেন। সকালে তারা এ সম্পর্কে আলোচনা করেন, ফলে লোকেরা অধিক সংখ্যায় সমবেত হন। তিনি নামাজ আদায় করেন, আর লোকেরা তাঁর সঙ্গে নামাজ আদায় করেন। সকালে তাঁরা এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। তৃতীয় রাতে মসজিদে মুসল্লীর সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। এরপর রাসুল ﷺ বের হয়ে নামাজ আদায় করেন। লোকেরা তাঁর সঙ্গে নামাজ আদায় করেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসল্লীর সংকুলান হল না। কিন্তু তিনি রাতে আর বের না হয়ে ফজরের নামাজে বেরিয়ে এলেন। নামাজ শেষে লোকদের দিকে ফিরে প্রথমে তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার পর বললেন: শোন! তোমাদের (গতরাতের) অবস্থান আমার অজানা ছিল না, কিন্তু আমি এই নামাজ তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যাবার আশঙ্কা করছি (বিধায় বের হইনি)। কেননা তোমরা তা আদায় করায় অপারগ হয়ে পড়তে। রাসুল ﷺ এর ওফাত হল। আর ব্যাপারটি এভাবেই থেকে যায় (তারাবির রাকাত সংখ্যা নির্ধারিত হয়নি)।^{১৯৭}

নোট: এই হাদিস দ্বারা কিছু সংখ্যক আলেম দলিল প্রদান করেন, তারাবিহ কত রাকাত- হাদিসে তা নির্ধারিত নেই।

হাদিস-২

قَالَ: جَاءَ أَبُو بَنْتٍ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةُ شَيْءٌ عَنِّي رَمَضَانَ قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا بَنْتٍ قَالَ: نَسَوْتُ دَارِي قُلْنَ: إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَتُصَلِّي بِصَلَاتِكَ قَالَ: فَصَلَّيْتُ بِهِمْ ثَلَاثًا رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرْتُ قَالَ: فَكَانَ شِبْهُ الرِّضَا وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

হজরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজি ﷺ এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! রমজানের আজকের রাতে আমার থেকে একটি

^{১৯৭} সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- রামাজান মাসে রাতের ইবাদতের (তারাবি, কিয়ামুল লাইল ও তাহাজ্জুদ) ফযীলত। হাদিস নং ২০১২

তারাবিহ বিশ রাকাত নাকি আট রাকাত?

ব্যাপার সংঘটিত হয়ে গেছে। নবিজি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন: কি হয়েছে? হজরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমার ঘরের কিছু মহিলা বললো, আমরা তো কুরআনুল কারিম পড়তে পারি না, এজন্য আমরা আপনার পেছনে নামাজ পড়তে চাই। উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি মহিলাদেরকে আট রাকাত পড়িয়েছি। তারপর বিতরও পড়িয়েছি। এমন মনে হল, নবিজি ﷺ এতে সন্তুষ্ট। আর কিছু বলেননি।^{১১৮}

নোট: এই হাদিস দ্বারা কিছু সংখ্যক আলেম আট রাকাত তারাবির দলিল প্রদান করেন। কিন্তু এখানে তো মহিলাদেরকে আট রাকাত পড়িয়েছেন। এই উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুই পুরুষদেরকে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়িয়েছেন। সামনে দেখুন।

হাদিস-৩

أَنَّ سَلَةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كُنْتُ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَدِّلُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ إِلَّا خَدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করেন, রমজান মাসে রাসূল ﷺ এর নামাজ কেমন ছিল? তিনি বলেন: রাসূল ﷺ রমজান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতের বেলা) এগার রাকআতের অধিক নামাজ আদায় করতেন না। তিনি চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। তুমি সেই নামাজের সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। তুমি সেই নামাজের সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর তিনি তিন রাকাত (বিতর) নামাজ আদায় করতেন।^{১১৯}

নোট: এই হাদিসে ইমাম মুসলিম রাহি. এগারো রাকাতকে কিয়ামুল-লাইল ও তাহাজ্জুদ বলেছেন।

^{১১৮} মুসনাদে ইবনে হিব্বান: পরিচ্ছেদ- রমজানে মহিলাদের তারাবির নামাজের জামাত বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে। হাদিস নং ২৫৪৯

^{১১৯} সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- রমজানে ও অন্যান্য সময়ে নবিজি ﷺ এর রাত জেগে ইবাদত। হাদিস নং ১১৪৭; সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- রাতের নামাজ, রাতের বেলা নবিজি ﷺ এর নামাজের রাকআত সংখ্যা, বিতর নামাজ এক রাকআত এবং এক রাকআত নামাজও বিস্তুদ্ব হওয়া প্রসঙ্গ। হাদিস নং ৭৩৮

তারাবিহ বিশ রাকাত নাকি আট রাকাত?

হাদিস-৪

أَنَّه سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ ۖ قَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করেন, রমজানে রাসূল ﷺ এর নামাজ কিরূপ ছিল? তিনি বললেন: রমজান মাসে ও রমজান ছাড়া অন্য সময়ে (রাতে) তিনি এগারো রাকাত হতে বৃদ্ধি করতেন না। তিনি চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন, সে চার রাকাতের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য ছিল প্রশ্নাতীত। এরপর চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন, সে চার রাকাতের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য ছিল প্রশ্নাতীত। এরপর তিন রাকাত নামাজ (বিতর) আদায় করতেন।^{২০০}

নোট: এই হাদিসে ইমাম বুখারি রাহি. এগারো রাকাতকে কিয়ামে রমজান বলেছেন।

হাদিস-৫

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَلًا رَكْعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْبَدَأَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْعُهَا أَبَدًا

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবিজি ﷺ ইশার নামাজ আদায় করলেন, এরপর আট রাকাত নামাজ আদায় করেন এবং দু'রাকাত আদায় করেন বসে। আর দু'রাকাত নামাজ আদায় করেন আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে। এ দু'রাকাত (ফজরের সুন্নাত) তিনি কখনো পরিত্যাগ করতেন না।^{২০১}

হাদিস-৬

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَةَ رَكْعَاتٍ وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَتِي الْفَجْرِ فَذَلِكَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ رَكْعَةً

^{২০০}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- রমজান মাসে রাতের ইবাদতের (তারাবিহ, কিয়ামুল লাইল ও তাহাজ্জুদ) ফজিলত। হাদিস নং ২০১৩

^{২০১}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- ফজরের (সুন্নাত) দু'রাকাত নিয়মিত আদায় করা। হাদিস নং

তরাবিহ বিশ রাকাত নাকি আট রাকাত?

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবিজি ﷺ রাতে দশ রাকাত নামাজ আদায় করতেন। এর সাথে আরও এক রাকাত মিলিয়ে ‘বিতর’ পূর্ণ করতেন। তারপর তিনি ফজরের দুই রাকাত (সুন্নত) আদায় করতেন। এইরূপে মোট তেরো রাকাত হত।^{২০২}

এই ছয় হাদিস দ্বারা অন্যান্য কিছু সংখ্যক আলেম প্রমাণ করেন- তরাবিহ আট রাকাত। তারপর তিন রাকাত বিতর। তবে কেউ চাইলে এরচেয়ে বেশিও পড়তে পারে। এ কথাও বলেন: রমজানে উক্ত রাকাতসমূহকে ‘কিয়ামু রামাদান’ বলা হয়। আর রমজানের বাহিরে উক্ত রাকাতসমূহকে ‘কিয়ামুল-লাইল’ বলা হয়।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ রমজানে বিশ রাকাত তরাবিহ প্রবক্তা। এ কথারও প্রবক্তা: তাহাজ্জুদের নামাজ ভিন্ন। তরাবিহ নামাজ ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র নামাজ। যা শুধু রমজানেই রয়েছে। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল-

দলিল: ১, হাদিস-১

عَنْ مَقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عَشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوُتْرَ

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসুল ﷺ রমজানে বিশ রাকাত পড়তেন। বিতরও পড়তেন।^{২০৩}

দলিল: ২, হাদিস-২

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عَشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوُتْرَ

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসুল ﷺ রমজানে বিশ রাকাত পড়তেন। বিতরও পড়তেন।^{২০৪}

দলিল: ৩, সাহাবা বাণী-১

عَنْ ابْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عَشْرِينَ رَكْعَةً

^{২০২} সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাজ সম্পর্কে। হাদিস নং ১৩৩৪

^{২০৩} মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- রমজান মাসে কত রাকাত পড়বে। হাদিস নং ৭৬৯২

^{২০৪} তাবরানি কাবির: পরিচ্ছেদ- মিকসাম ইবনে আব্বাস থেকে। হাদিস নং ১২১০২

তারাবিহ বিশ রাকাত নাকি আট রাকাত?

সাহাবা বাণী: হজরত ইবনে আবুল হাসনা বলেন: হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমামকে রমজানে লোকদের বিশ রাকাত তারাবিহ পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।^{২০৫}

দলিল: ৪, সাহাবা বাণী-২

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ عَشْرِينَ رَكْعَةً

সাহাবা বাণী: হজরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন: হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমামকে লোকদেরকে রমজানে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।^{২০৬}

দলিল: ৫, সাহাবা বাণী-৩

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: كَانَ لِبْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالسَّبْعِينَ رَكْعَةً وَيُؤْتِي ثَلَاثَ

সাহাবা বাণী: হজরত আবদুল আজিজ বিন রুফাই বলেন: হজরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে মদিনায় বিশ রাকাত তারাবিহ পড়াতে। তিন রাকাত বিতর পড়াতে।^{২০৭}

দলিল: ৬, সাহাবা বাণী-৪

عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي مُثَيْنَةَ يُصَلِّي بِنَافِعٍ رَمَضَانَ عَشْرِينَ رَكْعَةً

সাহাবা বাণী: হজরত নাফে বিন উমর বলেন: হজরত ইবনে আবু মুলাইকা আমাদেরকে রমজানে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়াতে।^{২০৮}

নোট: এই চারজন বড় বড় সাহাবি হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব, হজরত আলী, হজরত উবাই ইবনে কা'ব এবং হজরত ইবনে আবু মুলাইকা বিশ রাকাত তারাবির প্রবক্তা ছিলেন। হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ সেটার উপর আমল করে।

দলিল: ৭, সাহাবা বাণী-৫

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ خَمْسَ تَرَوِيحَاتٍ وَيُؤْتِي ثَلَاثَ

^{২০৫}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- রমজান মাসে কত রাকাত পড়বে। হাদিস নং

৭৬৮১

^{২০৬}. প্রাগুক্ত: ৭৬৮২

^{২০৭}. প্রাগুক্ত: ৭৬৮৪

^{২০৮}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৭৬৮৩

তারাবিহ বিশ রাকাত নাকি আট রাকাত?

সাহাবা বাণী: হজরত সাঈদ বিন উবাইদ রাহি. থেকে বর্ণিত, হজরত আলী বিন রাবিআ রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে রমজানে পাঁচ তারবিহা (অর্থাৎ বিশ রাকাত) পড়াতেন। তিন রাকাত বিতর পড়াতেন।^{২০৯}

দলিল: ৮, সাহাবা বাণী-৬

كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُؤْمِنَانِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَكَانَ يَقْرَأُ بِالنِّقَرَاءِ تَيْنِ جَبِيعًا يَقْرَأُ لَيْلَةً يَقْرَأُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَكَانَ يُصَلِّيْ خَمْسَ تَرَوِيحَاتٍ فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْوَاحِدَ صَلَّى سِتَّ تَرَوِيحَاتٍ

সাহাবা বাণী: হজরত সাঈদ যুবাইর রমজান মাসে আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি দুই প্রকারের কেরাত পড়তেন। এক রাতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কেরাত পড়লেন। তখন পাঁচ তারবিহা (অর্থাৎ বিশ রাকাত) পড়াতেন। আর যখন শেষ দশক আসতো, তখন ছয় তারবিহা (অর্থাৎ চব্বিশ রাকাত) পড়াতেন।^{২১০}

এই দুই হাদিস ও ছয় সাহাবা বাণী থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, রমজানে বিশ রাকাত তারাবিহ সুন্নাত। সাথে তিন রাকাত বিতর পড়বে। আর এটি তারাবিহ, তাহাজ্জুদ ভিন্ন।

^{২০৯} প্রাণ্ডক্ত: হাদিস নং ৭৬৯০

^{২১০} মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক। পরিচ্ছেদ- কিয়ামু রামাদান। হাদিস নং ৭৭৪৯

ফরজ নামাজের পরে দুআ করবে কি করবে না

১৪. ফরজ নামাজের পরে দুআ করবে কি করবে না

নামাজ হল: আল্লাহ তাআলার সামনে সামান্য একটি উপহার পেশ করা। এর পরে মন ভরে আল্লাহর কাছে চাওয়া। এখন না চাইলে, আর কখন চাইবে। তবে হ্যাঁ! বিনয়ের সাথে এবং মৃদু আওয়াজে দুআ করবে। হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: ফরজ নামাজের পরে চারটি কাজ করার অবকাশ রয়েছে। যথা—

১. দুআ করা।
২. যিকির করা।
৩. দুরুদ শরিফ পড়া।
৪. তাসবিহ পড়া।

তবে দুআর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই দুআ নামাজের অংশ নয়, কেবলই মুস্তাহাবমাত্র এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তবে অনেক অনুসন্ধান করেও সম্মিলিত দুআর প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

কিছু সংখ্যক আলেম ফরজ নামাজের পরে যিকির করে। দুআ করে না। তারা বলে দুআ করার প্রমাণ নেই।

নুরুল ইয়াহর ইবারত বা মূলপাঠ—

ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعي أيديهم ثم يسحون بها وجوههم في آخره

অর্থ: তারপর (সালাম ফেরানোর পর) হাত উঠিয়ে নিজের জন্য এবং মুসলমানদের জন্য দুআ করবে। দুআ শেষে হাত চেহারায় মুছবে।^{২২১}

নোট: ‘আল্লাহুমা’ বাক্যের সাথে যত যিকির আছে, সেগুলো দুআ। সেগুলো শুধু যিকির নয়। আর ফরজ নামাজের পরে ‘আল্লাহুমা’ বাক্যের সাথে অনেক দুআই হাদিসে উল্লেখ আছে। এজন্য নামাজের পরে দুআ তো আছে। কিছু দেশে ফরজ নামাজের পরে দুআ একেবারেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

যে সকল আলেমগণ ফরজ নামাজের পরে দুআর প্রবক্তা নন, তাদের দলিল হল— সালামের পূর্বে দুআ পড়বে। সালামের পরে নয়। বেশি থেকে বেশি সালামের পরে যিকির করে নাও।

^{২২১}. নুরুল ইয়াহ: পরিচ্ছেদ- সে সকল যিকিরসমূহের বর্ণনা ফরজ নামাজের পর যেগুলোর কথা হাদিসে বর্ণিত আছে। পৃষ্ঠা- ৬৭

ফরজ নামাজের পরে দুআ করবে কি করবে না

হাদিস-১

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ إِلَّا قَدَرَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ যখন সালাম ফিরাতেন, তখন নিচের দুআটি পাঠ করার সময় পরিমাণ বসতেন-

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অর্থ: “হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময় এবং আপনার দ্বারাই শান্তি। আপনি কল্যাণময়, হে পরাক্রমশালী ও মহাসম্মানিত।”^{১১২}

নোট: অন্যান্য আলেমগণ এই দলিল দেন, এর দ্বারা বুঝা যায়- শুধু যিকির করতেন। দুআ করতেন না।

হাদিস-২

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُولُوا السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا: السَّحِيحَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ يَمِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাদের অবস্থা এ ছিল, যখন আমরা নবিজি ﷺ এর সঙ্গে নামাজে থাকতাম। তখন আমরা বলতাম: বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহর প্রতি সালাম। সালাম অমুকের প্রতি, সালাম অমুকের প্রতি। এতে নবিজি ﷺ বললেন: আল্লাহর প্রতি সালাম, তোমরা এরূপ বল না। কারণ আল্লাহ নিজেই সালাম। বরং তোমরা বল-

السَّحِيحَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

অনুবাদ: সমস্ত মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবি! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ণিত হোক। সালাম

^{১১২}. নাসায়ি কুবরা: পরিচ্ছেদ- নামাজের পর কি বলবে। হাদিস নং ৯৮৪৩

ফরজ নামাজের পরে দুআ করবে কি করবে না

আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর প্রত্যেক বান্দার কাছে তা পৌঁছে যাবে। এরপর বলবে-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অনুবাদ: “আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।” তারপর যে দুআ তার পছন্দ হয়, তা সে বেছে নিবে এবং পড়বে।^{১১৩}

হাদিস-৩

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

নবিজি ﷺ এর সহধর্মিণী আন্নাযান হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন: রাসূল ﷺ এ বলে দুআ করতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

অনুবাদ: “হে আল্লাহ! কবরের আজাব থেকে, মসীহে দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! গুনাহ ও ঋণগ্রস্ততা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।”^{১১৪}

হাদিস-৪

عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ ابْنُ الرَّبِيعِ يَقُولُ: فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ الْبَغْيَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّانُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক নামাজের পর সালাম ফিরাবার সময় বলতেন:

^{১১৩} সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- তাশাহুদদের পর যে দুআটি বেছে নেওয়া হয়, অথচ তা ওয়াজিব নয়। হাদিস নং ৮৩৫

^{১১৪} সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- সালামের পূর্বে দুআ। হাদিস নং ৮৩২

ফরজ নামাজের পরে দুআ করবে কি করবে না

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَيَاةُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النُّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّانُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

অনুবাদ: আল্লাহ ছাড়া! কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারও শক্তি-সামর্থ্য নেই। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আর আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও বন্দেগী করি না। তাঁরই সমস্ত নিআমত, সমস্ত অনুগ্রহ ও সমস্ত উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আনুগত্য একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে। যদিও তা কাফিরগণ অপছন্দ করে”।^{২১৫}

নোট: এর দ্বারা দলিল প্রদান করেন, নামাজের পরে যিকির আছে, দুআ নেই।

হাদিস-৫

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَا: أَنَّ رَفْعَ الْقَوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَسْجِدِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُهُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَبَعْتُهُ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন: নবিজি ﷺ এর সময় মুসল্লিগণ ফরজ নামাজ শেষ হলে উচ্চস্বরে যিকির করতেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি এরূপ শুনে বুঝতাম, মুসল্লীগণ নামাজ শেষ করে ফিরছেন।^{২১৬}

হাদিস-৬

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَا: أَنَّ رَفْعَ الْقَوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَسْجِدِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُهُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَبَعْتُهُ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন: নবিজি ﷺ এর সময় মুসল্লিগণ ফরজ নামাজ শেষ হলে উচ্চস্বরে যিকির করতেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি এরূপ শুনে বুঝতাম, মুসল্লীগণ নামাজ শেষ করে ফিরছেন।^{২১৭}

^{২১৫}. সহিহ মুসলিম: পরিনচ্ছেদ- নামাজের পর যিকির মুস্তাহাব ও এর বিবরণ। হাদিস নং ৫৯৪

^{২১৬}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- সালামের পর যিকির। হাদিস নং ৮৪১

^{২১৭}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- সালামের পর যিকির। হাদিস নং ৫৮৩

ফরজ নামাজের পরে দুআ করবে কি করবে না

নোট: এই হাদিস থেকে জানা গেল, নামাজের পরে যিকির করতেন। দুআ করতেন না।

নোট: এই হাদিস থেকে এটিও জানা গেল, নামাজের পরে উচ্চস্বরে সম্মিলিতভাবে যিকির করা জায়েজ।

এই ছয় হাদিস থেকে অন্যান্য আলেমগণ প্রমাণ করেন, নামাজের পরে যিকির আছে, দুআ নেই; বরং নামাজের ভেতর দুআ আছে।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

আহনাফের অভিমত হলো: নামাজের পরে দুআ আছে, যিকির, তাসবিহ এবং দুরূদ শরিফ পড়ারও উৎসাহ রয়েছে। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

দলিল: ১, আয়াত-১

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ

“তোমরা আপন রবকে ডাক কাকুতি-মিনতি করে ও চুপে-চুপে। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।”^{২১৮}

নোট: নামাজ হল আল্লাহ তাআলার সামনে সামান্য একটি উপহার পেশ করা। এর পরে আল্লাহর কাছে না চাইলে আর কখন চাইবে।

দলিল: ২, হাদিস-১

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيْ الدُّعَاءِ أَشْبَعُ؟ قَالَ: جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرِ

السَّلَواتِ الْمَكْتُوبَاتِ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

হজরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন দুআ বেশী কবুল হয়? তিনি বললেন: শেষ রাতের মাঝে আর ফরজ নামাজের পরে।^{২১৯}

নোট: এই হাদিস অনেক বড় দলিল, ফরজ নামাজের পরে দুআ করার।

দলিল: ৩, হাদিস-২

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الدُّعَاءُ مَعَ الْعِبَادَةِ

হজরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন: দুআ হল ইবাদতের সারবস্তু।^{২২০}

^{২১৮}. আ'রাফ- ৭: ৫৫

^{২১৯}. সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- শিরোনামবিহীন পরিচ্ছেদ। হাদিস নং ৩৪৯৯

^{২২০}. সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- দুআর ফজিলত। হাদিস নং ৩৩৭১

ফরজ নামাজের পরে দুআ করবে কি করবে না

নোট: যেহেতু দুআ ইবাদতের সারবস্তু সুতরাং নামাজের পর দুআ করা উচিত।

দলিল: ৪, হাদিস-৩

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدَيْهِ مَائِمَةً قَالَ: يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ لَأُحِبَّكَ فَقَالَ: أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدْعُنِي دُعَاءَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ وَأَوْصِي بِذَلِكَ مُعَاذُ الصُّنَابِجِيِّ

হজরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার রাসুল ﷺ তাঁর হাত ধরে বলেন: হে মুআয! আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালবাসি। তারপর তিনি বলেন: আমি তোমাকে কিছু ওসয়িত করতে চাই। তুমি প্রত্যেক নামাজের পর এই দুআ পাঠ কোন সময় ত্যাগ করবে না। তা হল- اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ - অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার যিকির, আপনার শোকর এবং উত্তমরূপে আপনার ইবাদত করতে সাহায্য করুন” তারপর মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু আস-সোনাবিহিকে এরূপ ওসীয়াত করেন এবং আস-সোনাবিহি আবু আব্দুর রহমানকে এরূপ ওসীয়াত করেন।^{২২১}

নোট: এখানেও নামাজের পরে ‘আল্লাহুম্মা’র সাথে দুআর উল্লেখ রয়েছে।

দলিল: ৫, হাদিস-৪

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ اسْتَغْفَرُ؟ قَالَ: تَقُولُ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ

হজরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল ﷺ যখন তাঁর নামাজ শেষ করতেন, তখন তিনবার ইস্তিগফার করতেন এবং বলতেন- اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময় এবং আপনার থেকেই শান্তি। আপনি বরকতময় হে মহিমান্বিত ও সন্মানিত”। ওয়ালিদ বলেন: আমি আওয়াসিকে জিজ্ঞাসা করলাম:

^{২২১} সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে। হাদিস নং ১৫২২;

সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- আর এক প্রকার দুআ। হাদিস নং ১৩০৩

ফরজ নামাজের পরে দুআ করবে কি করবে না

ইস্তিগফার' কিরুপ? তিনি বললেন: আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ বলবে।^{২২২}

নোট: এই হাদিসেও নামাজের পরে 'আল্লাহুমা'র সাথে দুআর উল্লেখ রয়েছে।

দলিল: ৬, হাদিস-৫

كَتَبَ الْبَغِيضِيُّ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لَنَا أَنْ تُعْطِيَتنَا وَلَا مُعْطِيَ لَنَا مَنَعْتَ وَلَا تَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

হজরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু সুফিয়ানের পুত্র মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এক পত্রে লিখেন, নবিজি ﷺ প্রত্যেক নামাজে সালাম ফিরানোর পর বলতেন:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لَنَا أَنْ تُعْطِيَتنَا وَلَا مُعْطِيَ لَنَا مَنَعْتَ وَلَا تَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

অনুবাদ: আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি একাই মা'বুদ। তার কোন শরিক নেই। রাজত্ব সব তারই, যাবতীয় প্রশংসা তারই প্রাপ্য। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। ইয়া আল্লাহ! আপনি কাউকে যা দান করেন, তাকে বাঁধা দেওয়ার কেউ নেই। আর আপনি যাকে কোনকিছু দিতে বিরত থাকেন, তাকে তা দেওয়ার মত কেউ নেই। আপনার রহমত না হলে কারও প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না।^{২২৩}

নোট: এই হাদিসেও নামাজের পরে 'আল্লাহুমা'র সাথে দুআর উল্লেখ রয়েছে। যিকিরও রয়েছে।

দলিল: ৭, হাদিস-৬

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ وَاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدْ مَنَعْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَتَرْتُ وَمَا أَفْلَنْتُ وَمَا أَتَرَفْتُ وَمَا أَتَّعَمْتُ بِهِ مَنِي أَنْتَ الْبَقْدُ وَأَنْتَ الْبُؤْسُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

হজরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবিজি ﷺ নামাজের সালামের পর এই দুআ পাঠ করতেন—

^{২২২}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- নামাজের পর যিকির মুস্তাহাব এবং এর বিবরণ। হাদিস নং ৫৯১

^{২২৩}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- নামাজের পরের দুআ। হাদিস নং ৬৩৩০

ফরজ নামাজের পরে দুআ করবে কি করবে না

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْبَاقِي وَأَنْتَ
الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! মাফ করে দাও আমাকে যা আগে করেছে, যা পরে করেছে।
যা গোপনে করেছে, যা প্রকাশ্যে করেছে। আর যা সম্পর্কে তুমিই ভাল
জান আমার চেয়েও। তুমি সর্বাত্মে, তুমি সর্ব পশ্চাতে, নেই ইলাহ তুমি
ছাড়া।^{২২৪}

নোট: এই হাদিসেও নামাজের পরে ‘আল্লাহুম্মা’র সাথে দুআর উল্লেখ রয়েছে।

দলিল: ৮, হাদিস-৭

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَ دُبُرَ الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ
الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُغْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْدَلِ الْعُيُورِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

হজরত মুস’আব ইবনে সা’দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসুল ﷺ
এগুলো দ্বারা দুআ করতেন। তিনি বলতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُغْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْدَلِ الْعُيُورِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ
الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

অনুবাদ: “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা
থেকে। আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা থেকে। আমি
আরও আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবনের নিকৃষ্টতম অংশ (অতি
বার্ষক্য) থেকে। আর আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিতনা
থেকে। আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আজাব থেকে।”^{২২৫}

নোট: এই হাদিসেও নামাজের পরে ‘আল্লাহুম্মা’র সাথে দুআর উল্লেখ রয়েছে।

দলিল: ৯, হাদিস-৮

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَكَ يَدَيْهِ مَسَامَ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ

হজরত আসসাঈব ইবনে ইয়াজিদ রাহি. তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন।
তিনি বলেন: নবিজি ﷺ দুআর সময় তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন। আর
তাঁর দ্বারা মুখমণ্ডল মাসাহ করতেন।^{২২৬}

^{২২৪}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- নামাজের সালাম শেষে কি দুআ পড়বে। হাদিস নং ১৫০৯

^{২২৫}. সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- নবিজি ﷺ এর দুআ এবং প্রত্যেক নামাজের শেষে তাঁর
তাআওউয পাঠ। হাদিস নং ৩৫৬৭

^{২২৬}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- দুআর ফজিলত। হাদিস নং ১৪৯২

ফরজ নামাজের পরে দুআ করবে কি করবে না

নোট: এই হাদিস থেকেও প্রমাণিত হল, দুআর সময় হাতও ওঠাবে। তা নিজের চেহারাও মুছবে।

দলিল: ১০, হাদিস-৯

عَنْ سَلَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدٍ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ هُمَا صِفْرًا

হজরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন: তোমাদের রব চিরঞ্জীব ও মহান দাতা। যখন কোন বান্দাহ হাত উঠিয়ে দুআ করে, তখন তিনি তার খালি হাত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।^{২২৭}

নোট: এই হাদিস থেকেও প্রমাণিত হল, দুআর সময় হাতও ওঠাবে।

উপরোক্ত এক আয়াত, নয় হাদিস থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, নামাজের পরে হাত উঠিয়ে দুআ করবে। তারপর হাত চেহারাও মুছবে।

১৫. দ্বিতীয় জামাত মাকরুহ

মহল্লার মসজিদ। যেখানে বেতনভুক্ত ইমাম বিদ্যমান আছে। সেখানে দ্বিতীয় জামাত করা হানাফি মাজহাব অনুসারী উলামাদের মতে মাকরুহ। কেননা দ্বিতীয় জামাতের দ্বারা প্রথম জামাতের গুরুত্ব কমে যাবে। তাতে লোকও কম আসা শুরু হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ! যদি বাজারের মসজিদ হয়, যেখানে লোক এসে এসে নামাজ পড়ে, সেখানে দ্বিতীয় জামাত করা মাকরুহ নয়। যেখানে কতিপয় উলামাদের মতে মহল্লার মসজিদে দ্বিতীয় জামাত মাকরুহ নয়।

দুররে মুখতারের ইবারত বা মূলপাঠ হল—

وَيُكْرَهُ تَكْرَهُ الْجَمَاعَةِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ فِي مَسْجِدٍ مَحَلٍّ لَا فِي مَسْجِدٍ لَا إِمَامَةً لَهُ وَلَا مُؤَدِّنَ

অনুবাদ: মহল্লার মসজিদে আজান ও ইকামতের সাথে দ্বিতীয় জামাত করা মাকরুহ। কিন্তু যদি রাস্তার পাশের মসজিদ হয়, সেখানে ইমাম ও মুয়াজ্জিন না থাকে, তাহলে দ্বিতীয় জামাত মাকরুহ নয়।^{২২৮}

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

যে সকল আলেমদের কাছে দ্বিতীয় জামাত মাকরুহ নয়, তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

হাদিস-১

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ

হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে (জামাআতের পর) একাকী নামাজ আদায় করতে দেখে বলেন: তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি নেই, যে এই ব্যক্তিকে সাদাকা দিয়ে তার সাথে একত্রে নামাজ পড়তে পারে?^{২২৯}

হাদিস-২

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَتَجَرُّ عَلَى هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ

^{২২৮} দুররে মুখতার: পরিচ্ছেদ- ইমামত। প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৫২

^{২২৯} সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- একই নামাজ দুইবার একই মসজিদে জামাআতে আদায় করা।

হাদিস নং ৫৭৪

হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একবার রাসূল ﷺ এর নামাজ আদায়ের পর জনৈক ব্যক্তি মসজিদে নবীতে এল। রাসূল ﷺ বললেন তোমাদের মধ্যে কে এই ব্যক্তির সাথে সাওয়াব লাভের ব্যবসা করতে চাও? তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং তাঁর সাথে নামাজ আদায় করল। ২৩০

সাহাবা বাণী- ১

وَجَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَسْجِدِ كُذِّصَ فِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جُمُعَةً

সাহাবা বাণী: হজরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন এক মসজিদে গেলেন, যেখানে ইকামত দিয়ে জামাআতে নামাজ আদায় করলেন। ২৩১

সাহাবা বাণী- ২

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَمَرَ جُلَافًا أَذَّنَ وَأَقَامَ

সাহাবা বাণী: হজরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি এমন এক মসজিদে গেলেন, যেখানে নামাজের জামাত হয়ে গেছে। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, আর ঐ ব্যক্তি আজান দিলেন এবং ইকামত দিলেন। ২৩২

সাহাবা বাণী- ৩

حَدَّثَنِي أَبُو عُثَيْبَانَ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ: مَرَرْنَا بِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ صَلَّيْنَا صَلَاةَ الْعَدَاةِ وَمَعَهُ رَهْطٌ فَأَمَرَ جُلَا مِنْهُمْ فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَ: ثُمَّ أَمَرُوهُ فَأَقَامَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ

সাহাবা বাণী: হজরত আবু উসমান ইয়াশকুরি বর্ণনা করেন, হজরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের সামনে দিয়ে গেলেন। তখন আমরা ফজরের নামাজ পড়ছিলাম। হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে একটি দল ছিল। হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন: সে যেন আজান দেয়। সে আজান দিল। তারপর ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নাহ আদায় করলেন। বর্ণনাকারী বলেন: তারপর ঐ

২৩০. সুনানে তিরমিযি: পরিচ্ছেদ- কোন মসজিদে একবার জামাআত হওয়ার পর পুনরায় সেখানে জামাআত করা। হাদিস নং ১৬৩২

২৩১. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- জামাআতে নামাজ আদায়ের ফজিলত। হাদিস নং ৬৪৫

২৩২. মুসান্নাফে ইবনে শাইবা: পরিচ্ছেদ- ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যিনি মসজিদে এসে দেখেন নামাজ হয়ে গেছে। এখন কি সে আজান-ইকামত দিবে? হাদিস নং ২২৯৮

লোকদেরকে নির্দেশ দিলেন। তারা ইকামত দিলেন। তারপর সামনে এগিয়ে সকলকে নামাজ পড়ালেন।^{২৩৩}

তাবেয়ি বাণী- ১

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْقَوْمِ يَنْتَهُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صَلَّيَ فِيهِ قَالَ: يُؤَدُّنُونُ وَيُقِيمُونَ

তাবেয়ি বাণী: হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রাহি.-কে এমন জাতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, তারা এমন মসজিদে প্রবেশ করেছে, যে মসজিদে নামাজ হয়ে গেছে। তখন হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রাহি. বলেছেন: আজান দেবে এবং ইকামত দেবে (এবং নামাজ পড়বে)।^{২৩৪}

উক্ত দুই হাদিস, তিন সাহাবা বাণী ও এক তাবেয়ি বাণী থেকে অন্যান্য কিছু সংখ্যক আলেমগণ প্রমাণ করে, দ্বিতীয় জামাত মাকরুহ নয়।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

আহনাফের অভিমত হলো: মহল্লার মসজিদে যেখানে বেতনভুক্ত ইমাম রয়েছে, সেখানে দ্বিতীয় জামাত মাকরুহ। কেননা দ্বিতীয় জামাতের দ্বারা প্রথম জামাতের গুরুত্ব কমে যাবে। তাতে লোকও কম আসা শুরু হয়ে যাবে। তাদেও দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হলো-

দলিল: ১, হাদিস-১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِكَفٍّ فَيُخَطَّبُ ثُمَّ أَمُرُ بِالْقَلْبِ فَيُؤَذَّنُ لَهُمْ ثُمَّ أَمُرُ جَلَاءَهُمْ فَيُؤَذَّنُ النَّاسُ ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ فَأُخَرِّقُ عَلَيْهِمْ يَبُوتَهُمْ

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ বলেছেন: যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! আমার ইচ্ছা হয়, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দিই। তারপর নামাজ কায়েমের নির্দেশ দিই। এরপর নামাজের আজান দেওয়া হোক, তারপর এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামতি করার নির্দেশ দিই। এরপর আমি লোকদের কাছে যাই এবং তাদের (যারা নামাজে शामिल হয় নাই) ঘর জ্বালিয়ে দিই।^{২৩৫}

নোট: যদি দ্বিতীয় জামাত মাকরুহ না হত, তাহলে ঘরে অবস্থানকারী লোকেরা বলতে পারত, আমরা প্রথম জামাতে নয়, দ্বিতীয় জামাতে শরিক

^{২৩৩}. মুসান্নাফে ইবনে শাইবা: পরিচ্ছেদ- তাদের সম্পর্কে যারা মসজিদে এসে দেখেন নামাজ হয়ে গেছে। যারা বলেন: তারা জামাত করতে অসুবিধা নেই। হাদিস নং ৭০৯৪

^{২৩৪}. মুসান্নাফে ইবনে শাইবা: পরিচ্ছেদ- ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যিনি মসজিদে এসে দেখেন নামাজ হয়ে গেছে। এখন কি সে আজান-ইকামত দিবে? হাদিস নং ২৩০১

^{২৩৫}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- জামাতে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। হাদিস নং ৬৪৪

দ্বিতীয় জামাত মাকরুহ

হব। এজন্য তাদের ঘরে অবস্থানকারীদেরকে জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, দ্বিতীয় জামাত মাকরুহ।

দলিল: ২, হাদিস-২

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ مِنْ كَوَاحِي الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا قَبْلَ إِيَّاهُ مِنْزِلَهُ فَجَعَلَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ মদিনার বাহির থেকে এলেন। এসে দেখলেন, লোকেরা নামাজ পড়ে ফেলেছে। তখন তিনি ঘরে চলে গেলেন। নিজের পরিবারের লোকদেরকে একত্র করলেন। তাদেরকে নামাজ পড়ালেন।^{২৩৬}

নোট: এই হাদিসে দেখুন- নবিজি ﷺ মসজিদে দ্বিতীয় জামাত করেননি।

দলিল: ৩, তাবেয়ি বাণী-১

وَكَانَ الْأَسْوَدُ: إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ

তাবেয়ি বাণী: আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জামাতাত না পেলে অন্য মসজিদে চলে যেতেন।^{২৩৭}

দলিল: ৪, সাহাবা বাণী-১

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْكُتُوبَةِ وَمِثْلِهَا

সাহাবা বাণী: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরজ নামাজ পড়ে ফেলার পরে তারই মত পড়াকে মাকরুহ মনে করতেন (অর্থাৎ দ্বিতীয় জামাতকে মাকরুহ মনে করতেন)।^{২৩৮}

দলিল: ৫, সাহাবা বাণী-২

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْكُتُوبَةِ وَمِثْلِهَا

সাহাবা বাণী: হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরজ নামাজের পরে তারই মত পড়াকে মাকরুহ মনে করতেন (অর্থাৎ দ্বিতীয় জামাতকে মাকরুহ মনে করতেন)।^{২৩৯}

^{২৩৬}. তাবরানি আওসাত: আবদুন নাম সম্পর্কে। হাদিস নং ৪৬০১

^{২৩৭}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- জামাতে নামাজ আদায়ের ফীজলত। হাদিস নং ৬৪৫

^{২৩৮}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- যারা একবার নামাজ আদায় করার পর পুনরায় তার মতো নামাজ পড়াকে মাকরুহ বলেন। হাদিস নং ৬০০০

^{২৩৯}. প্রাণ্ডক্ত: হাদিস নং ৬০০৩

দ্বিতীয় জামাত মাকরুহ

দলিল: ৬, তাবেয়ি বাণী-২

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلَهَا

তাবেয়ি বাণী: হজহরত ইবরাহিম নাখয়ি রাহি. বলেছেন: সাহাবিরা ফরজ নামাজের পরে তারই মত পড়াকে মাকরুহ মনে করতেন (অর্থাৎ দ্বিতীয় জামাতকে মাকরুহ মনে করতেন)।^{২৪০}

عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَثْمَةَ وَالْأَسَدَ أَقْبَلَا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدٍ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّاسُ فَوَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمَا

সাহাবা বাণী: হজহরত ইবরাহিম নাখয়ি রাহি. থেকে বর্ণিত, হজরত আলকামা এবং আসওয়াদ রাহিমাহুমালাহ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মসজিদে গেলেন। লোকেরা তখন মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে বের হচ্ছিলেন। তখন উভয়কে ঘরে নিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একজনকে ডান পাশে এবং অপরজনকে বাম পাশে দাঁড় করালেন। তারপর উভয়কে নামাজ পড়ালেন।^{২৪১}

দলিল: ৮, তাবেয়ি বাণী-৩

عَنْ أَقْلَسَ قَالَ: جِئْتُ أَبَا الْقَاسِمِ السُّبَّحِي وَكَانَ قَدْ صَلَّى فَصَلَّى لِنَفْسِهِ غَيْرَ يَدًا بِالْمَكْتُوبَةِ

তাবেয়ি বাণী: হজহরত আফলাহ রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ও কাসিম রাহি. মসজিদে এলাম। লোকেরা তখন নামাজ পড়া শেষ করে ফেলেছে। কাসিম রাহি. তখন নিজের নামাজ পৃথকভাবে পড়লেন। অর্থাৎ ফরজ নামাজ শুরু করলেন এবং পড়লেন।^{২৪২}

নোট: মসজিদে জামাত করেননি, বরং পৃথক পৃথক নামাজ পড়েছেন।

দলিল: ৯, তাবেয়ি বাণী-৪

عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُصَلُّونَ فُرَادَى

তাবেয়ি বাণী: হজহরত হাসান বলেন, একাকি নামাজ পড়বে (দ্বিতীয় জামাত করবে না)।^{২৪৩}

^{২৪০}. প্রাণ্ডক্ত: হাদিস নং ৬০০২

^{২৪১}. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- একজন পুরুষ দুইজন পুরুষ ও মহিলায় ইমামতি করা প্রসঙ্গে। হাদিস নং ৩৮৮৩

^{২৪২}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- জামাতের পরে কোন ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ প্রসঙ্গে। হাদিস নং ৭০৮৩

^{২৪৩}. মুসান্নাফে ইবনে শাইবা: পরিচ্ছেদ- তাদের সম্পর্কে যারা মসজিদে এসে দেখেন নামাজ হয়ে গেছে। যারা বলেন: তারা জামাত করতে অসুবিধা নেই। হাদিস নং ৭১০৮

দ্বিতীয় জামাত মাকরুহ

দলিল: ১০, আয়াত-১

قَوْلُ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

“অতএব দুর্ভোগ সেই নামাজীদের- যারা নিজেদের নামাজ সম্মন্ধে উদাসীন।”^{২৪৪}

নোট: জামাত হচ্ছে আর এরা দ্বিতীয় জামাতের অপেক্ষায় অনসতা করছে। এটাও দুর্ভোগের কথা। এজন্য আয়াতের ইশারা থেকেও বুঝা যায়, দ্বিতীয় জামাত করবে না।

এই এক আয়াত, দুই হাদিস, তিন সাহাবা বাণী ও চার তাবেয়ি বাণী থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, মহল্লার মসজিদে দ্বিতীয় জামাত করা মাকরুহ।

জুমার খুতবার সময় নফল নামাজ পড়া মাকরুহ কিনা?

১৬. জুমার খুতবার সময় নফল নামাজ পড়া মাকরুহ কিনা?

হানাফি ফুকাহাদের মতে জুমার খুতবার সময় নফল নামাজ পড়া মাকরুহ।
কিছু সংখ্যক উলামাদের কাছে জায়েজ আছে; বরং উত্তম।

হিদায়ার ইবারত বা মূলপাঠ হল—

خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة إلى أن يفرغ من خطبته لباقيته من الاشتغال عن استماع الخطبة
অনুবাদ: জুমার দিন ইমাম যখন খুতবার জন্য (হুজরা থেকে) বের হবেন,
তখন থেকে খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নফল আদায় করবে না। কেননা
তাতে খুতবা শ্রবণ করা থেকে অন্য-মনস্ক হওয়া আবশ্যিক হয়।^{২৪৫}

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

কিছু সংখ্যক উলামা বলেন: খুতবার সময় তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া
জায়েজ আছে। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

হাদিস-১

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخُطِّبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ:
أَصَلَّيْتُمْ يَا فُلَانٌ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَازَكُمُ رُكْعَتَيْنِ

হজরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন: (কোন এক) জুম'আর দিন নবিজি ﷺ লোকদের সামনে খুতবা
দিচ্ছিলেন। এমনি সময় এক ব্যক্তি আগমন করল। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা
করলেন: হে অমুক! তুমি কি নামাজ আদায় করেছ? সে বলল: না। তিনি
বললেন: ওঠ, নামাজ আদায় করে নাও।^{২৪৬}

নোট: এর থেকে প্রমাণিত হয়, খুতবার সময় দুই রাকাত পড়া যাবে।

হাদিস-২

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ سُلَيْمُ بْنُ الْأَعْقَفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخُطِّبُ
فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْمُ فَمَازَكُمُ رُكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزُ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ
يَخُطِّبُ فَلْيَبْزِكُمُ رُكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

হজরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন: সুলাইক গাতফানি রাদিয়াল্লাহু আনহু জুম'আর দিনে এলেন। তখন রাসূল

^{২৪৫}. হিদায়া: পরিচ্ছেদ- নামাজের মাকরুহ সময়। পৃষ্ঠা- ৪৩

^{২৪৬}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- ইমাম খুতবা দেওয়ার সময় কাউকে আসতে দেখলে তাকে দু' রাকআত নামাজ আদায়ের আদেশ দেওয়া। হাদিস নং ৯৩০

জুমার খুতবার সময় নফল নামাজ পড়া মাকরুহ কিনা?

ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। সুলাইক রাদিয়াল্লাহু আনহু বসে পড়লেন। নবিজি
ﷺ বললেন, হে সুলাইক! তুমি দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে দু'রাকাত নামাজ আদায়
করে নাও। তারপর বললেন: তোমাদের কেউ জুম'আর দিন মসজিদে এলে,
ইমাম তখন খুতবারত থাকলে সংক্ষিপ্ত আকারে দু'রাকাত নামাজ আদায়
করে নেবে।^{২৪৭}

হাদিস-৩

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَقَدْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَصِلْ رَكَعَتَيْنِ

হজরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি
ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন: জুম'আর দিনে তোমাদের কেউ যখন
(মসজিদে) আসে, আর তখন যদি ইমাম (হুজরা থেকে) বের হয়ে থাকেন, তবে
সে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে নেবে।^{২৪৮}

এই তিন হাদিস থেকে কতিপয় উলামা প্রমাণ করে, কেউ যদি খুতবার সময়
মসজিদে আসে, তাহলে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে নেওয়ার
সুযোগ আছে।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

আহনাফের অভিমত হলো: জুমার খুতবার সময় নামাজ পড়া মাকরুহ। তাদের
দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

দলিল: ১, আয়াত-১

وَإِذَا قُئِي فِي الْفُرْآنِ فَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনযোগ দিয়ে তা শোন
আর চুপ থাক। যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।”^{২৪৯}

নোট: খুতবায় কুরআনুল কারিমের আয়াত পাঠ করা হয়। আর এই আয়াতে
এসেছে, যখন কুরআনুল কারিম পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনযোগ দিয়ে
তা শোন আর চুপ থাক। যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। এই
আয়াতের কারণে আহনাফের মতে খুতবার সময় নামাজ পড়া নিষেধ।

^{২৪৭} সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- ইমামের খুতবাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা। হাদিস

নং ৮৭৫

^{২৪৮} প্রাগুক্ত

^{২৪৯} আরাফ- ৭: ২০৪

জুমার খুতবার সময় নফল নামাজ পড়া মাকরুহ কিনা?

দলিল: ২, হাদিস-১

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِهَا اسْتَطَاءَ مِنْ طَهْرِهِ أَذْهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طَيْبٍ ثُمَّ رَأَى فَلَمْ يَفْرِقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا تُسَبِّحُ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفْرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

হজরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে, যথাসম্ভব উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, এরপর তেল মেখে নেয় বা সুগন্ধি ব্যবহার করে, তারপর (মসজিদে) যায়, আর দু'জনের মধ্যে ফাঁক করে না, তার ভাগ্যে নির্ধারিত পরিমাণ নামাজ আদায় করে। আর ইমাম যখন (খুতবার জন্য) বের হন, তখন চুপ থাকে। তার এ জুমআ ও পরবর্তী জুমআর মধ্যবর্তী যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।^{২৫০}

দলিল: ৩, হাদিস-২

وَأَبُو هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَاكَ وَمَسَّ مِنْ طَيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَيْسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ أَنْ يَرِكَعَ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَأَنَّهُ كَفَّارَةٌ لِبَيْنِهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করলো। মিসওয়াক করলো। যে সুগন্ধি তার কাছে আছে, তা লাগালো। আর নিজের উত্তম কাপড় থেকে কোন কাপড় পরিধান করলো। তারপর রওয়ানা হয়ে মসজিদে এলো। মানুষের ঘাড় না টপকিয়ে যত রাকাত সম্ভব পড়লো। তারপর যখন ইমাম খুতবার জন্য (হুজরা থেকে) বের হল, তখন চুপ থাকলো। ইমাম নামাজ শেষ করা পর্যন্ত কোন কথা না বলে, তাহলে এ সকল আমল এই জুমা এবং এর পূর্বের জুমা পর্যন্ত কাফফারা হয়ে গেলো।^{২৫১}

নোট: এই হাদিসে এসেছে খুতবার সময় চুপ ছিল। এই হাদিসে এটিও এসেছে, সুল্লাতও পড়েনি।

^{২৫০}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- জুমআর দিন নামাজে দু'জনের মধ্যে ফাঁক না করা। হাদিস নং

৯১০

^{২৫১}. মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে আবু সাঈদ খুদরি: হাদিস নং ১১৭৬৮

জুমার খুতবার সময় নফল নামাজ পড়া মাকরুহ কিনা?

দলিল: ৪, সাহাবা বাণী-১

عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانَ الْإِمَامُ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكَنَا الصَّلَاةَ

সাহাবা বাণী: হজরত সা'লাবা ইবনে মালেক রাহি. বলেন: আমি হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পেয়েছি। তখন ব্যাপার এমন ছিল, যখন ইমাম জুমার দিন (হুজরা থেকে) বের হতেন, তখন আমরা নামাজ পড়া ছেড়ে দিতাম।^{২৫২}

দলিল: ৫, সাহাবা বাণী-২

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهُانِ الصَّلَاةَ وَالْكَلامَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
সাহাবা বাণী: হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এই দুজন খুতবার জন্য ইমাম (হুজরা থেকে) বের হওয়ার পরে নামাজ পড়া ও কথাবার্তা বলা মাকরুহ মনে করতেন।^{২৫৩}

দলিল: ৬, তাবেয়ি বাণী-১

عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: خَرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ كَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ
তাবেয়ি বাণী: হজরত ইবনে মুসাইয়্যাব বলেন: ইমামের (হুজরা থেকে) বের হওয়াটা নামাজকে নিষিদ্ধ করে দেয়। তার কথা (অর্থাৎ খুতবা দেওয়া) কথাবার্তাকে নিষিদ্ধ করে দেয়।^{২৫৪}

নোট: খুতবার জন্য ইমাম যখন (হুজরা থেকে) বের হয়, তখন নামাজ ও কথাবার্তা বলা উভয়টিই নিষিদ্ধ।

দলিল: ৭, তাবেয়ি বাণী-২

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: مَتَى يَكْرَهُ الْكَلَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ أَوْ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ شَكَّ
তাবেয়ি বাণী: হজরত ইবরাহিম নাখয়ি রাহি. বলেন: আমি হজরত আলকামা রাহি.-কে জিজ্ঞেস করেছি: জুমার দিন কথাবার্তা বলা কি মাকরুহ? তিনি তখন বললেন: ইমাম যখন খুতবা দিতে শুরু করবে অথবা এটা বলেছেন:, ইমাম যখন খুতবার জন্য (হুজরা থেকে) বের হয়ে যায় (বর্ণনাকারীর সন্দেহ

^{২৫২} মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- ইমামের খুতবা শুরু হলে নামাজ না পড়া প্রসঙ্গে।

হাদিস নং ৫১৭৩

^{২৫৩} প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৫১৭৫

^{২৫৪} মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- ইমাম (হুজরা থেকে) বের হওয়ার সময় মানুষ বসে থাকা। হাদিস নং ৫৩৫১

জুমার খুতবার সময় নফল নামাজ পড়া মাকরুহ কিনা?

রায়েছে), ইমাম যখন খুতবা দিতে শুরু করবে বলেছেন, নাকি খুতবার জন্য (হুজরা থেকে) বের হয়ে যায় বলেছেন)।^{২৫৫}

দলিল: ৮, তাবেয়ি বাণী-৩

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا يُصَلِّ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرَغَ الْإِمَامُ

তাবেয়ি বাণী: হজরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রাহি. বলতেন: ইমাম যখন খুতবার জন্য (হুজরা থেকে) বের হন, তখন ইমাম নামাজ শেষ করা পর্যন্ত কোন নামাজ পড়বে না।^{২৫৬}

দলিল: ৯, তাবেয়ি বাণী-৪

عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرَؤَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا صَلَاةَ

তাবেয়ি বাণী: হজরত উরওয়াহ রাহি. বলেন, ইমাম যখন মিম্বারে বসে যায়, তখন কোন নামাজ নেই।^{২৫৭}

উক্ত এক আয়াত, দুই হাদিস, দুই সাহাবা বাণী ও চার তাবেয়ি বাণী থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, জুমার খুতবার সময় না কথাবার্তা বলবে, না নামাজ পড়বে।

^{২৫৫}. প্রাপ্তক: হাদিস নং ৫৩৫৫

^{২৫৬}. ^{২৫৬}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- ইমামের খুতবা শুরু হলে নামাজ না পড়া

প্রসঙ্গে। হাদিস নং ৫১৬৮

^{২৫৭}. প্রাপ্তক: হাদিস নং ৫১৭০

ঠিক দুপুরের সময় জুমার নামাজ পড়া কেমন

১৭. ঠিক দুপুরের সময় জুমার নামাজ পড়া কেমন

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: জোহরের নামাজ যেমন ঠিক দুপুরের সময় মাকরুহ, তেমনিভাবে জুমার নামাজও মাকরুহ। চাই ঠিক দুপুরের সময় হোক, কিংবা ঠিক দুপুরের পূর্বে হোক।

অথচ অন্যান্য কিছু সংখ্যক আলেমদের মতে জুমার নামাজ ঠিক দুপুরের পূর্বেও জায়েজ আছে।

হিদায়ার ইবারত বা মূলপাঠ হল—

لاتَجِزُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ قِيَامِهَا لِقِ الظُّهْرِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا

অনুবাদ: সূর্যদোয়ের সময়, ঠিক দুপুরের সময় এবং সূর্যাস্তের সময় নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই।^{২৫৮}

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

অন্যান্য যে সকল কিছু সংখ্যক আলেমদের কাছে ঠিক দুপুরের পূর্বে জুমার নামাজ জায়েজ আছে, তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—
হাদিস-১

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ: إِنَّ جِهَنَّمَ تُسَبَّحُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

হজরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবিজি ﷺ জুমআর দিন ছাড়া অন্যদিন ঠিক দুপুরে নামাজ আদায় করা মাকরুহ মনে করতেন। তিনি আরও বলেন: জুমআর দিন ব্যতীত অন্যদিনের এই সময়ে জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়।^{২৫৯}

হাদিস-২

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

হজরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু জুমআর দিন ছাড়া অন্যদিন ঠিক দুপুরে নামাজ আদায় করা মাকরুহ মনে করতেন।^{২৬০}

^{২৫৮}. হিদায়া: পরিচ্ছেদ- নামাজের মাকরুহ সময়। পৃষ্ঠা- ৪৩

^{২৫৯}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- সূর্য পশিমাকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে জুমআর দিন নামাজ আদায় করা সম্পর্কে। হাদিস নং ১০৮৩

^{২৬০}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- যারা জুমার দিনে দুপুরে বেলা নামাজের অনুমতি দেয় হাদিস নং ৫৪২৮

ঠিক দুপুরের সময় জুমার নামাজ পড়া কেমন

দলিল-৩

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَكْرَهُ السَّلَاةُ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

তাবেয়ি বাণী: হজরত হাসান রাহি. জুমআর দিন ছাড়া অন্যদিন ঠিক দুপুরে নামাজ আদায় করা মাকরুহ মনে করতেন।^{২৬১}

হাদিস-৪

عَنْ أُرْوُودَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: السَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَفَتْيْهَا

হজরত উম্মে ফারওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসুল ﷺ কে উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: ওয়াক্তের প্রথম ভাগে নামাজ আদায় করা সর্বোত্তম কাজ।^{২৬২}

নোট: কিছু সংখ্যক উলামা ওয়াক্তের প্রথম ভাগে এতো দ্রুত করে থাকেন, জুমার দিন ঠিক দুপুরের পূর্বেই জুমার নামাজ পড়ার চেষ্টা করে থাকে।

উক্ত দুই হাদিস, এক সাহাবা বাণী ও এক তাবেয়ি বাণী অন্যান্য কিছু সংখ্যক আলেমগণ প্রমাণ করে, জুমার নামাজ ঠিক দুপুরের সময় পড়া জায়েজ আছে।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: জুমার নামাজ ঠিক দুপুরের সময় হোক কিংবা ঠিক দুপুরের পূর্বে পড়া মাকরুহ। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

দলিল: ১, হাদিস-১

قَالَ: سَبَعْتُ عَقِبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى فِيهَا لَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَنَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بِإِزْغَةٍ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّلُمَةِ حَتَّى تَبِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

হজরত আমি উকবা ইবনে আমির জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি, রাসুল ﷺ তিনটি সময়ে নামাজ আদায়, মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করা হতে আমাদের নিষেধ করতেন। সূর্য যখন আলোকজ্জ্বল হয়ে উদয় হতে থাকে, তখন থেকে পরিষ্কারভাবে উপরে না ওঠা পর্যন্ত। যখন সূর্য ঠিক

^{২৬১}. প্রাণ্ডক্ত: হাদিস নং ৫৪৩২

^{২৬২}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- নামাজসমূহের হিফাজত সম্পর্কে।। হাদিস নং ৪২৬

ঠিক দুপরের সময় জুমার নামাজ পড়া কেমন

মধ্যাকাশে থাকে, তখন থেকে ঢলে না পড়া পর্যন্ত ও সূর্য অস্ত যাওয়া শুরু হলে, যাবৎ না সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়।^{২৬৩}

দলিল: ২, হাদিস-২

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَائِجِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قُرْنُ السَّيِّطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْقَهَا فَإِذَا اسْتَوَتْ فَارْقَهَا فَإِذَا أَلَتْ فَارْقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ فَارْقَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارْقَهَا وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ

হজরত আবদুল্লাহ সুনাবিহী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন: সূর্য শয়তানের দুই শিঙের মধ্য দিয়ে উদিত হয়। যখন সূর্য উপরে ওঠে, তখন শয়তান তা থেকে দূরে সরে যায়। আবার যখন সূর্য মাথার উপর আসে, তখন শয়তান এসে মিলিত হয়। আবার ঢলে পড়লে পৃথক হয়ে যায়। আবার যখন সূর্য অস্তগমনের নিকটবর্তী হয়, তখন শয়তান মিলিত হয়। যখন সূর্য অস্তমিত হয়, তখন শয়তান সরে যায়। এ জন্যই রাসুল ﷺ এ তিন সময় নামাজ আদায় করতে নিষেধ করেছেন।^{২৬৪}

নোট: এই তিন সময়ে নামাজ পড়ার অর্থ হল: শয়তানেরও ইবাদাত হবে। এজন্য এই তিন সময়ে নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। এজন্য হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: জুমার নামাযও ঠিক দুপরের সময় জায়েজ নেই।

দলিল: ৩, হাদিস-৩

أَنَّ سَهْمَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি। ফজরের পর সূর্য উদিত হয়ে (একটু) উপরে না ওঠা পর্যন্ত, আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত কোন নামাজ নেই।^{২৬৫}

নোট: হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ উক্ত সতর্কতার মধ্যে জুমার নামাজকেও গণ্য করে, ঠিক দুপর বেলা জুমা নেই।

^{২৬৩}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- যে সকল ওয়াক্তে নামাজ আদায় করা নিষেধ। হাদিস নং ৮৩১;

সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- নামাজের নিষিদ্ধ ওয়াক্তসমূহ। হাদিস নং ৫৬০

^{২৬৪}. সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- নামাজের নিষিদ্ধ ওয়াক্তসমূহ। হাদিস নং ৫৫৯

^{২৬৫}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে নামাজ আদায়ের উদ্যোগ নিবে না।

হাদিস নং ৫৮৬

ঠিক দুপরের সময় জুমার নামাজ পড়া কেমন

দলিল: ৪, হাদিস-৪

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَبِيلِ الشَّمْسِ

হজরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ জুম'আর নামায আদায় করতেন, যখন সূর্য হেলে যেত।^{২৬৬}

নোট: হানাফিদের আমল উক্ত হাদিসের উপর।

দলিল: ৫, হাদিস-৫

وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ وَقْتَ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كَوُتِ الطُّهْرُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّيْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَثْمًا تَجُوزُ أَيْضًا وَقَالَ أَحْمَدُ: وَمَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَّ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ

এই বিষয়ে অধিকাংশ আলিম একমত, জোহরের ওয়াক্তের মত সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর হল জুমআর ওয়াক্ত। এ হল ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখদের অভিমত। কোন কোন আলিম মনে করেন, যাওয়াল বা পশ্চিমে সূর্য হেলে পড়ার আগেও যদি জুমআর নামাজ পড়া হয়, তবে তা আদায় হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ রাহি. বলেন: যাওয়াল বা পশ্চিমে সূর্য হেলে পড়ার আগেও যদি কেউ জুমআর নামায আদায় করে নেয়, তবে তাকে আর তা পুনরায় আদায় করতে হবে না।^{২৬৭} উক্ত চার হাদিস ও এক ইমামদের বাণী থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, ঠিক দুপরের সময় জুমা পড়া মাকরুহ।

^{২৬৬}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- সূর্য হেলে গেলে জুমআর ওয়াক্ত হয়। হাদিস নং ৯০৪; সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- জুমআর ওয়াক্ত। হাদিস নং ৫০৩

^{২৬৭}. সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- জুমআর ওয়াক্ত। হাদিস নং ৫০৪

মাকরুহ সময়গুলোতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া কেমন

১৮. মাকরুহ সময়গুলোতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া কেমন

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: এই তিন সময়- সূর্যদোয়, ঠিক দুপুর ও সূর্যাস্তের সময় তাহিয়্যাতুল মসজিদ, নফল কিংবা কোন ফরজ নামাজ পড়া মাকরুহ।

যেখানে কিছু সংখ্যক আলেমদের কাছে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া জায়েজ আছে।

হিদায়ার ইবারাত বা মূলপাঠ হল-

لَا تَجُزِّ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ قِيَامِهَا وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا

অনুবাদ: সূর্যদোয়ের সময়, ঠিক দুপুরের সময় এবং সূর্যাস্তের সময় নামাজ আদায় করা জায়েজ নেই।^{২৬৮}

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

কতিপয় উলামাদের মতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া জায়েজ আছে, তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল-

হাদিস-১

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّكَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكُمْ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

হজরত আবু কাতাদা সালামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন: তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে নেয়।^{২৬৯}

হাদিস-২

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ النَّاسِ قَالَ: فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكُمَ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ قَالَ: فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكُمَ رُكْعَتَيْنِ

হজরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মসজিদে গেলাম তখন রাসুল ﷺ লোকদের সামনে বসেছিলেন। তিনি

^{২৬৮} হিদায়া: পরিচ্ছেদ- নামাজের মাকরুহ সময়। পৃষ্ঠা- ৪৩

^{২৬৯} সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে নেয়। হাদিস নং ৪৪৪

মাকরুহ সময়গুলোতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া কেমন

বলেন: আমিও বসে পড়লাম। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন: বসার আগে দু'রাকাত নামাজ আদায় করা থেকে তোমাকে কিসে বিরত রাখল? আমি বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনাকে বসা দেখলাম এবং লোকেরাও বসা ছিল। তখন রাসূল ﷺ বললেন: যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন দু'রাকাত নামাজ আদায়ের আগে বসবে না।^{২৭০}

হাদিস-৩

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ سَلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ: يَا سَلَيْكُ ثُمَّ فَرَكَكُمْ رُكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزَ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكُكُمْ رُكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

হজরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সুলাইক গাতফানি রাদিয়াল্লাহু আনহু জুমআর দিনে এলেন। তখন রাসূল ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। সুলাইক রাদিয়াল্লাহু আনহু বসে পড়লেন। নবিজি ﷺ বললেন: হে সুলাইক! তুমি দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে নাও। তারপর বললেন: তোমাদের কেউ জুমআর দিন মসজিদে এলে, ইমাম তখন খুতবারত থাকলে সংক্ষিপ্ত আকারে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে নেবে।^{২৭১}

উক্ত তিন হাদিস থেকে অন্যান্য কিছু সংখ্যক আলেম প্রমাণ করে, মাকরুহ সময়েও যদি মসজিদে আসে, তখন তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে নেবে।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ বলেন: সাধারণ অবস্থায় তাহিয়্যাতুল মসজিদ অবশ্যই পড়বে। কিন্তু মাকরুহ সময়ে যদি মসজিদে প্রবেশ করে, তখন পড়বে না। মাকরুহ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে পড়বে। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

^{২৭০}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় মুস্তাহাব এবং দু'রাকাত আদায় করার পূর্বে বসা মাকরুহ। হাদিস নং ৭১৪

^{২৭১}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- ইমামের খুতবাকালে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা। হাদিস নং ৮৭৫

হাদিস-১

قَالَ: سَبَعْتُ عَقِيَّةَ بَنِي عَامِرٍ الْمُجَهِّيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْهَانِ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ تَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بِأَرْعَافٍ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَبِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَصِفُّ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

হজরত আমি উকবা ইবনে আমির জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলতে শুনেছি, রাসূল ﷺ তিনটি সময়ে নামাজ আদায়, মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করা হতে (অর্থাৎ জানাযার নামাজ পড়তে) আমাদের নিষেধ করতেন। সূর্য যখন আলোকজ্জ্বল হয়ে উদয় হতে থাকে, তখন থেকে পরিস্কারভাবে উপরে না উঠা পর্যন্ত। যখন সূর্য ঠিক মধ্যাকাশে থাকে, তখন থেকে ঢলে না পড়া পর্যন্ত এবং সূর্য অস্ত যাওয়া শুরু হলে, যাবৎ না সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হয়।^{২৭২}

হাদিস-২

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَائِجِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قُرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَفَعَتْ فَأَرْقَهَا فَإِذَا اسْتَوَتْ فَأَرْقَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَأَرْقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ فَأَرْقَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَأَرْقَهَا وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ

হজরত আবদুল্লাহ সুনাবিহী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, সূর্য শয়তানের দুই শিঙের মধ্য দিয়ে উদিত হয়। যখন সূর্য উপরে ওঠে, তখন শয়তান তা থেকে দূরে সরে যায়। আবার যখন সূর্য মাথার উপর আসে, তখন শয়তান এসে মিলিত হয়। আবার ঢলে পড়লে পৃথক হয়ে যায়। আবার যখন সূর্য অস্তগমনের কাছাকাছি হয়, তখন শয়তান মিলিত হয়। যখন সূর্য অস্তমিত হয়, তখন শয়তান সরে যায়। এ জন্যই রাসূল ﷺ এ তিন সময় নামাজ আদায় করতে নিষেধ করেছেন।^{২৭৩}

নোট: এই তিন সময়ে নামাজ পড়ার অর্থ হল শয়তানেরও ইবাদাত হবে। এজন্য এই তিন সময়ে নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। এজন্য হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: জুমার নামাযও ঠিক দুপরের সময় জায়েয নেই।

^{২৭২}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- যে সকল ওয়াক্তে নামাজ আদায় করা নিষেধ। হাদিস নং ৮৩১;

সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- নামাজের নিষিদ্ধ ওয়াক্তসমূহ। হাদিস নং ৫৬০

^{২৭৩}. সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- নামাজের নিষিদ্ধ ওয়াক্তসমূহ। হাদিস নং ৫৫৯

মাকরুহ সময়গুলোতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া কেমন

হাদিস-৩

أَنَّ سَهْمَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفَعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি, ফজরের পর সূর্য উদিত হয়ে (একটু) উপরে না ওঠা পর্যন্ত, আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত- কোন নামাজ নেই।^{২৭৪}

নোট: হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ উক্ত সতর্কতার মধ্যে জুমার নামাজকেও গণ্য করে, ঠিক দুপুর বেলা জুমা নেই।

উপরিউক্ত তিন হাদিস থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, এ তিন সময়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ কিংবা নফল পড়া মাকরুহ।

^{২৭৪}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে নামাজ আদায়ের উদ্যোগ নিবে না। হাদিস

বিতরের নামাজ তিন রাকাত নাকি এক রাকাত

১৯. বিতরের নামাজ তিন রাকাত নাকি এক রাকাত

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: এক সালামের সাথে তিন রাকাত বিতর।

যেখানে কতিপয় উলামাদের মতে এক রাকাতও পড়া যায়। তিন রাকাতও পড়া যায়। এক সালামে পাঁচ রাকাতও পড়া যায়। এক সালামে সাত রাকাতও পড়া যায়। তদুপরি এক সালামে এক রাকাত পড়া তাদের কাছে সবচেয়ে উত্তম।

হিদায়ার ইবারত বা মূলপাঠ হল—

قال: الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام لها روت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه

الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث وحكى الحسن رحمه الله إجماع المسلمين على الثلاث

অনুবাদ: বিতর হলো তিন রাকাত, যার মাঝে সালাম দ্বারা ব্যবধান করা হবে না। কেননা হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ তিন রাক'আতের বিতর আদায় করতেন। তদুপরি হাসান রাহি. বিতরের তিন রাক'আতের ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা বর্ণনা করেছেন।^{২৭৫}

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

যে সকল আলেমগণ এক রাকাত বিতরের প্রবক্তা, অথবা পাঁচ ও সাত রাকাতও এক সালামে বিতর পড়া যায় এমন মত পোষণ করেন, তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

হাদিস-১

سَأَلْتُ ابْنَ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ: أَطِيلُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ

الْأَيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ

আমি হজরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: ফজরের দুই রাকাত (সুন্নত) কি দীর্ঘ করব? তিনি বললেন: রাসূল ﷺ এর রাতের নামাজ হতো দুই রাকাত করে। তিনি বিতর করতেন এক রাকাত। আর (ফজরের) দুই রাকাত (সুন্নত) এমনভাবে আদায় করতেন, আজানের আওয়াজ তখনো তাঁর কানে বাজত।^{২৭৬}

^{২৭৫}. হিদায়া: পরিচ্ছেদ- সালাতুল বিতর। পৃষ্ঠা- ৬৬

^{২৭৬}. সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- বিতর এক রাক'আত। হাদিস নং ৪৬১

বিতরের নামাজ তিন রাকাত নাকি এক রাকাত

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ তেরো রাকাত নামাজ আদায় করতেন। এর মধ্যে পাঁচ রাকাত দিয়ে তিনি বিতর আদায় করতেন। এর শেষে ব্যতীত কখনও বসতেন না।^{২৮০}

নোট: এই হাদিস থেকে বুঝা গেল, বিতর পাঁচ রাকাত।

হাদিস-৬

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ

أَنْ يُؤْتِرَ بِخُبْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

হজরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন: বিতরের নামাজ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হক। যে ব্যক্তি তাকে পাঁচ রাকাত আদায় করতে চায়, সে পাঁচ রাকাত আদায় করবে। যে ব্যক্তি তিন রাকাত আদায়ের ইচ্ছা করে, সে একরূপ করবে। আর যে ব্যক্তি এক রাকাত আদায় করতে চায়, সে এক রাকাত আদায় করবে।^{২৮১}

এই ছয় হাদিস থেকে কতিপয় উলামা প্রমাণ করে, বিতর এক রাকাতও আছে। তিন রাকাতও আছে। আর পাঁচ রাকাতও আছে। তবে এক রাকাত উত্তম।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিमत হলো: বিতর হল এক সালামে তিন রাকাত। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

হাদিস-১

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتِرُ بِثَلَاثٍ يُفْرَأُ فِيهِنَّ سُبُّوحٌ سُوْرٌ مِنَ الْبُفْقَلِ يُفْرَأُ فِي كُلِّ

رُكْعَةٍ بِثَلَاثٍ سُوْرٍ آخِرُهُنَّ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ তিন রাকাত বিতর করতেন। এতে তিনি ‘মুফসসাল’ এর নয়টি সুরা তিলাওয়াত করতেন।

^{২৮০}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- রাতের নামাজ, রাতের বেলা নবিজি ﷺ এর নামাজের রাক'আত সংখ্যা, বিতর নামাজ এক রাক'আত এবং এক রাক'আত নামাজও বিস্তৃত হওয়া প্রসঙ্গে। হাদিস নং ৭৩৭; সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- বিতর পাঁচ রাক'আত। হাদিস নং ৪৫৯

^{২৮১}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- বিতরের নামাজ কয় রাক'আত? হাদিস নং ১৪২২; সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- বিতর নামাজ সম্পর্কে আবু আইয়ুবের হাদীস বর্ণনায় যুহরীর ওপর মতানৈক্য।

হাদিস নং ১৭১২

বিতরের নামাজ তিন রাকাত নাকি এক রাকাত

প্রতি রাকাতে পড়তেন তিনটি করে। শেষ সূরাটি হতো- (সূরা ফুল হুওল্লাহু أَحَدٌ) (সূরা ইখলাস)।^{২৮২}

হাদিস-২

عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رُكْعَتَي الْوُتْرِ هَجْرَتِ سَائِدِ بْنِ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رُكْعَتَي الْوُتْرِ هَجْرَتِ سَائِدِ بْنِ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رُكْعَتَي الْوُتْرِ هَجْرَتِ سَائِدِ بْنِ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رُكْعَتَي الْوُتْرِ

হাদিস-৩

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى بِسْمِ اللَّهِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الرُّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهَا

হজরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ বিতরের নামাজে “সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা” দ্বিতীয় রাকাতে “কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন” এবং শেষ রাকাতে “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ” পাঠ করতেন। আর শুধু শেষ রাকাতেই সালাম ফিরাতেন।^{২৮৪}

সাহাবা বাণী -১

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّكَ كَانَ يُؤْتِي ثَلَاثَ: بِسْمِ اللَّهِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي آيَةِ الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

সাহাবা বাণী: হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি তিন রাকাত বিতরের নামাজ আদায় করতেন “সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা”, “ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন” এবং “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ” দ্বারা।^{২৮৫}

উপরিউক্ত তিন হাদিস ও এক সাহাবা বাণী থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, বিতরের নামাজ এক সালামে তিন রাকাত।

^{২৮২}. সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- বিতর তিন রাক'আত। হাদিস নং ৪৬০

^{২৮৩}. সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- তিন রাক'আত বিতরের নামাজ কিভাবে আদায় করতে হবে? হাদিস নং ১৬৯৮ সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- বিতরের নামাজে কেব্রাত। হাদিস নং ১৪২৩

^{২৮৪}. সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- বিতরের নামাজ সম্বন্ধে উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিস বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পার্থক্য। হাদিস নং ১৭০১; সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- বিতরের নামাজে কেব্রাত। হাদিস নং ১৪২৩

^{২৮৫}. সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- বিতরের নামাজ সম্বন্ধে সাঈদ ইবনে জুবাইর কর্তৃক ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে আবু ইসহাকের উপর মতানৈক্য। হাদিস নং ১৭০৩

মুসাফিরের নামাজ দুই রাকাত নাকি চার রাকাত

২০. মুসাফিরের নামাজ দুই রাকাত নাকি চার রাকাত

যদি আটচল্লিশ মাইল সফর হয়, তাহলে কসর করবে। চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ, দুই রাকাত পড়বে। কিন্তু যদি কেউ চার রাকাত পড়ে ফেলে, তাহলে দুই রাকাতের পরে যদি বসে, তাহলে এই নামাজ হয়ে যাবে। এটা মনে করা হবে, দুই রাকাত ফরজ ছিল। আর বাকি দুই রাকাত নফল হয়ে গেছে। আর যদি দুই রাকাতের পরে না বসে, তাহলে এই চার রাকাতই নফল হয়ে যাবে। এখন ফরজ পুনরায় পড়তে হবে।

হিদায়ার ইবারত বা মূলপাঠ হল

قال: وفرض المسافر في الركعتين لا يزيد عليهما وقال الشافعي رحمه الله فرضه الأربع والقصر
رخصة اعتباراً بالصوم-

অর্থ: চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে মুসাফিরের জন্য ফরজ হলো দুই রাকাত। এর অধিক আদায় করবে না। ইমাম শাফেঈ রাহি. বলেন: তার ফরজ তো চার রাকাতই। তবে কসর হলো তার জন্য রুখসত, রোজার উপর কিয়াস করে।^{২৮৬}

وإن صلى أربعاً وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الغرض والأخريان له نافذة اعتباراً بالفجر

ويصير مسيئاً لتأخير السلام وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطئت لا اختلاط النافذة بها قبل إكمال أركانها

অর্থ: যদি মুসাফির ব্যক্তি চার রাকাতই আদায় করে। প্রথম দুই রাকাতের পর তাশাহুদ পাঠ করার পরিমাণ সময় বসে, তাহলে তার প্রথম দুই রাকাত দ্বারা ফরজ আদায় হবে। আর বাকি দুই রাকাত নফল হিসাবে গণ্য হবে—ফজরের উপর কিয়াস করে। অবশ্য সালাম বিলম্ব করার কারণে গুনাহগার হবে। আর যদি দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহুদ পরিমাণ বৈঠক না করে, তাহলে ফরজের রুকনগুলো পূর্ণ হওয়ার আগেই তার সাথে নফল যুক্ত হওয়ার কারণে ঐ নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।^{২৮৭}

২৮৬. হিদায়ার: পরিচ্ছেদ- মুসাফিরের নামাজ। পৃষ্ঠা- ৮০

২৮৭. প্রাপ্ত

মুসাফিরের নামাজ দুই রাকাত নাকি চার রাকাত

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

কতিপয় উলামাদের মতে মুসাফিরের জন্য দুই রাকাত পড়া উত্তম। কিন্তু যদি চার রাকাত পড়ে ফেলে, তাহলে তারও সুযোগ আছে। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

হাদিস-১

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَقًّا إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّ أَنتَ وَأُمِّي فَصَرْتُ وَأَتَيْتُهُ وَأَقْطَرْتُ وَصُمْتُ قَالَ: أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ وَمَا عَابَ عَمِّي

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি উমরার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কা অভিযুখে রাসূল ﷺ এর সাথে রওয়ানা হয়ে মক্কায় পৌছে বললেন: আমার পিতা মাতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনি নামাজ সংক্ষিপ্ত আদায় করেছেন। আর আমি পরিপূর্ণ আদায় করেছি। আপনি রোজা রাখেননি, কিন্তু আমি রোজা রেখেছি। তিনি বললেন: তুমি ভালই করেছ হে আয়িশা। তিনি আমাকে দোষারোপ করলেন না। (চার রাকাত পড়াকে নিষেধ করলেন না)। ২৮৮

হাদিস-২

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَصَرَّفُ فِي السَّفَرِ وَيَتِمُّ وَيُفْطِرُ وَيُصُومُ قَالَ: وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ সফরে কসরও করতেন। পুরো নামাজও পড়তেন। রোজা ছেড়েও দিতেন। রোজা রাখতেনও। ২৮৯

হাদিস-৩

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّ الصَّلَاةَ أَقْبَسَتْ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعًا قُلْتُ: أَنْسَيْتُ قَالَ: لَا وَلَكِنَّ الْخِلَافَ شَرٌّ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: আমি রাসূল ﷺ এর সাথে এই জায়গায় (মিনায়) দুই রাকাত (কসর) আদায় করেছি। তারপর নামাজের ইকামত হল, হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে চার

২৮৮. সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- যতটুকু দূরত্বে নামাজ সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করা যায়।

হাদিস নং ১৪৫৬

২৮৯. দারা কুতনি: পরিচ্ছেদ- রোজাদারের কিবলা। হাদিস নং ২২৯৮; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- মুসাফির চাইলে নামাজ দুআ রাক'আতও পড়তে পারে এবং চাইলে চার রাক'আতও পড়তে পারে। হাদিস নং ৮১৮৭

মুসাফিরের নামাজ দুই রাকাত নাকি চার রাকাত

রাকাত আদায় করেছি (অর্থাৎ পূর্ণ করেছি)। আমি হজরত আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম: আপনি কি ভুলে গিয়েছিলেন? তিনি তখন বললেন: না, ভুলিনি। কিন্তু হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিরোধিতা করাটা খারাপ ব্যাপার (এজন্য মতবিরোধ করিনি, চার রাকাত আদায় করেছি)।^{২৯০}

হাদিস-৪

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِسَيِّ رُكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رُكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رُكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِمْ صَلَّاهَا أَرْبَعًا

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: আমি রাসুল ﷺ এর সাথে মিনায় দুই রাকাত পড়েছি। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে দুই রাকাত পড়েছি। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে দুই রাকাত পড়েছি। আর হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের শুরু দিকেও দুই রাকাত পড়েছি। তারপর পরবর্তীতে তা চার রাকাত পড়েছি (অর্থাৎ প্রথমে কসর করেছি। পরবর্তীতে হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুসরণে চার রাকাত পড়েছি)।^{২৯১}

সাহাবা বাণী-১

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ

সাহাবা বাণী: হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সফরে পুরো নামাজ পড়তেন।^{২৯২}

তাবেয়ি বাণী-১

قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنْ قُصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: إِنْ قَصُرَتْ فَرُحْصَةً وَإِنْ شَبَّتْ أَتَمَّيْتُ

তাবেয়ি বাণী: আমি সফরে নামাজ পড়া সম্পর্কে হজরত আতা রাহি.-কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি তখন বলেছেন: যদি নামাজের কসর করো, তাহলে তার অবকাশ রয়েছে। আর যদি চাও, তাহলে পুরো নামাজ পড়তে পারো।^{২৯৩} উপরিউক্ত চার হাদিস, এক সাহারি বাণী ও এক তাবেয়ি বাণী থেকে কিছু সংখ্যক আলেমগণ প্রমাণ করেন, সফরে পুরো নামাজও পড়া যাবে। কসরও করা যাবে। উভয় অবস্থার কোন অবস্থাতেই নামাজ ফাসেদ হবে না; বরং নামাজ হয়ে যাবে।

^{২৯০}. মুসনাদুল বাযযার: আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ- হাদিস নং ১৬৪১

^{২৯১}. মুসনাদে আহমাদ: মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে উমর- হাদিস নং ৬৩৫২

^{২৯২}. মুসনাদুফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- মুসাফির চাইলে নামাজ দুআ রাক'আতও পড়তে পারে এবং চাইলে চার রাক'আতও পড়তে পারে। হাদিস নং ৮১৮৯

^{২৯৩}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৮১৯১

মুসাফিরের নামাজ দুই রাকাত নাকি চার রাকাত

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: কসর হল মূল। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

হাদিস-১

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي بِنَارِ كَعْتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا قُلْتُ: هَلْ أَقَامَ بِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ أَقْبَنَاهَا عَشْرًا

হজরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসুল ﷺ এর সাথে মদীনা থেকে মক্কা অভিযুখে বের হলাম। তখন তিনি আমাদের নিয়ে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত নামাজ দু'রাকাত আদায় করতেন। আমি বললাম: তিনি কি মক্কায় অবস্থান করেছিলেন? তিনি বলেন: হ্যাঁ। আমরা সেখানে দশ দিন অবস্থান করেছিলাম।^{২৯৪}

হাদিস-২

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِنَّ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَوْمًا يَقْضِي الصَّلَاةَ

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় সেখানে পনের দিন অবস্থান করেন। সে সময় তিনি নামাজ “কসর” করেন।^{২৯৫}

হাদিস-৩

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأَثَرَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ

সাহাবা বাণী: হজরত উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলা মুকীম অবস্থায় ও সফরে দুই রাকাত করে নামাজ ফরজ করেছিলেন। পরে সফরের নামাজ পূর্বের মত রাখা হল। আর মুকীম অবস্থার নামাজ বৃদ্ধি করা হল (অর্থাৎ মুকীম অবস্থায় চার রাকাত করে দেওয়া হয়েছে)।^{২৯৬}

^{২৯৪}. সুনানে নাসায়ি: পরিচ্ছেদ- যতটুকু দূরত্বে নামাজ সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করা যায়।

হাদিস নং ১৪৫২

^{২৯৫}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- মুসাফির কখন পুরা নামাজ আদায় করবে? হাদিস নং

১২৩১

^{২৯৬}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- নামাযের অধ্যায়: মি'রাজে কিভাবে নামাজ ফরয হল? হাদিস

নং ৩৫০

মুসাফিরের নামাজ দুই রাকাত নাকি চার রাকাত

সাহাবা বাণী -১

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَأَيْتَ إِنْ قَصَّارَ النَّاسِ الصَّلَاةَ رَأَيْنَاهَا قَالَ تَعَالَى إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ عَجِبْتُ وَمَا عَجِبْتُ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

সাহাবা বাণী: হজরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া রাহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, বর্তমানে লোকেরা নামাজ কসর (সংক্ষেপ) করছে। অথচ আল্লাহর নির্দেশ: “যদি তোমরা কাফিরদের হামলায় আশঙ্কা কর তবে তোমরা নামাজ কসর হিসেবে আদায় করতে পার”।^{২৯৭} বর্তমানে ঐ সময় অতিবাহিত হয়েছে। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: তুমি যাতে বিশ্বয় প্রকাশ করছ, এ ব্যাপারে আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম। আমি এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: তা আল্লাহর তরফ হতে তোমাদের জন্য সাদাকাশ্বরূপ। কাজেই তোমরা তাঁর দান গ্রহণ কর।^{২৯৮}

নোট: অর্থাৎ এখনও কসর করো, উহাই উত্তম।

সাহাবা বাণী -২

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ وَالْعِيدُ نِسَاءٌ غَيْرُ قَضْرِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ

সাহাবা বাণী: হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মুহাম্মাদ ﷺ এর যবানীতে সফরের সালাত দুই রাকাত। জুম'আর সালাত দুই রাক'আত। ঈদের সালাত দুই রাকাত। আর এই হচ্ছে পরিপূর্ণ সালাত।^{২৯৯}

সাহাবা বাণী -৩

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ نِسَاءٌ غَيْرُ قَضْرِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

সাহাবা বাণী: হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মুহাম্মাদ ﷺ এর যবানীতে সফরের সালাত দুই রাকাত। আর এটাই হচ্ছে পরিপূর্ণ সালাত।^{৩০০}

হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ দুই হাদিস ও চার সাহাবা বাণী থেকে প্রমাণ করে, সফরে কসর করাই আসল। পুরো করা আসল নয়।

^{২৯৭} নিসা- ৪: ১০১

^{২৯৮} সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- মুসাফিরের নামাজ। হাদিস নং ১১৯৯

^{২৯৯} সুনানে ইবনে মাজাহ: পরিচ্ছেদ- সফরে সালাত কসর করা। হাদিস নং ১০৬৩

^{৩০০} মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- নামাজে কসর করা। হাদিস নং ৮১৫৬

২১. জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা পড়া

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা নেই। কিন্তু কেউ যদি পড়ে ফেলে, তাহলে নামাজ হয়ে যাবে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল রুকু-সিজদা বিশিষ্ট নামাজে সুরা ফাতিহা আছে। আর জানাযার নামাজে যেহেতু রুকু-সিজদা নেই, তাই সুরা ফাতিহাও নেই।

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: প্রথম তাকবিরের পরে শুধু ছানা আছে। সুরা ফাতিহা নেই। আর কতিপয় উলামাদের মতে: প্রথম তাকবিরের পরে সানা, তার সাথে সুরা ফাতিহাও আছে। তাদের কাছে জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা আবশ্যিক।

হিদায়ার ইবারত বা মূলপাঠ হল—

وَالصَّلَاةُ أَنْ يَكْبُرَ تَكْبِيرًا يَحْدُ اللَّهُ عَقِيْبَهَا ثُمَّ يَكْبُرُ تَكْبِيرًا يَصِلُ فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ

يَكْبُرُ تَكْبِيرًا يَدْعُو فِيهَا نَفْسَهُ وَلِلْبَيْتِ وَلِلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يَكْبُرُ الرَّابِعَةَ وَيَسْلَمُ

অর্থ: জানাযার নামাজ হলো, প্রথমে এক তাকবির বলবে। তারপর ছানা পড়বে। তারপর আরেক তাকবির বলে নব্বিজ ﷺ এর উপর দুরূদ পড়বে। তারপর আরেক তাকবির বলে নিজের জন্য, মাইয়েতের জন্য এবং মুসলমানদের জন্য দুআ করবে। তারপর চতুর্থ তাকবির বলে সালাম ফিরাবে। ৩০১

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

কতিপয় উলামাদের মতে নামাজে সুরা ফাতিহা আছে। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

হাদিস-১

حَدَّثَنَا أَبُو شَرِيْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُقْرَأَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

হজরত উম্মু শারীক আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ জানাযায় আমাদের সুরা ফাতিহা পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ৩০২

হাদিস-২

عَنْ مُقْسِمِ بْنِ أَبِي عُبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৩০১. হিদায়া: পরিচ্ছেদ- মাইয়েতের উপর নামাজ আদায়। পৃষ্ঠা- ৯০

৩০২. সুনানে ইবনে মাজাহ: পরিচ্ছেদ- জানাযায় কিরা'আত পাঠ প্রসঙ্গে। হাদিস নং ১৪৯৬

জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা পড়া

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ জানাযায় সুরা ফাতিহা পাঠ করেন।^{৩০৩}

সাহাবা বাণী -১

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

সাহাবা বাণী: হজরত তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আউফ রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা পিছনে জানাযার নামাজ আদায় করলাম। তাতে তিনি সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করলেন। (নামাজ শেষে) বললেন, (আমি এমন করলাম) যাতে সবাই জানতে পারে। তা (সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা) জানাযার নামাজে সুন্নত (একটি পদ্ধতি)।^{৩০৪}

তাবেয়ি বাণী -১

سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مِنَ السُّنَنِ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

তাবেয়ি বাণী: হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রাহি. বলেন: জানাযার নামাজের সুন্নাতের মধ্যে এটিও রয়েছে, সুরা ফাতিহা পড়া হবে।^{৩০৫}

তাবেয়ি বাণী -২

سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ بْنَ حَنْبَلٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: السُّنَنِ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَكْرَأَ ثُمَّ يَقْرَأَ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يُغْضِ الدُّعَاءَ لِلنَّبِيِّ وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا فِي الشَّكَايَةِ الْأُولَى ثُمَّ يُسَلِّمُ فِي نَفْسِهِ عَنْ نَبِيِّهِ

তাবেয়ি বাণী: হজরত ইবনে মুসাইয়্যাব বলেছেন: জানাযার নামাজের সুন্নাত হল: তাকবির বলবে, তারপর সুরা ফাতিহা পড়বে। তারপর নবিজি ﷺ এর উপর দুরূদ পাঠ করবে। তারপর মাইয়েতের জন্য ইখলাসের সাথে দুআ

^{৩০৩}. প্রাণ্ডজু: হাদিস নং ১৪৯৫

^{৩০৪}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- পরিচ্ছেদ- জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা। হাদিস নং ১৩৩৫

^{৩০৫}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা পড়া প্রসঙ্গে।

হাদিস নং ১১৩৯৭

জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা পড়া

করবে। প্রথম তাকবিরের পরই সুরা ফাতিহা পড়বে। তারপর আঙ্কে করে ডান দিকে সালাম ফিরাবে।^{৩০৬}

উপরিউক্ত দুই হাদিস, এক সাহাবা বাণী ও দুই তাবেয়ি বাণী থেকে কিছু সংখ্যক আলেমগণ প্রমাণ করেন, জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা অবশ্যই পড়বে। যেমনিভাবে রুকু-সিজদা বিশিষ্ট নামাজে সুরা ফাতিহা পড়া হয়।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা নেই।

তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

তাবেয়ি বাণী -১

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ إِلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ

তাবেয়ি বাণী: হজরত আবুল আলা রাহি. কে জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: আমার ধারণা সুরা ফাতিহা শুধু রুকু-সিজদা বিশিষ্ট নামাজেই পাঠ করা হয়।^{৩০৭}

সাহাবা বাণী -১

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّتِ

সাহাবা বাণী: হজরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা জানাযার নামাজে কুরআন পড়তেন না।^{৩০৮}

তাবেয়ি বাণী -২

عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ أَبِي الْخَصْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا: كَيْسٌ فِي الْجَنَائِزِ قِرَاءَةُ

তাবেয়ি বাণী: হজরত ইবরাহিম নাখয়ি, আবুল হুসাইন ও শাবি রাহিমাল্লুহু মুত্তায়াহ প্রমুখগণ বলেন: জানাযার নামাজে কেরাত নেই।^{৩০৯}

^{৩০৬}. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- জানাযায় কেরাত ও দুআ প্রসঙ্গে। হাদিস নং

৬৪২৮

^{৩০৭}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা পড়া প্রসঙ্গে।

হাদিস নং ১১৪০৬

^{৩০৮}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- জানাযার নামাজে কেরাত নেই। হাদিস নং

১১৪০৪

^{৩০৯}. প্রাণ্ডক্ত: হাদিস নং ১১৪১০

জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা পড়া

তাবেয়ি বাণী -৩

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَقْرَأْ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْ هَدَانَا لَهَذَا﴾ قَالَ: لَا تَقْرَأُ
তাবেয়ি বাণী: হজরত আবু বারদাহ বলেন: তাকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছেন: জানাযার নামাজে কি সুরা ফাতিহা পড়ব? তিনি বলেছেন: না, পড়বে না।^{৩১০}

তাবেয়ি বাণী -৪

عَنْ السَّعْبِيِّ قَالَ: الشَّكِيكَةُ الْأُولَى عَلَى النَّبِيتِ ثَمَّاءُ عَلَى اللَّهِ وَالثَّانِيَةُ صَلَاحٌ عَلَى النَّبِيِّ ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْ هَدَانَا لَهَذَا﴾ وَالثَّالِثَةُ دُعَاءُ
لِلنَّبِيتِ وَالرَّابِعَةُ تَسْلِيمٌ

তাবেয়ি বাণী: হজরত শাবি রাহি বলেছেন: মাইয়েতের উপর প্রথম তাকবিরের পরে হানা পড়বে। দ্বিতীয় তাকবিরের পরে নবিজি ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْ هَدَانَا لَهَذَا﴾ এর উপর দুর্দ পড়বে। তৃতীয় তাকবিরের পরে মাইয়েতের জন্য দুআ করবে। আর চতুর্থ তাকবিরের পরে সালাম ফিরাবে।^{৩১১}

তাবেয়ি বাণী -৫

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَيقْرَأُ عَلَى النَّبِيتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْ هَدَانَا لَهَذَا﴾ قَالَ: لَا
তাবেয়ি বাণী: হজরত ইবরাহিম নাখয়ি রাহি.-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছেন: জানাযার নামাজে কি সুরা ফাতিহা পড়ব? তিনি বলেছেন: না, পড়বে না।^{৩১২}

উপরিউক্ত এক সাহাবা বাণী ও পাঁচ তাবেয়ি বাণী থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা পড়বে না। কিন্তু কেউ যদি পড়ে ফেলে তাহলে তার নামাজ ফাসেদ হবে না।

^{৩১০}. প্রাপ্তকৃত: হাদিস নং ১১৪০৮

^{৩১১}. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- জানাযায় কেরাত ও দুআ প্রসঙ্গে। হাদিস নং ৬৪৩৪

^{৩১২}. প্রাপ্তকৃত: হাদিস নং ৬৪৩৩

জানাযার নামাজে এক সালাম নাকি দুই সালাম

২২. জানাযার নামাজে এক সালাম নাকি দুই সালাম

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: জানাযার নামাজে দুই সালাম।
আর কতিপয় উলামাদের মতে শুধু ডান দিকে এক সালাম।

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস
কতিপয় উলামাদের মতে শুধু ডান দিকে এক সালাম। তাদের দলিল
হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

তাবেয়ি বাণী -১

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُثَيْفٍ قَالَ: إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ سَلَّمَ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَبِهِ نَأْخُذُ
তাবেয়ি বাণী: হজরত আবু উমামা সাহল ইবনে হুনাইফ রাহি. বলেন: ইমাম
যদি জানাযার নামাজ পড়ায়, তাহলে আন্তে করে ডান দিকে সালাম
ফিরাবে। আর আমরা এটাই গ্রহণ করি।^{৩১৩}

তাবেয়ি বাণী -২

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْإِمَامُ يُسَلِّمُ عَلَى الْجَنَازَةِ عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً
তাবেয়ি বাণী: হজরত ইবরাহিম নাখয়ি রাহি. বলেন: জানাযার নামাজে
ইমাম ডান দিকে আন্তে সালাম ফিরাবে।^{৩১৪}

এই দুই তাবেয়ি বাণী থেকে অন্যান্য কিছু সংখ্যক আলেমগণ প্রমাণ করেন,
জানাযার নামাজে শুধু ডান দিকে এক সালাম।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস
হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: জানাযার নামাজে দুই সালাম।
ডান দিকে এবং বাম দিকে। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো
হল—

তাবেয়ি বাণী -১

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُسَلِّمُ الْإِمَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ كَمَا يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ وَيُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ
তাবেয়ি বাণী: হজরত আতা রাহি. বলেছেন: জানাযার নামাজে ইমাম
এভাবেই দুই সালাম ফিরাবে, যেভাবে অন্য নামাজে ফিরান; বরং যে
পেছনে তাদেরকেও সালাম দেবে।^{৩১৫}

^{৩১৩}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৬৪৪৩

^{৩১৪}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ৬৪৪৫

^{৩১৫}. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- জানাযার নামাজে ইমামের সালাম ফিরানো
প্রসঙ্গে। হাদিস নং ৬৪৪৮

জানাযার নামাজে এক সালাম নাকি দুই সালাম

তাবেয়ি বাণী -২

قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ

তাবেয়ি বাণী: হজরত আমের রাহি.-কে দেখেছি, তিনি যখন জানাযার নামাজ পড়তেন, তখন ডান দিকে এবং বাম দিকে দুই দিকেই সালাম ফিরাতেন।^{৩৬}

তাবেয়ি বাণী -৩

عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجَنَازَةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

তাবেয়ি বাণী: হজরত ইবরাহিম নাখয়ি রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি জানাযার নামাজে ডানে-বামে দুই দিকেই সালাম ফিরাতেন।^{৩৭}

উপরিউক্ত তিন তাবেয়ি বাণী থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, জানাযার নামাজে দুই দিকেই সালাম আছে।

^{৩৬}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- জানাযার নামাজে কয় সালাম ফিরাবে।

হাদিস নং ১১৫০৩

^{৩৭}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ১১৫০৮

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: (জানাযার নামাজে) তাকবির চারটি

২৩. হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: (জানাযার নামাজে) তাকবির চারটি

কিছু আলেম পাঁচ তাকবিরেরও প্রবক্তা।

হিদায়ার ইবারত বা মূলপাঠ হল-

ثم يكبر الرابعة ويسلم لأنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعاً في آخر صلاة صلاها فنسخت ما قبلها ولو كبر إلا ما مر خمساً لم يتابعه المؤتم

অর্থ: তারপর চতুর্থ তাকবির বলে সালাম ফিরাবে। কেননা রাসুল ﷺ শেষ যে জানাযা পড়েছেন, তাতে চার তাকবির বলেছিলেন। সুতরাং তা পূর্ববর্তী আমল রহিত করে দিয়েছে। ইমাম যদি পঞ্চম তাকবির বলেন: তবে মুক্তাদি তাকে অনুসরণ করবে না।^{৩১৮}

পাঁচ তাকবিরের প্রবক্তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসসমূহ হাদিস-১

عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بَعْنِ أَبِي زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْبِرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ خُصَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْبِرُهَا

হজরত ইবনে আবী লায়লা রাহি। থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যারুদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের জানাযার নামাজ পড়ানোর সময় চার তাকবির বলতেন। একবার তিনি এক নামাজে পাঁচ তাকবির বলেন। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: রাসুল ﷺ কোন কোন সময় পাঁচ তাকবির বলতেন।^{৩১৯}

হাদিস-২

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ كَبْرَ عَلَى جَنَازَةِ خُصَا أَوْ فِيهِ غَيْرُ كَيْفٍ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ

হজরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি জানাযার নামাজে পাঁচ তাকবির বললেন। হজরত ওয়াকি রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ এটিও যুক্ত করেছেন, হজরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: আমি নবিজি ﷺ এমনটি করতে দেখেছি।^{৩২০}

^{৩১৮}. হিদায়া: পরিচ্ছেদ- মাইয়েতের উপর নামাজ আদায়। পৃষ্ঠা- ৯০

^{৩১৯}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- জানাযার নামাজের তাকবির প্রসঙ্গে। হাদিস নং ৩১৯৭

^{৩২০}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- জানাযার নামাজে পাঁচ তাকবির প্রসঙ্গে। হাদিস নং ১১৪৫১

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: (জানাযার নামাজে) তাকবির চারটি

সাহাবা বাণী -১

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسًا

সাহাবা বাণী: হজরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি জানাযার নামাজ পড়েছেন, পাঁচ তাকবির বলেছেন।^{৩২১}

তাবেয়ি বাণী -১

عَنْ عَمْرِو بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ صَلَّى مَعَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَزِيدُ عَلَيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ

তাবেয়ি বাণী: হজরত ইমরান বিন হুদাইর বলেন: আমি হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে জানাযার নামাজ পড়েছি। তিনি জানাযার নামাজে তিন তাকবির বলেছেন। তারচেয়ে বেশিও দেননি। তারপর ফিরে এলেন।^{৩২২}

নোট: এই সাহাবা বাণী বুঝা গেল, সাহাবিরা জানাযার নামাজে তিন তাকবিরও বলতেন।

উপরিউক্ত দুই হাদিস, দুই সাহাবা বাণী থেকে কিছু সংখ্যক আলেম প্রমাণ করেন, জানাযার নামাজে পাঁচ তাকবিরও আছে। তিন তাকবিরও আছে। চার তাকবির নির্ধারিত নেই।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: জানাযার নামাজে তাকবির চারটিই। কিন্তু কেউ যদি অধিক তাকবির দিয়ে ফেলে, তাহলে নামাজ ফাসেদ হবে না। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

হাদিস-১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَفِيَ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَّ بِهِمْ إِلَى الْبُصْلِ فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا تَكْبِيرَاتٍ

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নাজাশীর মৃত্যুর দিন তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানালেন। সাহাবীগণকে নিয়ে জানাযার নামাজের স্থানে গেলেন। কাতারবদ্ধ হলেন, চার তাকবির আদায় করলেন।^{৩২৩}

^{৩২১}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ১১৪৪৭

^{৩২২}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- জানাযার নামাজে তিন তাকবির প্রসঙ্গে। হাদিস নং ১১৪৫৬

^{৩২৩}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- জানাযার নামাজে চার তাকবির বলা। হাদিস নং ১৩৩৩

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: (জানাযার নামাজে) তাকবির চারটি

হাদিস-২

وَقَالَ حُبَيْدٌ: صَلَّى بِنَا أَكْثَرَ رَغْوَى اللَّهِ عَنْهُ فَكَثُرَ ثَلَاثُ أَثَمَةٍ سَلَّمَ قَلِيلٌ لَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ
হজরত হুমাইদ রাহি. বলেন: আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার আমাদের নিয়ে জানাযার নামাজ আদায় করলেন। তিনবার তাকবির বললেন: এরপর সালাম ফিরালেন। এ বিষয়ে তাঁকে অবহিত করা হলে, তিনি কিবলামুখী হয়ে চতুর্থ তাকবির আদায় করলেন। এরপর সালাম ফিরালেন।^{৩২৪}

হাদিস-৩

أَنَّ سَبْعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي مَوْضِعِ الْجَنَازَةِ فَكَثُرَ أَرْبَعٌ تَكْبِيرَاتٍ
হাদিসে মুনকাতি-এর মধ্যে এসেছে, ইবনুল মুসাইয়্যাব তাবেয়িকে বলতে শুনেছেন: নবিজি ﷺ জানাযার স্থানে নামাজ পড়েছেন। চার তাকবির বলেছেন।^{৩২৫}

সাহাবা বাণী -১

عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ السَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْأَوَّلِ ثَنَاءً عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الثَّانِيَةِ صَلَاةً عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الثَّالِثَةِ دُعَاءَ لِلْبَيْتِ فِي الرَّابِعَةِ تَسْلِيمٌ
সাহাবা বাণী: হজরত আবু হাশিম বলেন: হজরত শাবি রাহি. বলতে শুনেছেন, প্রথম তাকবিরের পরে আল্লাহ তাআলার ছানা (প্রশংসা), দ্বিতীয় তাকবিরের পরে নবিজি ﷺ এর উপর দূরুদ, তৃতীয় তাকবিরের পরে মাইয়েতের জন্য দুআ, আর চতুর্থ তাকবিরের পরে সালাম ফিরাবে।^{৩২৬}

সাহাবা বাণী -২

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَغْوَى اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَكْبُرُ عَلَى الْبَيْتِ خَمْسًا وَسِتًّا ثُمَّ اجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعٍ تَكْبِيرَاتٍ
সাহাবা বাণী: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: আমরা মাইয়েতের উপর পাঁচ এবং ছয় তাকবির বলতাম।^{৩২৭}

^{৩২৪}. প্রাণ্ডক্ত

^{৩২৫}. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- জানাযার নামাজের তাকবির। হাদিস নং ৬৪০৭

^{৩২৬}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- জানাযার নামাজে কিভাবে তাকবির দেবে। হাদিস নং ১১৩৭৮; মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- জানাযার নামাজে কেবল এবং দুআ প্রসঙ্গে। হাদিস নং ৬৪৩৪

^{৩২৭}. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- যারা জানাযার চার তাকবির দেয়ার পক্ষে তাদের ব্যাপারে মাশায়েখগণের বক্তব্য। হাদিস নং ১১৪৩৬

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: (জানাযার নামাজে) তাকবির চারটি

সাহাবা বাণী -৩

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جِئْتُ عُمَرَ النَّاسِ فَاسْتَشَارَهُ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ كَبَّرَ سُبُّوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَمْسًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَبَّرَ أَرْبَعًا قَالَ: فَجِئْتُ بَعْضَهُمْ عَلَى أَرْبَعٍ تَكْبِيرَاتٍ كَأَطُولِ الصَّلَاةِ

সাহাবা বাণী: হজরত ওয়ায়েল বলেন: হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে একত্র করলেন। জানাযার নামাজের তাকবির সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। তখন কেউ বললেন: নবিজি ﷺ পাঁচ তাকবির বলেছেন। কেউ বললেন: সাত তাকবির বলেছেন। আবার কেউ বললেন: চার তাকবির বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন: হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সকলকে চার তাকবিরের উপর ঐকমত্য করলেন। তাইতো এটি একটি দীর্ঘ নামাজ হয়ে গেছে।^{৩২৮}

নোট: সাহাবিরা জানাযার নামাজে তিন তাকবির, চার তাকবির, পাঁচ তাকবির এবং সাত তাকবির বলতেন। তখন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে। নবিজি ﷺ এর হাদিসসমূহ দেখে চার তাকবিরের ঐকমত্য করেছেন। এজন্য এখন চার তাকবিরই আসল হয়ে গেছে। তিন তাকবিরও না। পাঁচ তাকবিরও না।

উপরিউক্ত দুই হাদিস, চার সাহাবা বাণী থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, জানাযার নামাজে তাকবির চারটি।

জানাযার নামাজ মসজিদে পড়া যাবে কিনা?

২৪. জানাযার নামাজ মসজিদে পড়া যাবে কিনা?

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: মাইয়েতও মসজিদে থাকা, লোকজনও মসজিদে থাকা, এটি মাকরুহ। আর মাইয়েত মসজিদের বাহিরে থাকা, লোকজন মসজিদে থাকা- এটিকেও মাকরুহ লিখেছেন। তবে এতে কারাহাত (অসম্ভব) কিছুটা কম রয়েছে। যেখানে কতিপয় উলামাদের মতে মসজিদে জানাযার নামাজ পড়া মাকরুহ নয়।

হিদায়ার ইবারত বা মূলপাঠ হল-

ولا يصل على ميت في مسجد جماعة لقول النبي ﷺ من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له

অর্থ: জামাত হয়, এমন মসজিদের ভেতরে জানাযা পড়বে না। কেননা নবিজি ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযার নামাজ পড়বে, তার কোন সাওয়াব নেই।^{৩২৯}

নুরুল ইয়াহর ইবারত বা মূলপাঠ হল-

وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيه أو خارجه وبعض الناس في المسجد على البختار

অর্থ: যে মসজিদে নিয়মিত নামাজের জামাত হয়, এমন মসজিদে মাইয়েতকে মসজিদের ভেতরে রেখে অথবা বাহিরে রেখে, কিছু লোক মসজিদের ভেতরে অবস্থান করে জানাযার নামাজ আদায় করা পছন্দনীয় অভিমত অনুযায়ী মাকরুহ।^{৩৩০}

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

কতিপয় উলামাদের মতে মসজিদে জানাযার নামাজ পড়া মাকরুহ নয়।

তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল-

হাদিস-১

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سَهِيلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল ﷺ সুহাইল ইবনে বায়যা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জানাযার নামাজ মসজিদেই পড়েছিলেন।^{৩৩১}

^{৩২৯}. হিদায়া: পরিচ্ছেদ- মাইয়েতের উপর নামাজ আদায়। পৃষ্ঠা- ৯১

^{৩৩০}. নুরুল ইয়াহ: পরিচ্ছেদ- জানাযার নামাজ পড়ানোর যোগ্যতম ব্যক্তি ও অন্যান্য আহকাম।

পৃষ্ঠা- ১১৯

^{৩৩১}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- মসজিদে জানাযার নামাজ আদায় প্রসঙ্গে। হাদিস নং ৩১৮৯;

সুনানে ইবনে মাজাহ: পরিচ্ছেদ- মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা। হাদিস নং ১৫১৮

জানাযার নামাজ মসজিদে পড়া যাবে কিনা?

হাদিস-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল
ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি মসজিদে কোন ব্যক্তির জানাযার নামাজ পড়বে, তার
কোন গুনাহ হবে না।^{৩৩২}

সাহাবা বাণী -১

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: رَأَى أَبِي النَّاسِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ يُصَلُّوْنَ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ
هُؤُلَاءِ مَا صَلَّيْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

সাহাবা বাণী: হজরত হিশাম ইবনে উরওয়াহ বলেন: হজরত উবাই ইবনে
কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে দেখলেন, তারা জানাযার নামাজ পড়ার
জন্য মসজিদের বাহিরে যাচ্ছে। তখন উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু
বললেন: মানুষের কি হয়ে গেল? হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর
জানাযা মসজিদেই হয়েছিল।^{৩৩৩}

সাহাবা বাণী -২

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ

সাহাবা বাণী: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:
হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জানাযা মসজিদে পড়া হয়েছে।^{৩৩৪}

উপরিউক্ত দুই হাদিস, দুই সাহাবা বাণী থেকে কিছু সংখ্যক আলেমগণ প্রমাণ
করেন, মসজিদে জানাযার নামাজ পড়া মাকরুহ নয়।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: মসজিদে জানসাযার নামাজ
পড়া মাকরুহ। কিন্তু যদি পড়ে ফেলে তাহলে নামাজ হয়ে যাবে। তাদের
দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল-

হাদিস-১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ

^{৩৩২}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- মসজিদে জানাযার নামাজ আদায় প্রসঙ্গে। হাদিস নং ৩১৯১

^{৩৩৩}. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- মসজিদে জানাযার নামাজ আদায় প্রসঙ্গে। হাদিস
নং ৬৫৭৬

^{৩৩৪}. প্রাণ্ডক্ত: হাদিস নং ৬৫৭৭

জানাযার নামাজ মসজিদে পড়া যাবে কিনা?

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন; রাসূল ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযার নামাজ আদায় করে, এতে তার কোন সাওয়াব নেই।^{৩৩৫}

হাদিস-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ
হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূল ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযার নামাজ আদায় করবে, সে তাতে কোন সাওয়াব নেই।^{৩৩৬}

সাহাবা বাণী -১

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَأَعْرِفَنَّ مَا صَلَّيْتُ عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ
সাহাবা বাণী: হজরত কাসীর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; আমি জানি, মসজিদে জানাযার নামাজ পড়া হয়নি।^{৩৩৭}

সাহাবা বাণী -২

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ: لَأَعْرِفَنَّ مَا صَلَّيْتُ عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ

সাহাবা বাণী: হজরত কাসীর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; আমি জানি, মসজিদে জানাযার নামাজ পড়া হয়নি।^{৩৩৮}
এই দুই হাদিস, দুই সাহাবা বাণী থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, মসজিদে জানাযার নামাজ পড়া মাকরুহ। কিন্তু কেউ যদি পড়ে, তাহলে জানাযা হয়ে যাবে। কেননা হাদিসে এরও প্রমাণ আছে।

^{৩৩৫} সুনানে ইবনে মাজাহ: পরিচ্ছেদ- মসজিদে জানাযার নামাজ আদায় করা। হাদিস নং ১৫১৭

^{৩৩৬} মুসনাদে আহমাদ; মুসনাদে আবু হুরাইরা: হাদিস নং ৯৮৬৫

^{৩৩৭} মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- মসজিদে জানাযার নামাজ পড়া মাকরুহ। হাদিস নং ১১৯৭৩

^{৩৩৮} মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: পরিচ্ছেদ- মসজিদে জানাযার নামাজ আদায় প্রসঙ্গে। হাদিস নং ৬৫৮০

আমাদের প্রেরিত সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে কিনা?

২৫. আমাদের প্রেরিত সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে কিনা?

হানাফি ফিকাহবিদ উলামাদের অভিমত হল: কোন ব্যক্তি যদি মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌছাতে চায়, তাহলে পৌছাতে পারে। আর এই সাওয়াব পৌছে। এর দ্বারা দুটি উপকার হয়ে থাকে। ১. মাইয়েতের গুনাহ মাফ হয়। ২. অথবা তার মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। যেখানে কিছু সংখ্যক আলেমদের অভিমত হল: মাইয়েতের জন্য কেবল দুআ করবে। মানুষ তার নিজের আমলের জিম্মাদার, সে নিজেই।

আকিদা তুহাবিয়ার ইবারত বা মূলপাঠ হল—

وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للموات

অর্থ: জীবিত ব্যক্তিদের দুআ এবং দান-সাদাকা মৃত ব্যক্তিদের উপকারে আসে।^{৩৩৯}

মৃত ব্যক্তিদের কাছে সাওয়াব পৌছানোর পদ্ধতি তিনটি:

১. কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে, বা দুআ করে সাওয়াব পৌছানো।

২. মালি সাদাকা করে (অর্থ-সম্পদ দান করে) সাওয়াব পৌছানো।

৩. শারীরিক ইবাদাত করে, যেমন- হজ করে, বা রোজা রেখে মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌছানো।

এই তিন পদ্ধতির ব্যাপারে হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো এগুলো জায়েজ। কিন্তু এই তিন পদ্ধতিতে সাওয়াব পৌছানোর জন্য আটটি শর্ত রয়েছে:

১. লোক দেখানোর জন্য না হওয়া। ইখলাসের সাথে হওয়া।

২. ব্যক্তিগতভাবে একা-একা করবে। সম্মিলিতভাবে একত্রিত হয়ে করার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৩. দরিদ্রদের সাদাকা করবে। ধনীকে খাওয়ানোর দ্বারা সাওয়াব কমে হয়ে যাবে।

৪. সাওয়াব পৌছানোর জন্য মানুষকে একত্রিত করে পুরো বছরের খরচ আদায় করবে না। যেমন- উরসের মধ্যে মানুষকে একত্রিত করে, খাদেম মাজারের পুরো বছরের খরচ আদায় করে। এটিও কোন মুস্তাহাব কাজে আহ্বান অর্থাৎ ডেকে ডেকে আদায় করা জায়েজ নেই।

৫. এর জন্য মৃত ব্যক্তির পরিবারের উপর চাপ দেবে না।

৬. কুসংস্কার ও প্রথাগতভাবে না করা।

^{৩৩৯}. আল-আকিদাতুত-তুহাবিয়া: আকিদা নং ৮৯; পৃষ্ঠা- ১৯

আমাদের প্রেরিত সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে কিনা?

৭. এর জন্য কোন নির্ধারিত তারিখ কিংবা দিন নির্দিষ্ট না করা। কেননা সাহাবায়ে কেরাম দিন নির্ধারণ করে ইসালে সাওয়াব করেননি।

৮. কবরের কাছে একত্র হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করার দলিল পাওয়া যায় না। কখনো কখনো পড়া যেতে পারে।

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস কিছু সংখ্যক আলেমের অভিমত হল সাওয়াব পৌছানো যাবে না। শুধু দুআ করা যাবে। এ সকল আলেমগণ বলেন, মানুষ তার জীবনে যা কিছু করে যায়, সে তারই সাওয়াব পায়। তবে দুআ সম্পর্কে হাদিস রয়েছে, তাই এটা বলা যায়, দুআর সাওয়াব পাওয়া যায়। তাদের আয়াতসমূহ হল—

আয়াত-১

الَّذِينَ زَوَّجْنَاهُمْ وَأُزْرِئُوا لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“(তা এই) যে- কোন বহনকারী অন্য কারও (গুনাহর) বোঝা বহন করবে না। এবং এই, মানুষ তা-ই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা-মেহনত করে।”^{৩৪০}

আয়াত-২

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

“আর প্রত্যেক (গুনাহগার) ব্যক্তি নিজ দায়িত্বেই গুনাহ করে (অর্থাৎ তার গুনাহ তার উপরেই বর্তাবে) এবং কোন বহনকারী অন্য কারও (গুনাহর) বোঝা বহন করবে না।”^{৩৪১}

আয়াত-৩

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ।”^{৩৪২}

আয়াত-৪

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“সে যা কামাই করেছে তা তারই জন্য এবং যা (অসৎ কর্ম) করেছে তা তারই উপর বর্তাবে।”^{৩৪৩}

^{৩৪০}. আন-নাজম- ৫৩: ৩৮-৩৯

^{৩৪১}. আন'আম- ৬: ১৬৪

^{৩৪২}. মুদ্দাসসির- ৭৪: ৩৮

^{৩৪৩}. বাকারাহ- ২: ২৮৬

আমাদের প্রেরিত সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে কিনা?

আয়াত-৫

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ

“তাঁরা একটি জামাত, যা অতীত হয়েছে। তাঁরা যা করেছেন তা তাঁদের জন্য এবং তোমাদের জন্য তোমরা যা করেছ তা।”^{৩৪৪}

আয়াত-৬

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ

“তাঁরা একটি জামাত, যা অতীত হয়েছে। তাঁরা যা করেছেন, তা তাঁদের জন্য এবং তোমাদের জন্য তোমরা যা করেছ, তা।”^{৩৪৫}

আয়াত-৭

ثُمَّ تَوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“তারপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে যা কিছু সে কামাই করেছিল তা(-র বদলা) পুরোপুরি দেওয়া হবে। আর তাদের উপর জুলুম করা হবে না।”^{৩৪৬}

হাদিস-১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَتْ وَأَنْذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَنْصَارِ بَيْنَ جَمْعٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُئِيَ سَاقِصٌ وَعَمَّ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ مَنَاظٍ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا يَا مَعْشَرَ بَنِي قُصَيٍّ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِنَّ لَكَ رَحِمًا سَابِقًا لَهَا بِبِلَالِهَا

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আয়াতটি নাখিল হলে রাসুল ﷺ কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ সকলকে একত্রিত করলেন। তারপর বললেন: হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। আমি তো আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য কোন লাভ-ক্ষতির অধিকারী নই। হে বনু আব্দ

^{৩৪৪}. প্রাণ্ডক্ত: ২: ১৪১

^{৩৪৫}. প্রাণ্ডক্ত: ২: ১৩৪

^{৩৪৬}. প্রাণ্ডক্ত: ২: ২৮১

আমাদের প্রেরিত সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে কিনা?

মানাফ, তোমরা তোমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। আমি তা তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন লাভ-ক্ষতির মালিক নই। হে বনু কুসাই, তোমরা নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা। কেননা, আমি তোমাদের লাভ বা ক্ষতি করার মালিক নই। হে বানু আব্দুল মুত্তালিব, তোমরা নিজেদের জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর, কেননা আমি তোমাদের লাভ বা ক্ষতি করার মালিক নই। হে মুহাম্মাদ কন্যা ফাতিমা, তুমি তোমাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর, কেননা আমি তো তোমার কোন লাভ বা ক্ষতি করার মালিক নই। তোমার সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আছে এর অর্দ্রতায় তা সিক্ত রাখব (এর হক আদায় করব)।^{৩৪৭}

নোট: এই হাদিস থেকে কিছু সংখ্যক আলেম প্রমাণ পেশ করেছেন, অন্যকে লাভ-ক্ষতি পৌছাতে পারে না।

উপরিউক্ত সাত আয়াতে এসেছে— মানুষ নিজে যে কাজ করে, সে তারই সাওয়াব পায়। হাদিসে এসেছে, নবিজি ﷺ ও নিজ কন্যার কাজে আসবে না। যা থেকে কিছু সংখ্যক আলেম প্রমাণ করেন, সাওয়াব পৌছানোর দ্বারা সাওয়াব পৌছবে না; বরং প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ আমলের জিম্মাদার।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

হানাফিদের মৃত ব্যক্তির কাছে সাওয়াব পৌছে এবং সাওয়াব পৌছানোর পদ্ধতি তিনটি:

১. কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে, বা দুআ করে সাওয়াব পৌছানো।

২. মালি সাদাকা করে (অর্থ-সম্পদ দান করে) সাওয়াব পৌছানো।

৩. শারীরিক ইবাদাত করে, যেমন- হজ করে, বা রোজা রেখে মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌছানো। এই তিনও পদ্ধতির ব্যাপারে হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: জায়েজ আছে।

১. কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে বা দুআ করে সাওয়াব পৌছানো যায় কিন্তু এর জন্য সময় নির্ধারণ করা, সকলে একত্রিত হওয়া, যাতে যুগের কোন প্রথা থাকা। ভিডিও বানানো। নাচ-গান হওয়া। ঢোল-তবলা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র তো থাকবেই। আধুনিক আরও অনেক রকম ড্যান্স হওয়া, যেন বহুকাল যাবৎ এর ভিডিও ইউটিউব ও ইন্টারনেটে থাকে। এগুলো সব কতটুকু জায়েজ আপনি নিজেই ফতোয়া দিন।

তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

^{৩৪৭} জামে' তিরমিযি: পরিচ্ছেদ- সুরা শুআরা। হাদিস নং ৩১৮৫

আমাদের প্রেরিত সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে কিনা?

হাদিস-১

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَذُتْ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّلَاثِ
হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল
ﷺ (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নাজাশীর জানাযা আদায় করেন। আমি দ্বিতীয়
অথবা তৃতীয় কাতারে ছিলাম।^{৩৪৮}

নোট: জানাযার নামাজ পড়া হল: স্বয়ং মাইয়েতের জন্য দুআ। মাইয়েতের
যদি কোন কিছু পড়ার সাওয়াব না পৌছতো, তাহলে জানাযা কেন পড়া
হয়? এজন্য জানাযা পড়ার দ্বারাই প্রমাণিত হয়, মাইয়েতের কাছে দুআ
এবং নামাজের সাওয়াব পৌছে।

হাদিস-২

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَرَأَيْتُمْ إِيَّاسَ عَلَى مَوْتَاكُمْ
হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন: রাসুল ﷺ বলেছেন: তোমরা তোমাদের মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির কাছে সুরা
ইয়াসীন' পাঠ করবে।^{৩৪৯}

আয়াত-১

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
“এবং তাদের জন্যও, যারা তাদের পরে এসেছে। তারা বলে হে আমাদের
রব! আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরও, যারা আমাদের
পূর্বে ঈমানে দাখিল হয়েছে।”^{৩৫০}

আয়াত-২

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
“হে আমার রব! আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও যে আমার
ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করেছে তাকে এবং সকল ঈমানদার পুরুষ
ও নারীকে ক্ষমা করুন।”^{৩৫১}

^{৩৪৮} . সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- জানাযার নামাজে ইমামের পিছনে দু' বা তিন কাতারে দাঁড়ানো। হাদিস
নং ১৩১৭

^{৩৪৯} . সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির নিকট কুরআন তিলাওয়াত করা
সম্পর্কে। হাদিস নং ৩১২১

^{৩৫০} . হাশর- ৫৯: ১০

^{৩৫১} . নুহ- ৭১: ২৮

আমাদের প্রেরিত সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে কিনা?

আয়াত-৩

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবির প্রতি ‘সালাত’ পাঠান। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি ‘সালাত’ পাঠাও এবং পাঠাও অধিক পরিমাণে সালাম।”^{৩৫২}

নোট: এই আয়াতে নবিজি ﷺ এর উপর দুরূদ প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন। যদি এর সাওয়াব না পৌছতো, তাহলে দুরূদ প্রেরণের নির্দেশ কেন দিয়েছেন! পড়ে প্রেরণের জন্য হাদিসসমূহ হল—

হাদিস-৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন: যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সাওয়াব মৃত্যুর পরেও বন্ধ হবে না। ১. সাদকায়ে জারিয়া, ২. ঐ ইলম, যা দিয়ে উপকার করা যায় আর ৩. ঐ নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।^{৩৫৩}

হাদিস-৪

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ النَّبِيَّتِ وَكَفَّ عَنْهَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ التَّشْيِيتَ فَإِنَّهُ الْكَانُ يُسْأَلُ

হজরত উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবিজি ﷺ যখন কোন মৃত ব্যক্তির দাফন পত্রিয়া সম্পন্ন করতেন। তখন তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন: তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাত কামনা কর। সে যেন সুদৃঢ় থাকতে পারে, তার জন্য দুআ কর। কেননা, এখনই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।^{৩৫৪}

^{৩৫২}. আহযাব- ৩৩: ৫৬

^{৩৫৩}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- মানুষের মৃত্যুর পরে যে সকল জিনিসের সাওয়াব তার কাছে পৌছে। হাদিস নং ৪২২৩; সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সাদাকা সম্পর্কে। হাদিস নং ২৮৮০

^{৩৫৪}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- লাশ দাফন করে ফিরে আসার সময় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মর্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। হাদিস নং ৩২২১

আমাদের প্রেরিত সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে কিনা?

হাদিস-৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى النَّبِيِّتِ فَأَخْلَصُوا لَهُ الدُّعَاءَ
হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি
রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছি: যখন তোমরা কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার
নামাজ আদায় করবে, তখন তার জন্য ইখলাস বা আন্তরিকতার সাথে
দুআ করবে।^{৩৫৫}

তাবেয়ি বাণী -১

حَدَّثَنِي الشَّيْخُ أَنَّهُمْ حَضَرُوا عُظِيمَ بَنِ الْحَارِثِ الشُّبَّانِ حِينَ اشْتَدَّ سُوءُهُ فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ
بِاسْمِ اللَّهِ... وَكَانَ الشَّيْخُ يَقُولُونَ: إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ النَّبِيِّتِ خَفَّفَ عَنْهُ

তাবেয়ি বাণী: হজরত গুদাইফ ইবনুল হারিস আশ-শিমালির মৃত্যুর সময়
আসলে তিনি বলতে লাগলেন: তোমাদের মধ্যে কি কেউ 'সুরা ইয়াসীন'
পড়তে পারো কেননা বড়রা বলেন, মৃত ব্যক্তির কাছে যদি 'সুরা
ইয়াসীন' পড়া হয়, তাহলে এর বরকতে মৃত্যুর কষ্ট কমে যায়।^{৩৫৬}
এই তাবেয়ির বক্তব্যে এসেছে: সুরা ইয়াসীন পড়ার দ্বারা মৃত্যুর কষ্ট কমে
যায়।

তাবেয়ি বাণী -২

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ الدَّجَلِجِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَدَخَلْتُمُونِي قَبْرِي فَصُغِبْنِي فِي الدُّعْدِ
وَقُولُوا: بِاسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسُئِلُوا عَلَى الْكُرَابِ سَنَاءً وَافَرُوا عِنْدَ رَأْسِ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ
وَخَالَتْهَا قَلْبِي رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ

তাবেয়ি বাণী: ইবনুল জালাজ রাহি. নিজের পুত্রকে বললেন- আমাকে
যখন কবরে নামাবে এবং মাটিতে রেখে দেবে, তখন- بِاسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ

ﷺ বলবে এবং আমার উপর মাটি রেখে দেবে। তারপর আমার মাথার
কাছে সুরা বাকারার শুরু অংশ এবং শেষ অংশ পাঠ করবে। কেননা হজরত
আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুস্তাহাব বলতেন।^{৩৫৭}

^{৩৫৫} সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা। হাদিস নং ৩১৯৯

^{৩৫৬} মুসনাদে আহমাদ: গুদাই ইবনুল হারিসের হাদিস: হাদিস নং ১৬৯৬৯

^{৩৫৭} বাইহাকি কুবরা: পরিচ্ছেদ- কবরের পারে বসে কোরান পড়া সম্বন্ধে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস নং ৭০৬৮

আমাদের প্রেরিত সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে কিনা?

যখন কবরস্থানে যাবে, তখন-
পাওয়া যায়। কবরের কাছে একত্র হয়ে কুরআন পড়ার প্রমাণ হাদিস
কিংবা সাহাবিদের বাণীতে পাওয়া যায় না। হাদিসে এসেছে—

হাদিস-৬

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ يَوْجُهُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِأَكْثَرِ

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল
ﷺ মদিনার কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এর দিকে ফিরে
বললেন—

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِأَكْثَرِ

আসসালামু আলাইকুম হে কবরের অধিবাসীগণ! আল্লাহ তাআলা আমাদের
এবং তোমাদের মাগফিরাত করুন। তোমরা আমাদের পূর্বসূরী আর আমরা
তোমাদের পদাংক অনুসারী।^{৩৫৮}

নোট: কবরের উপর এতটুকু পাঠ করার প্রমাণ রয়েছে। একত্র হয়ে
কুরআন পাঠ করার প্রমাণ নেই।

২. মালি সাদাকা করে (অর্থ-সম্পদ দান করে) সাওয়াব পৌছানো
মালি সাদাকা করে (অর্থ-সম্পদ দান করে) সাওয়াব পৌছানোর হাদিসসমূহ
হল—

হাদিস-৭

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي أَفْتَرَيْتُ نَفْسَهَا وَأَطْعَمْتُ لَوْ كُنْتُ كَأَنَّ
تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ أَنْ تَصَدَّقَتْ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি
নবিজি ﷺ কে বললেন: আমার জননীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, আমার বিশ্বাস
তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হলে কিছু সাদাকা করে যেতেন।
এখন আমি তাঁর পক্ষ হতে সাদাকা করলে তিনি এর সাওয়াব পাবেন
কি? তিনি (নবিজি ﷺ) বললেন, হ্যাঁ (অবশ্যই পাবেন)।^{৩৫৯}

^{৩৫৮} সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- কবরস্থানে প্রবেশের দূআ। হাদিস নং ১০৫৩

^{৩৫৯} সহি বুখারি: পরিচ্ছেদ- আকস্মিক মৃত্যু। হাদিস নং ১৩৮৮

আমাদের প্রেরিত সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে কিনা?

হাদিস-৮

عَبْرِمَةُ يَقُولُ أَتَيْتُ أَبَا عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَفَّيْتُ أُمَّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تَوَفَّيْتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْبَحْرِ أَفْ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা মারা গেলেন। তিনি সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা যান। আমি যদি তার পক্ষ থেকে কিছু সাদাকা করি, তা হলে তা কি তাঁর কোন উপকারে আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: 'তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষী করছি আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর জন্য সাদাকা করলাম।'^{৩৬০}

হাদিস-৯

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرَ سَعْدِي مَاتَتْ فَأَتَى الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ قَالَ الْبَاءُ قَالَ فَحَفَرَ بَيْتًا وَقَالَ هَذَا لِرَأْسِ سَعْدٍ

হজরত সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা উম্মে সা'দ ইনতিকাল করেছেন। কাজেই (তার ঈসালে সাওয়াবের জন্য) কোন ধরনের সাদাকাহ উত্তম? তিনি বলেন: পানি। তারপর সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি কূপ খনন করে বলেন: এই কূপের পানি বিতরণের সাওয়াব উম্মে সা'দের জন্য নির্ধারিত।^{৩৬১}

নোট: এই হাদিসে এসেছে- অন্য ব্যক্তি সাদাকা করলেও তার সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পায়।

^{৩৬০}. সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- যখন কেউ কোন কিছু ওয়াক্ফ করে এবং তা অন্যের হাওয়ালার না করে, তবুও তা জায়েয। কেননা, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই রকম ওয়াক্ফ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, মুতাওয়াল্লীর জন্য তা থেকে কিছু খেতে দোষ নেই। তিনি নিজে মুতাওয়াল্লী হবেন না অন্য কেউ তা তিনি নির্দিষ্ট করেননি। নবীজি ﷺ আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, আমার অভিমত এই যে, তুমি তা (তোমার সাদাকাকৃত বাগানটি) নিকটাত্বীদের দিয়ে দাও। আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাই করব। তারপর তিনি তাঁর নিকটাত্বীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে তা বন্টন করে দেন। হাদিস নং ২৭৫৬

^{৩৬১}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- পানি পান করানোর ফজিলত। হাদিস নং ১৬৮১

আমাদের প্রেরিত সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে কিনা?

হাদিস-১০

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنْ أُمِنَ اقْتُلْتُ نَفْسُهَا وَإِنِّي أَطُفُّهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ
تَصَدَّقْتُ فِيهِ أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবিজি ﷺ কে বললেন, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তার সম্পর্কে আমার বিশ্বাস এই, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন তবে সাদাকা করতেন। আমি যদি তার পক্ষে সাদাকা করি, তবে কি আমার এ কাজের কোন বিনিময় (সাওয়াব) হবে? নবিজি ﷺ বললেন, হ্যাঁ।^{৩৬২}

হাদিস-১১

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْأَضْحَى بِالْبَصْلِ فَلَبَّيْنَا فَضَى
خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مَنَابِرِهِ وَأَنَّى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْدَةٍ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَيٌّْ وَعَيْنٌ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِي

হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ঈদুল আযহার দিন রাসূল ﷺ এর সঙ্গে ঈদগাহে উপস্থিত হই। তিনি খুতবা শেষ করার পর যখন মিম্বর হতে অবতরণ করেন, তখন তাঁর কাছে একটি বকরী আনা হয়। তারপর রাসূল ﷺ নিজ হাতে সেটি যবেহ করেন এবং এ সময় বলেন: বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার। এটি আমার পক্ষ হতে এবং আমার উম্মতের ঐ ব্যক্তিদের পক্ষ হতে, যারা কুরবানি করেন।^{৩৬৩}

সাহাবা বাণী -১

عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَإِنَّا أَضَحَّيْنَا عَنْهُ

সাহাবা বাণী: হজরত হানাশ রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দু'টি দুধা যবেহ করতে দেখে জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপার কি? তখন তিনি বলেন: রাসূল ﷺ আমাকে এরূপ ওসায়ত করে

^{৩৬২}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- সাদাকার সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে। হাদিস নং ৪০৭৪

^{৩৬৩}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- জামাতের পক্ষ হতে কুরবানী প্রসঙ্গে। হাদিস নং ২৮১০

আমাদের প্রেরিত সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে কিনা?

গেছেন, আমি যেন (তাঁর ইনতিকালের পর) তাঁর পক্ষ কুরবানি করি। তাই আমি তাঁর পক্ষ হতে এ কুরবানি করছি।^{৩৬৪}

এই পাঁচ হাদিস থেকে প্রমাণিত হল, যদি মালি সাদাকা করে (অর্থ-সম্পদ দান করে) তাহলে এর সাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছে। তবে এটি যেন কোন প্রকার যশ-খ্যাতি, লোক দেখানো, অন্যের প্রশংসা কামানোর জন্য না হয়। না শুধু প্রথাগত বাধ্যবাধকতার কারণে করা হয়, অনর্থক খরচ না হয়, একত্র হয়ে না করা হয়। কেননা এর কোন প্রমাণ নেই।

এ কাজ মাঝে-মাঝে কখনো করবে। তার সাওয়াব মৃত ব্যক্তিকে পৌছে দেবে। কেননা এটি কেবল মুস্তাহাব মাত্র।

৩. শারীরিক ইবাদাত করে মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌছানো

এর হাদিসসমূহ হল—

হাদিস-১২

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مَعْتَرِضًا فَصَلَّاتُ سَاعَةٍ ثُمَّ قَالَ حَجٌّ عَنْ أَبِيكَ

হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবিজি ﷺ এর কাছে এসে বললো, আমি কি আমার পিতার পক্ষ থেকে হজ করতে পারি? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ কর। তুমি যদি তার জন্য কল্যাণ ও নেকী বৃদ্ধি করতে না পার, তবে অকল্যাণ ও পাপও বৃদ্ধি কর না।^{৩৬৫}

হাদিস-১৩

عَنِ ابْنِ الْعَوَّثِ بْنِ حُصَيْنٍ رَجُلٍ مِنَ الْفُرَجِ أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ عَنْ حِجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَذَلِكَ الصَّيَامُ فِي الذَّكَرِ يُقْضَى عَنْهُ

কুর'আ গোত্রের আবুল গাওস ইবনে হুসাইন নামক জনৈক ব্যক্তি রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি নবিজি ﷺ এর কাছে তাঁর পিতার উপর ফরজ হওয়া হজ সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করেন: যিনি মারা গেছেন কিন্তু হজ করতে পারেননি। নবিজি ﷺ বললেন: তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ আদায়

^{৩৬৪}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী প্রসঙ্গে। হাদিস নং ২৭৯০

^{৩৬৫}. সুনানে ইবনে মাজাহ: পরিচ্ছেদ- মৃতের পক্ষ হতে হজ করা। হাদিস নং ২৯০৪

আমাদের প্রেরিত সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে কিনা?

কর। নবিজি ﷺ আরও বললেন: মানতের রোজাও অনুরূপ অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে তা আদায় করা যাবে।^{৩৬৬}

নোট: হজ করা, রোজা রাখা হল শারীরিক ইবাদাত। এজন্য এই দুই হাদিস থেকে বুঝা গেল— শরীরিক ইবাদাত করে মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌছানো যায়।

গুনাহ কিংবা সাওয়াবের কারণ হলে কারণ হওয়া ব্যক্তি পুরস্কার কিংবা শাস্তি পাবে

কোন ব্যক্তি যদি গুনাহ কিংবা সাওয়াবের কারণ হয়, তাহলে গুনাহকারীর গুনাহ, গুনাহর কারণ হওয়া ব্যক্তি পাবে। এমনভাবে সাওয়াবের কারণ যদি হয়, তাহলে সাওয়াবের কাজ করা ব্যক্তির সাওয়াব, সাওয়াবের কারণ হওয়া ব্যক্তি পাবে। নিম্নের আয়াতটি তার প্রমাণ—

দলিল: ২০, আয়াত— ৭

لِيَجْزِلُوا أَثْرَهُمْ كَأَمْلَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضْلِلُونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِيلُونَ

“ফলে ওরা কিয়ামতের দিন নিজেদের বোঝা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে এবং তাদের বোঝারও একটা অংশ, যাদের ওরা কোন জ্ঞান ছাড়া বিভ্রান্ত করত। শুনে রাখ, যে বোঝা ওরা বহন করবে তা খুবই নিকৃষ্ট।”^{৩৬৭}

দলিল: ২১, হাদিস—১৪

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

অনুবাদ: হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূল ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি লোকদের হিদায়াতের দিকে আহ্বান করবে, সে ঐ লোকের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে, যে তার অনুসরণ করবে। আর তাদের বিনিময় থেকে কিছুই কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি লোকদের গুমরাহির দিকে ডাকবে, সে ব্যক্তি তাদের গুনাহের সমপরিমাণ অংশিদার হবে, যারা তার অনুসরণ করবে। আর তাদের গুনাহ থেকে কিছুই কম করা হবে না।^{৩৬৮}

^{৩৬৬}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ২৯০৫

^{৩৬৭}. নাহল- ১৫৬: ২৫

^{৩৬৮}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- সুন্নাতে অনুসরণের ফজিলত সম্পর্কে। হাদিস নং

আমাদের প্রেরিত সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে কিনা?

উপরিউক্ত চার আয়াত, চৌদ্দ হাদিস, এক সাহাবা বাণী ও দুই তাবেয়ি বাণী মোটকথা ২১ দলিল থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে, মালি সাদাকা করে (অর্থ-সম্পদ দান করে) এবং শারীরিক ইবাদাত করে সাওয়াব প্রেরণের দ্বারা মাইয়েতের কাছে এর সাওয়াব পৌছে।

কবরের উপর অনর্থক কাজের দ্বারা সাওয়াব পাওয়া যায় না। কবরের উপর যত নজর-মান্নত প্রদান করা হয়, বা জাবাই করা হয়, অথবা হাদিয়া দিয়ে থাকে, তন্মধ্য হতে কোনোটার প্রমাণ হাদিসে নেই; বরং এগুলোর বিপরীতে অনেক হাদিস রয়েছে। না এগুলোর কোন সাওয়াব পাওয়া রয়েছে। সুতরাং যদি শরিয়াত অনুযায়ী ঈসালে সাওয়াব করা হয়, তাহলে শুধু এতটুকুর সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পায়। আর সেটাই করা উচিত।

খাদেমদের ব্যবসা

বর্তমানে খাদেমরা মাজার ওয়ালার ব্যাপারে বড় বড় কারামতের কথা উল্লেখ করে থাকে। বিভিন্নভাবে তাদের থেকে নজর-মান্নত ও সাওয়াবের নামে অর্থকড়ি উসূল করে থাকে। নিজের রুটি-রুজি উপার্জন করে থাকে। এটা ঠিক নয়। আপনার যদি মৃত ব্যক্তির জন্য সাদাকাই করতে ইচ্ছে হয়, তাহলে গোপনে অসহায় দরিদ্রকে কিছু দিয়ে দিন এবং তার সাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছে দিন। এতটুকুর সাওয়াবই মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছে যাবে।

কোন ব্যক্তির ওসিলা দ্বারা দুআ করা

২৬. কোন ব্যক্তির ওসিলা দ্বারা দুআ করা

দুআ করার পদ্ধতি চারটি:

১. দুআ একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছেই করবে। তাতে কারও ওসিলা তাল্লাশ করবে না। এ পদ্ধতিটিই উত্তম। কেননা কুরআনের আয়াত, হাদিসে যত দুআ আছে, সেগুলোতে ওসিলার আলোচনা অনেক কম আছে।

২. দ্বিতীয় পদ্ধতি হল: আল্লাহ তাআলার কাছেই দুআ করবে। কিন্তু কারও মাধ্যম, ওসিলাও উল্লেখ করবে। এই পদ্ধতিও জায়েজ আছে। কেননা বেশ কিছু হাদিস এবং সাহাবা বাণীর মধ্যে তার উল্লেখ রয়েছে।

৩. তৃতীয় পদ্ধতি হল: আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও কাছে নিজের চাহিদা ও প্রয়োজন কামনা করা। এই পদ্ধতি জায়েজ নেই। শিরক এবং হারাম।

৪. চতুর্থ পদ্ধতি হল: কোন মৃত ব্যক্তির কাছে এ কথা বলা, আপনি এই কাজটি করে দিন, বা আপনি আরগ্য দান করুন, বা আপনি সন্তান দিয়ে দিন, অথবা বৃষ্টি বর্ষণ করুন। এটি একদমই জায়েজ নেই।

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

কিছু সংখ্যক আলেম বলেন, আয়াতে যে ওসিলার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, তার অর্থ হল: নিজের নেক আমলসমূহের ওসিলা দিয়ে দুআ করা। কোন ব্যক্তির ওসিলা দিয়ে দুআ করা জায়েজ নেই। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা আয়াতগুলো হল—

আয়াত-১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তাঁর পর্যন্ত (পৌঁছার) ‘ওসিলা’ অন্বেষণ কর।”^{৩৬৯}

তাফসিরে ইবনে আব্বাসের মধ্যে এই আয়াতের তাফসিরে লিখেন—

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ الدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ وَيُقَالُ اطْلُبُوا إِلَيْهِ الْقُرْبَى الدَّرَجَاتِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ

অর্থাৎ নেক আমল করে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন কর।

আয়াত-২

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبَ

কোন ব্যক্তির ওসিলা দ্বারা দুআ করা

“এরা যাদের ডাকে, স্বয়ং তারাই আপন রব পর্যন্ত পৌঁছার ওসিলা অন্বেষণ করে (এবং চিন্তা করে), তাদের মধ্যে কে (আল্লাহর) সবচেয়ে কাছাকাছি।”^{৩৭০}
আয়াত-৩

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“আর তাদের মধ্যে কতক এমন, যারা বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও, আখেরাতেও কল্যাণ দাও। আর আমাদের বাঁচাও জাহান্নামের আযাব থেকে।’”^{৩৭১}

নোট: এ ধরনের সকল আয়াত ও হাদিসে রাক্বানা, রাক্বি, ইয়া-আল্লাহ, আল্লাহুমা, ইয়া-রাহমান বাক্য দ্বারা দুআ করতে বলা হয়েছে। যেগুলোতে ওসিলার কথা উল্লেখ নেই। এজন্য ওসিলা ব্যতীত দুআ করা উচিত। অথবা কোন নেক আমলকে পেশ করে তাকে দুআ কবুল হওয়ার ওসিলা বানানো উচিত।

উপরিউক্ত তিন আয়াত দ্বারা অন্যান্য কিছু সংখ্যক আলেমগণ প্রমাণ করেন, নেক আমলের ওসিলা দিয়ে দুআ করবে। অন্য কোন ব্যক্তির ওসিলা দিয়ে দুআ করবে না।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

১. দুআ আল্লাহ তাআলার কাছেই করবে, কিন্তু কারও ওসিলা ও মাধ্যম দেবে

তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল-

দুআ আল্লাহ তাআলার কাছেই করবে। কিন্তু যদি কারও ওসিলা ও মাধ্যম দেয়, তাহলে এটি জায়েজ আছে। কিন্তু যেহেতু দু-চারটি হাদিসেই ওসিলার সাথে দুআ করার কথা উল্লেখ আছে, বাকি হাজারো হাদিসে ওসিলা ব্যতীত সরাসরি আল্লাহ তাআলার কাছেই দুআ করা হয়েছে। এজন্য কুরআন-হাদিসে বর্ণিত দুআ করলে সেটা অধিক কবুল হবে।

হাদিস-১

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا عَرَبِيًّا بَصَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَادْعُهُ قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوْءَهُ وَيَدْعُوْهُمَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ لِي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَيَّ بِفِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتَقْضَى لِيَ اللَّهُمَّ فَشَفِّعْنِي

৩৭০. বানী-ইসরাঈল- ১৭: ৫৭

৩৭১. বাকারা- ২: ২০১

কোন ব্যক্তির ওসিলা দ্বারা দু'আ করা

হজরত উসমান ইবন হুনাযফ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক অন্ধ নবিজি ﷺ এর কাছে এসে বললো:তিনি তাকে উজু করার নির্দেশ দিলেন। তখন সে উত্তমরূপে উজু করলো। দুই রাকাত সালাত আদায় করলো। এরপর সে এভাবে দু'আ করলো—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِسُحُودِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتَقْضَى إِلَيَّ اللَّهُمَّ فَشَفِّعْنِي

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, রহমতের নবি মুহাম্মাদ ﷺ এর ওসিলা দিয়ে, আপনার প্রতি নিবিশ্ট হলাম, হে মুহাম্মাদ ﷺ! আমার চাহিদা পূরণের জন্য আপনার ওসিলা দিয়ে আমার রবের প্রতি মনোযোগী হলাম। যাতে আমার প্রয়োজন মিটে। হে আল্লাহ! আমার জন্য তাঁর সুপারিশ করুন।”^{৩৭২}

নোট: এই হাদিসে দু'টি কথা রয়েছে। একটি তো হল চাইবে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছেই। তবে নবিজি ﷺ এর মাধ্যম দিয়েছে। এতটুকু জায়েজ আছে।

হাদিস-২

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ أَهْرَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ عِنْدَ... فَلَمَّا فَرَغَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ سَيُّدُ الْيَوْمِ لَا يَمُوتُ اغْفِرْ لَأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتُ أَسَدٍ وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّمَ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

হজরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: হজরত আলী ইবনে আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা ফাতিমা বিনতে আসাদের ইস্তেকাল হল। তখন নবিজি ﷺ তার কাছে এলেন। তার কাছে বসলেনতারপর যখন ফারেগ হলেন, তখন নবিজি ﷺ এলেন। তাকে শুইয়ে দিলেন। তারপর এই এই দু'আ পাঠ করলেন—

اللَّهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ سَيُّدُ الْيَوْمِ لَا يَمُوتُ اغْفِرْ لَأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتُ أَسَدٍ وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّمَ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

^{৩৭২} সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- শিরোনামবিহীন পরিচ্ছেদ। হাদিস নং ৩৫৭৮; সুনানে ইবনে মাজাহ:

পরিচ্ছেদ- হাজতের সালাত প্রসঙ্গে। হাদিস নং ১৩৮৫

কোন ব্যক্তির ওসিলা দ্বারা দুআ করা

অর্থাৎ আল্লাহ যিনি জীবন দান করেন। মৃত্যু দান করেন। আর তিনি চিরঞ্জীব। আমার মা ফাতেমা বিনতে আসাদ কে ক্ষমা করুন। তাকে তার স্বপক্ষে দলিল পেশ করার সুযোগ করে দিন। আপনার নবি ও পূর্ববর্তী নবিদের উসিলায় তার কবরকে প্রশস্ত করে দিন। কেননা নিশ্চয়ই আপনি সর্বাধিক দয়ালু।

তারপর নবিজি ﷺ তার উপর চার তাকবির বললেন। হজরত আব্বাস ও আবু বকর এবং নবিজি ﷺ ফাতিমা বিনতে আসাদকে কবরে প্রবেশ করালেন। ৩৭৩

হাদিস-৩

عَنْ مُعْرِ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَقْبَرُوا آدَمَ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِي فَقَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أُخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ لَأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِي مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ لِي سِبْكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ فَقَالَ اللَّهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ ادْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ

হজরত উমর ইবনুল খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ﷺ বলেছেন: যখন হজরত আদম আলাহিস সালাম ভুল করেছেন। তখন বলেছেন: হে আল্লাহ! আমি মুহাম্মাদের ওসিলা দিয়ে আপনার কাছে আবেদন করছি। আপনি আমার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন, হে আদম! মুহাম্মাদকে তো আমি এখনো সৃষ্টি করিনি। তুমি তাকে কিভাবে চিনলে? তখন হজরত আদম আলাহিস সালাম বললেন: হে আল্লাহ! আপনি যখন আমাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করে আমার ভেতর রুহ সঞ্চার করেছেন। তখন আমি আমার মাথা উঠিয়েছিলাম, আর তখন আরশের উপর লেখা দেখেছি-^{৩৭৩}তখন আমি বুঝে গেছি, আপনি আপনার নামের সাথে তাকেই রাখবেন। যিনি মাখলুকের মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় হবে। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন: আদম! তুমি ঠিকই বলেছো। সে মাখলুকের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয়। তুমি তার ওসিলায় আমার কাছে দুআ করেছো। এজন্য আমি তোমাকে ক্ষমা

৩৭৩. তাবরানি কাবির: ফাতিমা বিনতে আসাদ ইবনে হাশিম। খণ্ড ২৪; হাদিস নং ৮৭১

কোন ব্যক্তির ওসিলা দ্বারা দুআ করা

করে দিলাম। যদি মুহাম্মাদ (ﷺ) না হত, তাহলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।^{৩৭৪}

দলিল: ৪, সাহাবা বাণী-১

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ يَهُودُ خَيْبَرَ تُقَاتِلُ عُظْفَانَ فَكَلَّمْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَهَمَّ يَهُودُ خَيْبَرَ فَعَادَتْ
الْيَهُودُ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي وَعَدْتَنَا أَنْ تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ
الرِّمَانِ إِلَّا نَصَرْتَنَا عَلَيْهِمْ قَالَ: فَكَانُوا إِذَا التَّقَوْا دَعَوْا بِهَذَا الدُّعَاءِ فَهَزَمُوا عُظْفَانَ فَكَلَّمْنَا بَعْثَ النَّبِيِّ
ﷺ كَفَرُوا بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

সাহাবা বাণী: হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: খাইবারের ইহুদিরা গাতফান গোত্রের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতো। আর এটাই হত, যখনই যুদ্ধ লাগতো, তখনই খাইবারের ইহুদিরা পরাজিত হত। তখন ইহুদিরা এই দুআ পাঠ করে প্রার্থনা করতে শুরু করলো। হে আল্লাহ! উম্মি নবি মুহাম্মাদের ওসিলায় আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি আমাদের সাথে যার অঙ্গীকার করেছেন, তাঁকে শেষ যুগে প্রেরণ করবেন। আপনি তাদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করবেন। আর এমন হত, যখনই যুদ্ধ হত, তখনই তারা এই দুআ করত। যার ফলে গাতফান গোত্র পরাজিত হত। তারপর যখন নবিজি ﷺ এর আগমন হল, তখন ইহুদিরা নবিজি ﷺ কে অঙ্গীকার করলো। যার ফলে এই আয়াত— وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ

يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا “আর ওরা পূর্ব থেকেই (তার ওসিলায়) কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত।”^{৩৭৫} অবতীর্ণ হয়েছে।^{৩৭৬}

নোট: এই হাদিসে এসেছে, নবিজি ﷺ এর ওসিলা দিয়ে দুআ করা হয়েছে।

২. সাহাবির ওসিলা দিয়ে দুআ করা

দলিল: ৫, সাহাবা বাণী-২

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَطَّعُوا اسْتَسْقَى بِأَلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ
الْبَطَّالِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِبَيْنِنَا ﷺ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ
نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيَسْقُونَ

^{৩৭৪}. মুহাদ্দরাকে হাকেম: পরিচ্ছেদ- রাসুল ﷺ এর ঐ সকল নিদর্শনের আলোচনা যেগুলো তাঁর নবুওয়তের দলিল। হাদিস নং ৪২২৮

^{৩৭৫}. বাকার: ২: ৮৯

^{৩৭৬}. মুসতাদরাকে হাকেম: পরিচ্ছেদ- বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হাদিস নং ৩০৪২

কোন ব্যক্তির ওসিলা দ্বারা দুআ করা

সাহাবা বাণী: হজরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, উমর ইবনে খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু অনাবৃষ্টির সময় আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওসিলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দুআ করতেন ও বলতেন: হে আল্লাহ! (প্রথমে) আমরা আমাদের নবি ﷺ এর ওসিলা দিয়ে দুআ করতাম। আপনি বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আমাদের নবি ﷺ এর চাচার ওসিলা দিয়ে দুআ করছি। আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন: দুআর সাথে সাথেই বৃষ্টি বর্ষিত হতো।^{৩৭৭}

দলিল: ৬, সাহাবা বাণী-৩

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَظْزَأُ وَأَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُحِطَ أَهْلُ الْبَيْدَةِ قُحْطًا شَدِيدًا فَشَكَرُوا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: انْظُرُوا أَقْبِرَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَجْعَلُوا مِنْهُ كَوِيًّا إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ قَالَ: فَفَعَلُوا فَبِطَرْنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَيَّتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفْتَقَتْ مِنَ الشَّحْمِ فُسَيْ عَامَرُ الْفُتُقِ

সাহাবা বাণী: হজরত আবুল জাওয়া রাহি. বলেন: একবার মদীনাবাসীগণ ভীষণ অনাবৃষ্টির কবলে পতিত হলেন। তখন তাঁরা হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-র কাছে এই বিপদের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন: তোমরা নবিজি ﷺ এর কবরে যাও। তাঁর হজরার ছাদের আকাশের দিকে কয়েকটি ছিদ্র করে দাও। যেন তাঁর ও আসমানের মধ্যখানে কোন আড়াল না থাকে। তারপর লোকেরা গিয়ে তাই করল। এতে প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ হল। এমন কি জমিনে প্রচুর ঘাস জন্মাল। উটগুলি খুব মোটাতাজা ও চর্বিদার হয়ে ওঠল। এই জন্য লোকেরা সেই বছরকে “আমাল ফতক” (পশুপালের হুস্তপুস্ত হওয়ার বছর) নামে আখ্যায়িত করল।^{৩৭৮}

নোট: সাহাবিদের এই আমলের মধ্যে এসেছে, নবিজি ﷺ এর কবরের কাছে যখন ছিদ্র করেছে, তখন বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। যার দ্বারা ওসিলার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

দলিল: ৭, সাহাবা বাণী-৪

عَنْ مَالِكِ الدَّارِ قَالَ: وَكَانَ خَازِنُ عُمَرَ عَلَى الطَّعَامِ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ قُحْطٌ فِي رَمَنٍ عَرَفَاجًا رَجُلًا إِلَى قُبْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ أَزْمَتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا فَفَلَّى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ قَبِيلَ كَهْ أَتَتْ عُمَرَ

^{৩৭৭} সহিহ বুখারি: পরিচ্ছেদ- অনাবৃষ্টির সময় লোকদের ইমামের নিকট বৃষ্টির জন্য দুআর আবেদন।

হাদিস নং ১০১০

^{৩৭৮} সুনানে দারেমি: পরিচ্ছেদ- আল্লাহ তাআলা নবি ﷺ এর মৃত্যুর পরেও কিভাবে নবি ﷺ কে সম্মানিত করেন। হাদিস নং ৯৩

কোন ব্যক্তির ওসিলা দ্বারা দুআ করা

فَأَقْرَهُ السَّلَامَ وَأَخْبَرَهُ أَنَّكُمْ مُسْتَعِثُّونَ وَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ الْكَئِيسُ عَلَيْكَ الْكَئِيسُ فَأَلْقَى عُمَرُ فَأَخْبَرَهُ فَبَيَّنَّ
عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ لَا أَلُوًّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ

সাহাবা বাণী: হজরত মালেক ইবনে দার বলেন: হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খাদ্যভাণ্ডারের একজন কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে একবার দুর্ভিক্ষ হল। এক ব্যক্তি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে নবিজি ﷺ এর কবরের কাছে এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসুল! স্বীয় উম্মতের জন্য আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা করুন। আর না হয় সে তো ধ্বংস হয়ে গেলো। তখন নবিজি ﷺ ঐ ব্যক্তিকে স্বপ্নে এসে বললেন: উমরের কাছে গিয়ে তাকে সালাম বলবে। আর জানাবে: বৃষ্টি হবে। আর তাকে এটাও জানাবে, যেন চিন্তাভাবনা করে কাজ করে। সেই ব্যক্তি হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এলেন। এসে তাঁকে স্বপ্নের কথা জানালেন। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন কঁদে দিলেন। আর বললেন: হে রব! যতক্ষণ অক্ষম না হব, আমি অলসতা করব না।^{৩৭৯}
নোট: সাহাবিদের এই আমলের মধ্যে এসেছে, সাহাবিরা নবিজি ﷺ এর কবরের কাছে এলেন। তাঁর কাছে আবেদন করলেন: আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে উম্মতের বৃষ্টির প্রার্থনা করুন।

৩. তৃতীয় পদ্ধতি হল: জীবিত ব্যক্তির কাছে দুআ করার জন্য বলা। বা তার কাছে সাহায্য কামনা করা। অথবা তার ওসিলা দিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছেই চাওয়া জায়েজ। এ বিষয়ে দলিল হিসেবে পেশ করা আয়াতগুলো হল—

আয়াত-১

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

“আর যখন ওরা নিজেদের অকল্যাণ করেছিল, তখন যদি ওরা আপনার কাছে আসত, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত। রাসুলও ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তবে অবশ্যই ওরা আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু পেত।”^{৩৮০}

নোট: এই আয়াত থেকে বুঝা গেল: জীবিত ব্যক্তির কাছে দুআ চাওয়া জায়েজ।

^{৩৭৯} মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: পরিচ্ছেদ- উমর ইবনুল খাত্তাবের ফজিলতের আলোচনা। হাদিস নং ৩২০০২

^{৩৮০} নিসা- ৪: ৬৪

কোন ব্যক্তির ওসিলা দ্বারা দুআ করা

আয়াত-২

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

“আল্লাহ এমন নন, আপনি ওদের মধ্যে থাকাবস্থায় তিনি ওদের শাস্তি দেবেন।”^{৩৮১}

নোট: এই আয়াত থেকে বুঝা গেল: যদি ভালো মানুষ জীবিত থাকে, তাহলে তার দ্বারা উপকার হয়। কোন জীবিত মানুষের কাছে দুআ চাওয়া জায়েজ।

দলিল: ১০, হাদিস-১

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِذَا سَبَعْتُمْ التَّوَذُّنَ فَقُولُوا وَمِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلاةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا النَّبِيَّ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مِثْلُ نَفْسِ الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ إِلَى الْوَسِيلَةِ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছেন, তোমরা যখন মুয়াজ্জিনকে আজান দিতে শুনেবে, তখন সে যা বলে তাই বলবে। তারপর আমার ওপর দুরুদ পাঠ করবে। কারণ যে আমার ওপর একবার দুরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার ওপর দশবার রহমত নাজিল করেন। পরে আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওসিলার দুআ করবে। ওসিলা হল জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কোন এক বান্দাকে দেয়া হবে। আমি আশা করি, আমিই হব সেই বান্দা। যে আমার জন্য ওসিলার দুআ করবে, তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে।^{৩৮২}

দলিল: ১১, হাদিস-২

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْبَرَهُ فَقَالَ: أَيْ أَيُّ شَيْءٍ كُنَّا فِي دُعَائِكَ وَلَا تَسْئَلُنَا

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন নবিজি ﷺ এর কাছে উমরা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি বললেন: হে আমার প্রিয় ভাই! তোমার দুআয় শরিক করবে। আমাদের ভুলে যাবে না।^{৩৮৩}

নোট: উপরিউক্ত দুই হাদিসে নবিজি ﷺ নিজের উম্মতের কাছে দুআ করতে বলেছেন। যারা জীবিত ছিলেন অথবা তিনি জীবিত থাকবেন। এজন্য এটি জায়েজ।

^{৩৮১}. আনফাল- ৮: ৩৩

^{৩৮২}. সহিহ মুসলিম: পরিচ্ছেদ- আজানের জবাবে মুয়াজ্জিনের অনুরূপ বলা মুস্তাহাব। এরপর রাসুল ﷺ এর উপর দুরুদ পাঠ করা এবং তার জন্য ওসীলার দুআ করা। হাদিস নং ৩৮৪

^{৩৮৩}. সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- কিতাবুদ-দাওয়াত। হাদিস নং ৩৫৬২

কোন ব্যক্তির ওসিলা দ্বারা দুআ করা

নোট: এই সাহাবা বাণীতে জীবিত ব্যক্তির ওসিলা দেওয়া হয়েছে এবং তার মাধ্যম দিয়ে দুআ করা হয়েছে।

৫. কোন মৃত ব্যক্তির কাছে এ কথা বলা, আপনি এই কাজটি করে দিন। বা আপনি আরোগ্য দান করুন। বা আপনি সন্তান দিন। অথবা আপনি বৃষ্টি বর্ষণ করুন। এমন মোটেও জায়েজ নেই।

নিম্নের আয়াতসমূহে এর উল্লেখ রয়েছে—

আয়াত-৩

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

“তোমাদের রব বলেছেন, ‘আমাকে ডাক’ আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহংকারবশত আমার ইবাদাত থেকে বিরত থাকে, ওরা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”^{৩৮৬}

নোট: এই আয়াতে এসেছে: আমাকেই ডাক। কেননা অন্য কাউকে প্রয়োজন পূরণের জন্য ডাকা জায়েজ নেই।

আয়াত-৪

قُلْ أَدْعُوكُمْ دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا

“আপনি বলে দিন, আমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ডাকব যারা আমাদের উপকারও করতে পারে না। আর অপকারও করতে পারে না?”^{৩৮৭}

নোট: এই আয়াতেও এসেছে: আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও কাছে প্রয়োজন পূরণের দুআ না উচিত।

উপরিউক্ত সকল হাদিস ও সাহাবিদের আমলের মধ্যে এ কথারও ব্যাখ্যা রয়েছে— এগুলোতে মূলত আল্লাহ তাআলার কাছেই দুআ করা হয়েছে। কোন ব্যক্তির কাছে প্রয়োজন পূরণের কথা কবলা হয়নি। তবে জীবিত ব্যক্তির ওসিলা গ্রহণ করেছেন। এজন্য কোন মৃত ব্যক্তির কাছে এটা বলা, আপনি এ কাজটি করে দিন। বা আপনি আরোগ্য দান করুন। বা আপনি সন্তান দিন। কিংবা আপনি বৃষ্টি দিন। এটি মোটেও জায়েজ নেই।

^{৩৮৬}. মু‘মিন বা গাফির- ৪০: ৬০

^{৩৮৭}. আন’আম- ৬: ৭১

কোন ব্যক্তির ওসিলা দ্বারা দুআ করা

মাজারের খাদেমদের বাড়াবাড়ি

এ সকল হাদিস দ্বারা শুধু এতটুকু কথা প্রমাণিত হল, মাঝেমাঝে কখনো যদি কারও ওসিলায় দুআ করা হয়, তাহলে তার সুযোগ আছে। কিন্তু আমাদের মাজারের খাদেমগণের পুরো বছরের খরচ উঠাতে হবে। নিজের পরিবার-পরিজনকেও লালনপালন করতে হবে। নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নিজেদের সম্মান ও মর্যাদাও বৃদ্ধি করতে হবে। নিজেরা প্রসিদ্ধিও লাভ করতে হবে। এজন্য তারা এই ছোট সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কবরবাসী সম্পর্কে বড় বড় কথা বলে। তাদের কারামত প্রকাশ করে থাকে। ফয়েজ হাসিলের নামে, প্রয়োজন পূর্ণ করে দেওয়ার নাম করে খুব ভালোভাবেই অর্থ আদায় করে থাকে। নিজের পকেট ভারি করে থাকে। এগুলো কোনোটিই প্রমাণিত নয়। এগুলো সব নাজায়েজ। উম্মতের এগুলো থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

উপরিউক্ত চার আয়াত, ছয় হাদিস ও পাঁচ সাহাবা বাণী থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, প্রার্থনা করবে তো একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে। কিন্তু মাঝেমাঝে কখনো ওসিলার মাধ্যমে প্রার্থনা করলে তারও সুযোগ আছে। তবে যেহেতু অনেক কম হাদিসেই ওসিলার কথা উল্লেখ রয়েছে, এজন্য তার ব্যাপক প্রচলন বানাবে না।

কুরবানি তিন দিন নাকি চার দিন?

২৭. কুরবানি তিন দিন নাকি চার দিন?

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: কুরবানি তিন দিনই। জিলহজের দশ, এগারো, বারো তারিখ। এরপর তেরো জিলহজে কুরবানি হবে না। যেখানে কতিপয় উলামাদের মতে তেরোই জিলহজেও কুরবানি জায়েজ আছে।

হিদায়ার ইবারত বা মূলপাঠ হল—

قال: وهي جائز في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده وقال الشافعي ثلاثة أيام بعده لقوله عليه الصلاة والسلام أيام التشريق كلها أيام ذبح

অর্থ: ইমাম কুদুরি বলেন: কুরবানি তিন দিনই। দশই জিলহজ, তারপরে দুই দিন। আর ইমাম শাফেয়ি রাহি. বলেছেন: দশই হিলহজের পরে তিন দিন (তেরোই জিলহজ) পর্যন্ত। কেননা নবিজি ﷺ বলেছেন: আইয়্যামে তাশরিকের সকল দিনই জবাই করার দিন (তেরোই জিলহজ পর্যন্ত আইয়্যামে তাশরিক)।^{৩৮৮}

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস কিছুসংখ্যক আলেমদের কাছে তেরোই জিলহজ পর্যন্ত কুরবানি করা জায়েজ। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

হাদিস-১

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ عَرَفَاتٍ مُؤَقَّتٌ وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عَرَفَةَ وَكُلُّ مُزْدَلِفَةٍ مُؤَقَّتٌ وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ وَكُلُّ فَجَائٍ وَمَنَى مُنْعَرٍ وَكُلُّ أَيَّامِ الشَّعْرِيقِ ذَبْحٌ

হজরত যুবাইর ইবনে মুতয়িম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেছেন: সমস্ত আরাফাতই অবস্থানস্থল, বাতনে আরাফাত ব্যতীত। গোটা মুজদালিফাই অবস্থানস্থল, কিন্তু বাতনে মুহাসসির থেকে উঠে যাও (সেখানে অবস্থান কর না)। আর সমস্ত মিনাই কুরবানির স্থান। আইয়্যামে তাশরিকের সকল দিনই কুরবানি করার দিন।^{৩৮৯}

হাদিস-২

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ أَيَّامِ الشَّعْرِيقِ ذَبْحٌ

হজরত যুবাইর ইবনে মুতয়িম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেছেন: আইয়্যামে তাশরিকের সকল দিনই কুরবানি করার দিন।^{৩৯০}

^{৩৮৮}. হিদায়া: পরিচ্ছেদ- কুরবানী কাদের উপর ওয়াজিব। পৃষ্ঠা- ৩৫৭

^{৩৮৯}. মুসনাদে আহমাদ: পরিচ্ছেদ- যুবাইর ইবনে মুতয়িমের হাদিস। হাদিস নং ১৬৭৫১

^{৩৯০}. দারা কুতনি: পরিচ্ছেদ- শিকার এবং যবেহকৃত প্রাণী খাওয়ার বর্ণনা। হাদিস নং ৪৭৫৮

কুরবানি তিন দিন নাকি চার দিন?

দলিল: ৩, তাবেয়ি বাণী -১

أَلْعُرَيْنَ عِنْدَ الْعَرَبِ قَالَ: الْأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ

তাবেয়ি বাণী: হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহি. বলেছেন: দশই জিলহজ ব্যতীত তিন দিন পর্যন্ত কুরবানি। তেরোই জিলহজ পর্যন্ত।^{৩৯১}

দলিল: ৪, তাবেয়ি বাণী -২

حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَسَلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ بَلَغَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الضَّحَايَا إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْذِيَ ذَلِكَ

হাদিসে মুনকাতির মধ্যে এসেছে, হজরত আবু সালামাহ ও সুলাইমান বিন ইয়াসার বলেন: তাদের কাছে নবিজি ﷺ পক্ষ থেকে সংবাদ পৌঁছেছে। নবিজি ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি তা চালু রাখতে চায়, তার জন্য জিলহজের শেষ পর্যন্ত কুরবানি।^{৩৯২}

নোট: এই হাদিসে মুনকাতি থেকে বুঝা গেল: জিলহজের শেষ পর্যন্ত কুরবানি করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এই হাদিসের উপর কোন ইমামের আমল নেই।

নোট: হজরত আবু সালামাহ এবং সুলাইমান বিন ইয়াসার সাহাবি নয়, তাবেয়ি। এজন্য তাদের এবং নবিজি ﷺ এর মাঝে এক সাহাবি ছুটে গেছে। এজন্য এই হাদিস মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) হয়ে গেছে।

উপরিউক্ত দুই হাদিস, এক তাবেয়ি বাণী এবং এক হাদিসে মুনকাতি থেকে অন্যান্য কিছু সংখ্যক আলেমগণ প্রমাণ করে থাকেন, তেরোই জিলহজ পর্যন্ত কুরবানি করতে পারবে।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: কুরবানি করার দিন শুধু বারোই জিলহজ পর্যন্ত। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল-

দলিল: ১, সাহাবা বাণী -১

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: الذَّبْحُ بَعْدَ النَّحْرِ يَوْمَانِ

^{৩৯১}. বাইহাকি কুবরা: পরিচ্ছেদ- যারা বলেন জিলহজের দশ তারিখ এবং পরবর্তী তিন দিন অর্থাৎ তেরো জিলহজ পর্যন্ত কোরবানি করা জায়েয। কেননা এ দিনগুলো নুসুক তথা কোরবানির দিন হিসেবে স্বীকৃত। হাদিস নং ১৯২৫১

^{৩৯২}. দারা কুতানি: পরিচ্ছেদ- শিকার এবং যবেহকৃত প্রাণী খাওয়ার বর্ণনা। হাদিস নং ৪৭৪২; বাইহাকি কুবরা: পরিচ্ছেদ- যারা বলেন কুরবানী মাসের শেষের দিকে করবে যে তার অপেক্ষা করে। হাদিস নং ১৯২৫৬

কুরবানি তিন দিন নাকি চার দিন?

সাহাবা বাণী: হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুন্ বলেন, কুরবানি দশই জিলহজের পরে আর দুই দিন।^{৩৯৩}

দলিল: ২, সাহাবা বাণী -২

سَأَلَ أَبُو سَلَمَةَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَعْدَ النَّحْرِ يَوْمَ قُتَالٍ: إِنِّي بَدَأْتُ أَنْ أَضْحِيَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَنْ شَاءَ فَلْيُضْحِ الْيَوْمَ ثُمَّ عَدَّ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ

সাহাবা বাণী: হজরত আবু সালামা রাহি. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে দশই জিলহজের একদিন পরে জিভেস করলেন: আমি ভাবতেছি, কুরবানি করে ফেলবো। তখন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কললেন: যে চায় আজ কুরবানি করতে পারে। তারপর ইন শা' আল্লাহ আগামী কালও কুরবানি করতে পারে।^{৩৯৪}

দলিল: ৩, সাহাবা বাণী -৩

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى وَشَتَا مَا لَكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى

সাহাবা বাণী: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলতেন: ঈদুল আজহার পরে দুই দিন কুরবানি। হজরত ইমাম মালেক রাহি.-এর কাছে হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ কথা পেঁছেছে, তিনি বলতেন: দশই জিলহজের পরে দুই দিন কুরবানি করতে পারবে।^{৩৯৫}

দলিল: ৪, তাবেয়ি বাণী -১

عَنْ سَلْيَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ قَالَ: النَّحْرُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَقَالَ مَكْحُولٌ: صَدَقَ

তাবেয়ি বাণী: হজরত সুলাইমান ইবনে মুসা বলেছেন: কুরবানি হল তিন দিন। হজরত মাকহুল বলেছেন: এ কথা সঠিক।^{৩৯৬}

উপরিউক্ত তিন সাহাবা বাণী, এক তাবেয়ি বাণী থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, শুধু বারোই জিলহজ পর্যন্তই কুরবানী করতে পারবে। এরপরে পারবে না।

^{৩৯৩}. বাইহাকি কুবরা: পরিচ্ছেদ- যারা বলেন কুরবানী দশই জিলহজের পরে আর দুই দিন।

হাদিস নং ১৯২৫৫

^{৩৯৪}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ১৯২৫৩

^{৩৯৫}. প্রাগুক্ত: হাদিস নং ১৯২৫৪

^{৩৯৬}. বাইহাকি কুবরা: পরিচ্ছেদ- যারা বলেন জিলহজের দশ তারিখ এবং পরবর্তী তিন দিন অর্থাৎ তেরো জিলহজ পর্যন্ত কোরবানি করা জায়েয। কেননা এ দিনগুলো নুসুক তথা কোরবানির দিন হিসেবে স্বীকৃত। হাদিস নং ১৯২৫২

কুরবানির পশুর মধ্যে সাত শরিক হতে পারবে কিনা?

২৮. কুরবানির পশুর মধ্যে সাত শরিক হতে পারবে কিনা?

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানি করা হবে। আর একটি গরু সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে, একটি উটও সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি করতে পারবে। এটিও বর্ণিত রয়েছে, এক পরিবারে যদি তিন ব্যক্তি নেসাবের মালিক হয়, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর পৃথক পৃথক কুরবানি ওয়াজিব হবে। তিনটি কুরবানি আবশ্যিক হবে। সকলের পক্ষ থেকে একটি কুরবানি যথেষ্ট নয়।

হিদায়ার ইবারত বা মূলপাঠ হল—

قال: ويذبح من كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد

অর্থ: প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি বকরি (ছাগল) জবাই করবে। বা সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি গরু, অথবা একটি উট জবাই করবে। আর যুক্তির দাবি হল: একটি পশু একজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।^{৩৯৭}

আহলে হাদিসদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

কতিপয় উলামাদের মতে এক পরিবারে যত ব্যক্তিই হোক, সকলের পক্ষ থেকে একটি কুরবানিই যথেষ্ট হবে। এই অভিমতও রয়েছে, একটি উট দশজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি করা যাবে। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

হাদিস-১

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَتَحْنُ وَوُفُوٌّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ قَال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ

عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتَيْنِ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَغَيْرُهَا أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْرُهَا هَذِهِ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ

হজরত মিখনাফ ইবনে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসুল ﷺ এর সঙ্গে আরাফায় অবস্থান করছিলাম। রাবী বলেন: তখন তিনি বলেন: হে লোক সকল! আমাদের প্রত্যেক গৃহবাসীর উপর প্রতি বছর কুরবানি করা ওয়াজিব এবং আতীরাও। তোমরা কি জান আতীরা কি? এ হলো সেই জিনিস, যাকে লোকেরা রাজবিয়া বলে।^{৩৯৮}

নোট: এই আতীরা পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে। এর উপরই প্রত্যেক পরিবারের উপর এক কুরবানি রহিত হয়ে গেছে। এখন তো হল: যে ব্যক্তিই নেসাবের মালিক হবে, তার উপর একটি কুরবানি।

^{৩৯৭}. হিদায়া: পরিচ্ছেদ- কুরবানী কাদের উপর ওয়াজিব। পৃষ্ঠা- ৩৫৬

^{৩৯৮}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- কুরবানী ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে। হাদিস নং ২৭৮৮

কুরবানির পশুর মধ্যে সাত শরিক হতে পারবে কিনা?

হাদিস-২

سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَتْلَانِ: كَانَ الرَّجُلُ يُفْعَى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ حَتَّى تَبَاهِيَ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى

হজরত আবু আইয়্যুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রাসুল ﷺ এর যুগে কুরবানি কেমন হতো? তিনি বললেন: একজন নিজের ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানি করতো, নিজেরাও খেত। অন্যদেরও খাওয়াতো। শেষে লোকেরা এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করে বাহাদুরী প্রদর্শন শুরু করল। ফলে তাই হয়েছে তুমি যা দেখেছ।^{৩৯৯}

নোট: হাদিসের অনুমান থেকে বুঝা গেল, পূর্বে পুরো পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল ছিল দারিদ্রতার কারণে। ওয়াজিব হওয়ার কারণে নয়। পরবর্তীতে মানুষ উন্নত হয়ে গেছে, তাই প্রত্যেক নেসাবের মালিকের উপর একটি ছাগল আবশ্যিক হয়ে গেছে।

হাদিস-৩

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ بَقْرَةً وَاحِدَةً
নবিজি ﷺ এর স্ত্রী আম্মাজান হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বিদায় হজের সময় তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানি করেন।^{৪০০}

হাদিস-৪

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ
سِنْعَةً فِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসুল ﷺ এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানির ঈদ এসে গেল। আমরা তখন গরুতে সাত জন, উটে দশজন করে শরীক হই।^{৪০১}

নোট: এই হাদিস থেকে জানা গেল, উটের কুরবানিতে দশ ব্যক্তি শরিক হতে পারে।

^{৩৯৯} . সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- একটি ছাগলই একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট। হাদিস নং

১৫০৫

^{৪০০} . সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- গরু কুরবানী করা। হাদিস নং ১৭৫০

^{৪০১} . সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- কুরবানীতে শরিক হওয়া। হাদিস নং ১৫০১

কুরবানির পশুর মধ্যে সাত শরিক হতে পারবে কিনা?

উপরিউক্ত চার হাদিস থেকে কিছু সংখ্যক আলেমগণ প্রমাণ করে থাকেন, এক পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানি করাই যথেষ্ট। আর এটাও প্রমাণ করে, উটের মধ্যে দশ ব্যক্তি শরিক হতে পারবে।

আহনাফের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিস

হানাফি ফকিহ উলামাদের অভিমত হলো: প্রত্যেক নেসাবের মালিকের উপর কুরবানি ওয়াজিব। পুরো পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানি যথেষ্ট নয়। আর উটের মধ্যেও সাত ব্যক্তিই শরিক হতে পারবে। তাদের দলিল হিসেবে পেশ করা হাদিসগুলো হল—

দলিল: ১, হাদিস-১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يَصُمْ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَضَلًا

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন: যে ব্যক্তির সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি করে না, সে যেন আমাদের ঈদের মাঠের কাছেও না আসে।^{৪০২}

নোট: এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হল, প্রত্যেক নেসাবের মালিকের উপর পৃথক পৃথক কুরবানি ওয়াজিব।

দলিল: ২, হাদিস-২

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ

হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন: গাভী ও উট সাত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানি হয়ে যাবে।^{৪০৩}

^{৪০২}. সুনানে ইবনে মাজাহ: পরিচ্ছেদ- কুরবানী ওয়াজিব কিনা? হাদিস নং ৩১২৩

^{৪০৩}. সুনানে আবু দাউদ: পরিচ্ছেদ- গাভী এবং উট কতজনের পক্ষ হতে কুরবানী করা জায়েজ প্রসঙ্গে। হাদিস নং ২৮০৮

কুরবানির পশুর মধ্যে সাত শরিক হতে পারবে কিনা?

দলিল: ৩, হাদিস-৩

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحَدِيثِيَّةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَكْدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা হুদায়বিয়ার বছর রাসূল ﷺ এর সঙ্গে থেকে একটি গরু সাতজনের পক্ষ থেকে, একটি উটও সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানি করেছি।^{৪০৪}

উপরিউক্ত তিন হাদিস থেকে হানাফি মাজহাব অনুসারীগণ প্রমাণ করে, উটের মধ্যে সাত ব্যক্তিই শরিক হতে পারবে।

وَأَخْرَجُوا أَنَّ الْخَدُّ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

অধম সামীরুদ্দীন কাসেমী

১৯. ০১. ২০২৪ ইসায়া

^{৪০৪} সুনানে তিরমিজি: পরিচ্ছেদ- উট ও গরু কুরবানীতে শরীক হওয়া। হাদিস নং ৯০৪

কুরবানির পশুর মধ্যে সাত শরিক হতে পারবে কিনা?

অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থাবলী

- ★ প্রশ্নোত্তরে ইমান ও আকিদা
- ★ যেমন ছিলেন আকাবিরে দেওবন্দ
- ★ যেমন ছিলেন মুসলিম মহিয়সীরা
- ★ আকিদার মর্মকথা
- ★ আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা
- ★ হারামাইনের আত্ননাদ
- ★ কিতাবুত তাওহীদ
- ★ বিশুদ্ধ তাওহীদ
- ★ ইলা-মাগফিরাহ
- ★ শরহুল ফিকহিল আকবার
- ★ ছোটদের ইমান-আকিদা শিক্ষা ।
- ★ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্যারেন্টিং ইত্যাদি

কুরবানির পশুর মধ্যে সাত শরিক হতে পারবে কিনা?

পাঠকের পাতা

কুরবানির পশুর মধ্যে সাত শরিক হতে পারবে কিনা?